Registered No. 52.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

১৮ মাঘ বুধবার ১৭৯৯ শক।

আমাদের এই জীবাত্মাকে দিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। জীবাত্মার তিনটি অবয়ব—জ্ঞান প্রেম এবং মঙ্গল ইচ্ছা। আত্মা শুদ্ধ কেবল জ্ঞান-মাত্রটি নহে, তাহা প্রেমের আলয়;—তাহাই যে কেবল তাহাও নহে, তাহার সে প্রেম মঙ্গল ইচ্ছারূপে নিয়ত কার্য্যোন্মুখ রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই কার্য্যে পরিণত হয়। যদিও আমাদের মঙ্গল ইচ্ছার নানা প্রকার প্রতিবন্ধক; পদে পদে যদিও বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে মঙ্গল-পথে চলিতে হয়, তাহা সত্ত্বেও যতই আমরা মঙ্গল ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিব ততই আমরা আত্মার সমগ্র ভাব উপলব্ধি করিতে পারিব; কেননা মঙ্গল ইচ্ছাতেই আত্মা সমগ্রভাবে প্রতিফলিত হয়; আত্মার জ্ঞান প্রতিফলিত হয়, প্রেম প্রতিফলিত হয়, আত্মার সমুদায় সত্তা প্রতিফলিত হয়। আত্মার মঙ্গল ইচ্ছাতে, আত্মা নিজে যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনি আবার পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছা যাহা সমুদায় জগতের প্রাণ তাহার আবির্ভাব তাহাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মঙ্গল ইচ্ছা যে কত মঙ্গল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মঙ্গল ইচ্ছা সত্যের আলোককে আগ্রহ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আনে, মঙ্গল ইচ্ছা আপনি যাহা তাহাই প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যগ্র হয়, সত্য যাহা তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র, অমঙ্গল ইচ্ছা আপনাকে ঢাকিবার জন্যই ব্যগ্র, সত্যকে ঢাকিয়া অসত্য প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যগ্র; মঙ্গল ইচ্ছার প্রভাবে আত্মা সত্যের আলোকে জাজ্বল্যমান হয়, অমঙ্গল ইচ্ছাতে আত্মা অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়। এই কারণ বশত মঙ্গল ইচ্ছার সমুচিত সাধন না করিলে সত্য জ্যোতির স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং তাহা না হওয়াতে কি আত্মজ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই আমাদের নিকট অলীক, নিষ্ফল এবং অপদার্থ মনে হয়।

মনুষ্যে মনুষ্যে যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয়, সে কেবল মঙ্গল ইচ্ছারই প্রসাদাৎ। যেখানেই মঙ্গল ইচ্ছার অভাব, সেই খানেই

অনৈক্য, অনৈক্যের আর দ্বিতীয় কারণ নাই। যেখানেই মঙ্গল ইচ্ছার প্রভাব সেই খানেই ঐক্য, ঐক্যের আর দ্বিতীয় কারণ নাই। কি পরিবারের মধ্যে কি দেশের মধ্যে যাহার যে সম্বন্ধ; মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইলে তাহা ঠিক্ রূপে রক্ষিত হইতে পারে। কেবল বাহিরের ঐক্য নহে, মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে ঐক্য সাধন করিতে হইলেও, মঙ্গল ইচ্ছা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে যেখানে ঐক্যের অভাব সেখানে হয় ত উগ্রভাব, উদ্ধত ভাব, মত্ত ভাব, নয় ত নিস্তেজ ভাব, বিমর্ষ ভাব, ম্রিয়মাণ ভাব,মঙ্গল-ইচ্ছার অপ্রতুল হইলেই মনে ঐরূপ রোগ জন্মে; সুতরাং মঙ্গল ইচ্ছাই সে রোগের একমাত্র ঔষধি। ব্রাহ্মধর্ম্মে যে আছে যে "ক্রোধঃ সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ" ইহার অর্থ কি? ক্রোধ সুদুর্জয় শত্রু কেন? লোভ অনন্ত ব্যাধি কেন? ক্রোধ বাহিরের শত্রুর দল বৃদ্ধি করে, লোভ শরীরের ব্যাধি উৎপন্ন করে, ইহারি জন্য শুধু নয়, ক্রোধ আমাদের নিজের মনের মধ্যেই শত্রুদলের শিবির সংস্থাপন করে, লোভ শরীরের নয় মনের অভ্যন্তরে ব্যাধির গৃহপ্রতিষ্ঠা করে। মঙ্গল ইচ্ছাই সে শত্রুদমনের এক মাত্র মহাস্ত্র, মঙ্গল ইচ্ছাই সে ব্যাধির এক মাত্র ঔষধি।

ঈশ্বরের নিকট যেমন আমরা আর আর মঙ্গল প্রার্থনা করি, তেমনি যেন তাহার সঙ্গে মঙ্গল ইচ্ছাও প্রার্থনা করি; কেন না মঙ্গল ইচ্ছাটি মঙ্গলের স্পর্শমণি স্বরূপ; যত প্রকার মঙ্গল আছে মঙ্গল ইচ্ছার সংযোগেই তাহা মঙ্গল, মঙ্গল ইচ্ছার বিশ্লেষেই তাহা অমঙ্গল; অতএব স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন যত প্রকার প্রার্থনীয় বিষয় আছে, মঙ্গল ইচ্ছা তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য।

মঙ্গল ইচ্ছা যে কি অমূল্য সামগ্রী তাহা তাহার বিপরীত পক্ষের তুলনায় জাজ্বল্য রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অমঙ্গল ইচ্ছার নিশ্বাস পর্য্যন্ত বায়ুকে বিষাক্ত করে, অমঙ্গল ইচ্ছার ভাবভঙ্গী যেন প্রাণের কণ্ঠ নিষ্পীড়ন করিতে আইসে, অমঙ্গল ইচ্ছা রাক্ষস পিশাচ এবং জঘন্য জন্তুদিগের সহিত উপমেয়। এই—আর মঙ্গল ইচ্ছা দেখ কেমন নির্ব্বিষ, কেমন সুস্নিগ্ধ, তাহার সান্নিধ্য মাত্রে মন কেমন প্রফুল্ল হয়, তাহার নিশ্বাস-বায়ুতে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হয়, তাহার প্রশান্ত মুখ-জ্যোতিতে বিষাদ-অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তাহা বিঘ্নের কৃপাণ অমৃতের সোপান, তাহা মনুষ্যের অমর আত্মার সহিত উপমেয়, দেবতার সহিত উপমেয়।

অদ্যকার এই সুমঙ্গল অবসরে মঙ্গলময় পরমাত্মাকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ পাইবার জন্য, আইস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি তোমার অমৃতময় মঙ্গলময় প্রসাদ আমাদিগকে বিতরণ কর; তোমার মঙ্গল ইচ্ছা যেন আমাদের অনন্ত জীবনের পথপ্রদীপ হয়; মঙ্গলই যেন আমাদের চিন্তা হয়, মঙ্গলই যেন আমাদের কার্য্য হয়, মঙ্গলই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়, তোমার প্রসাদ-বারিতে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া অসঙ্কোচে যেন আমরা তোমার সন্নিধানে অগ্রসর হইতে পারি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

আদেশবাদ।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে অবসৃত হয়েন নাই। শিল্পকর যেমন কোন শিল্পকার্য্য করিয়া মৃত হয় তিনি সেরূপ মৃত হয়েন নাই। তিনি জগতের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, জগতের প্রাণস্বরূপ হইয়া,

জগতের অন্তরাত্মা হইয়া, জগতের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তিনি জগতের বর্ত্তমান নির্ভর-স্থল। তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছার উপরে জগতের অস্তিত্ব ও পালন নির্ভর করিতেছে। ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে প্রতি মুহূর্ত্তে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে যে হেতু তিনি ইচ্ছা করিলেই সমস্ত জগৎ এখনই বিধ্বংশ হইয়া যায়। জগতের অস্তিত্ব যেমন ঈশ্বরের বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে তেমনি জগৎ পরিপালন-কার্য্যও তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, অতএব ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে তিনি স্বহস্তে আমাদিগকে অন্নপান বিতরণ করিতেছেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, এবং ধর্ম্মবল ও জ্ঞানালোক জন্য আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। করুণাময় পরমেশ্বর যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নানা প্রকারে আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিতেছেন তখন ইহা কি সম্ভব নহে যেমন এক ব্যক্তি তাঁহার সুহৃদ কিংবা আশ্রিত ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান কিংবা কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করেন তেমনি পরমেশ্বর কি তাঁহার সাধককে উদ্বোধিত কিংবা হিতকর সুপরামর্শ প্রদান করেন না? ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সকল মনুষ্যকে অহরহ বুদ্ধি ও বিবেক-বৃত্তি দ্বারা যে আদেশ করিতেছেন তদ্ব্যতীত কি তিনি আদেশ করেন না? ভৌতিক জগৎ কঠোররূপে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ উহাতে বদ্ধ হইলেও এরূপ কঠোর রূপে বদ্ধ নহে। এক আত্মা যেমন অন্য আত্মাকে কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করে তেমনি পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় সাধকের হিতের নিমিত্ত তাঁহার আত্মার উপর কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করেন। সকল দেশের সকল কালের ধার্ম্মিকেরা এই রূপ দেবোদ্বোধনে, এইরূপ দেবানুপ্রাণনে, চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। ভৌতিক জগতের তত্ত্ব যেমন ভৌতিক দর্শন ও পরীক্ষা-সিদ্ধ তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা-সিদ্ধ। সকল দেশের সকল কালের ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগের আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা প্রতিপাদন করিতেছে যে, ঈশ্বর সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন ও তাঁহার নিকট পরমার্থ বুদ্ধি প্রদর্শন করেন।

ঈশ্বর শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন বলিয়া যে তিনি অহর্নিশি সাধকের সঙ্গে কথোপকথন করেন ও সকল বিষয়ে তাঁহাকে আদেশ করেন ইহা সম্ভব নহে। তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। সকল বস্তুর বিকার আছে; নিকৃষ্ট বস্তুর বিকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর বিকার আরও জঘন্য। এমন যে উৎকৃষ্ট মত যে মঙ্গলময় ঈশ্বর সাধকের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে উদ্বোধিত করেন ইহারও বিকার আছে। এই মত বিকৃত আকার ধারণ করিলে তাহা হইতে বিষময় ফল প্রসূত হইতে থাকে। কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বর সাধককে আদেশ করেন বলিয়া কোন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে ঈশ্বর সকল বিষয়ে তাঁহাকে আদেশ করেন। এরূপ অবস্থাতে মনুষ্য ঈশ্বরের স্কন্ধে আপনার ভ্রম ও পাপ চাপাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এরূপ অবস্থাতে মনুষ্য আপনার দোষ ও পাপ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তাহা দ্বিগুণিত করে। কি ভয়ানক! একে পাপ করিতেছি, আবার তাহার উপর বলা যে ঈশ্বর সেই পাপ করিতে আমাকে আদেশ করিতেছেন? ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের মোহান্ধতা আর কি হইতে পারে? আমরা উপরে

যাহা বলিলাম তাহা আহাম্ম ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিলাম। প্রতারকেরা এই ঈশ্বরাদেশের মত অবলম্বন করিয়া আপনারদিগের অসৎ অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে দৃষ্ট হয়। আর ইহাও বিবেচ্য যে ধর্ম্মোন্মত্ততা হইতে প্রতারণার পথ পিচ্ছিল।* অতএব ঈশ্বরাদেশ যথার্থ ঈশ্বরাদেশ কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যাহা বিশুদ্ধ নীতিসম্মত তাহাই ঈশ্বরাদেশ হইতে পারে। মনুষ্য আপনার মনের কোন ভাব প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেরিত না হইলেও তাহা ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিতে পারে, অতএব ভ্রান্তস্বভাব মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেরিত ঈশ্বরাদেশের কথা দূরে থাকুক যদি এরূপ আকাশবাণী হয় "মনুষ্যগণ। চুরি কর ও মিথ্যা কথা কহ; চুরি করাতে ও মিথ্যা কথা কহাতে কোন পাপ নাই" এবং সেই আকাশবাণী যদি পৃথিবীর সকল মনুষ্য শুনিতে পায় তাহা হইলেও তাহা আমরা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যেমন দীর্ঘ ও প্রস্থের সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয় তেমনি ঐশী কার্য্য ও মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সমুদ্ভূত কার্য্য উভয়ের মিশ্রণে জগতের ঘটনা সকল ঘটে। মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে যাহা সত্য ও পুণ্য তাহা ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত হয়, যাহা পাপ ও ভ্রম তাহা মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হয়। জগতীয় ঘটনারূপ জটিল বয়নে পাপের অংশ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভূত ও পুণ্যের অংশ ঈশ্বরপ্রেরিত এরূপ মনে করিলে ঈশ্বরের আদেশ মানা যাইতে পারে ও সত্যও রক্ষিত হইতে পারে।

---

* "The path from enthusiasm to imposture is slippery." Gibbon

ন্যায় ও দয়া বিষয়ক বিচার।

৪৯। কাজেই ঈশ্বর ভয়ানক ন্যায়বান হইতেছেন। অতএব অনন্যগতি হইয়া মানব কাতর বচনে খৃষ্টের যোগে দয়া ভিক্ষা করিবেন। খৃষ্টকে আশ্রয় না করিয়া একাএক জগদীশ্বরের নিকট রোদন করায় কোন ফল নাই।*

---

* যদিও খৃস্ট দয়ার অবতার কিন্তু তাঁহার দয়ার সীমা আছে। যাহাদের অল্প পাপ তাহারাই ইহজীবন খৃস্টের শরণাপন্ন হইলে বিশুদ্ধ হইয়া অনন্ত স্বর্গলাভ করে। কিন্তু যাহারা মহাপাপী এবং সেই মহাপাপের প্রভাবে সমুচিতরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারে নাই তাহারা পরলোকে গিয়া খৃস্টের বা ঈশ্বরের সম্মুখে কাঁদিয়া ধরণী প্লাবিত করিলেও তাহাদের যাতনাপ্রদ নরকাগ্নি অনন্তকালেও নির্ব্বাপিত হইবে না। অতএব প্রচলিত খৃস্টধর্ম্মের মতে উক্ত দণ্ডের উদ্দেশে ঈশ্বরের কোন মঙ্গলাভিপ্রায় বা অনুগ্রহ নাই। আমরা সে ভাবে তাঁহাকে ও তাঁহার দয়ার অবতারকে দেখিলে ঈশ্বর-স্বরূপের বর্ণনে বাইবেলকে অক্ষম বলিয়া মনে করিতে হয়। ফলে ঈশ্বর বাইবেলের ত্রুটিতে লিপ্ত নহেন। তিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে করুণাময়। কেবল বাইবেল প্রকাশকগণের বুদ্ধিরূপ আধারই তাঁহার নির্ম্মল জ্যোতিকে ঐ রূপ ভীষণাকারে দেখাইতেছে। এতাদৃশ প্রত্যাদেশ অথবা তদনুযায়ী ব্যাখ্যাসূত্রে ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাতে যতই কলঙ্ক পড়ুক কিন্তু তদ্দ্বারা বাইবেলের প্রকাশকগণের একটি মহৎগুণ আবিষ্কৃত হইতেছে। তাঁহারা স্বভাবতঃ এক নিষ্ঠা বুদ্ধিতে পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন অথবা পৌর ও জানপদবর্গের ঘোরতর পাপাচারে পাপের প্রতি যে অত্যন্ত কোপপরায়ণ ছিলেন বাইবেল হইতে প্রকারান্তরে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের একনিষ্ঠা বুদ্ধিতে ঈশ্বর পাপীর প্রতি অনন্ত নরকের ব্যবস্থাপক স্বরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিলেন। এই তাৎপর্য্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা বাইবেলের অনন্ত নরক বিষয়ক দোষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতে পারি। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের নিগ্রহকে যেরূপ দণ্ডরূপ অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করেন বাইবেলের কেহ কেহ যে সেরূপ অনুভব না করিতে পারিয়াছিলেন এমত নহে। যথা, Proverbs III. 12.

৫০। এতাবতা ঈশ্বরেতে যে আদৌ দয়া ছিল না বা নাই খৃষ্টানগণ তাহা বলেন না। বরং ইহাই বলেন যে তাঁহার দয়ার ভাগ খৃষ্টরূপে আবির্ভূত ও অবতীর্ণ হইয়া পাপী মানবকে অভয়-বর-দানে প্রস্তুত রহিয়াছে।

৫১। ঈশ্বরীয় গুণের এ প্রকার বিভাগ এবং তদনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা কল্পনা হিন্দুদিগেরও শাস্ত্রে প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে তাদৃশ বিভাগ ও কল্পনা গৌণ-উপাসনা-কাণ্ডে স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মে খৃষ্টের অবতারত্ব মুখ্য উপাসনার অন্তর্গত। বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম্মে খৃষ্ট দয়ার অবতার হইয়াও ঈশ্বর এবং নরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারস্বরূপ; কিন্তু হিন্দুদিগের দেবগণ একই ঈশ্বরপ্রতিপাদক। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাঁহার নানাত্ব মিথ্যা, একত্বই সত্য।

৫২। হিন্দুদিগের মধ্যে কোন দেবতা ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্ত্তীরূপে স্বীকৃত হন না। মুক্তিপক্ষে সকলেই ঈশ্বর-প্রতিপাদক। সকলেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মরূপে পূজিত হন। তাহাতে একই ঈশ্বরের পূজা সিদ্ধ হয়। অধিকারানুসারে এতাদৃশ উপাসনার ব্যবহারিক ভাগ গৌণ কিন্তু সূক্ষ্ম ও সার ভাগ মুখ্যরূপে কথিত হয়।

৫৩। যদিও খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর এবং খৃষ্ট স্থানে স্থানে একই বলিয়া কথিত হন, কিন্তু উপাসনা-কালে খৃষ্ট কেবল মধ্যবর্ত্তী, নেতা, দ্বার, অথবা ঈশ্বর-নিকেতনের দ্বার-কুঞ্চিকা স্বরূপে গৃহীত ও পূজিত হইয়া থাকেন।

৫৪। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের দেবগণ অসংখ্য হইয়াও সকলেই ব্রহ্মপর। কেহই মধ্যবর্ত্তী বা নেতা নহেন। বৈদিক সময়ে অগ্নি কিয়ৎ পরিমাণ মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় ছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসদেব স্বীয় ব্রহ্মমীমাংসায় সকল দেবতাকেই ব্রহ্মপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

৫৫। অতএব ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও গুণের অসংখ্য বিভাগ সত্ত্বেও হিন্দুদিগের উপাসনা অবিভক্ত, কিন্তু খৃষ্টানদিগের দয়ার অবতার খৃষ্ট ঈশ্বরেরই অংশমাত্র হইলেও উপাসনা-পদ্ধতিতে তিনি স্বতন্ত্র গণ্য হইয়া থাকেন।

৫৬। ঐরূপ ভেদ-বুদ্ধিই ন্যায় হইতে দয়ার স্বাতন্ত্র্য অবধারণ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুগণের অভেদ বুদ্ধি অসংখ্য দেবতা ভেদ করত অদ্বৈতনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে। গৌণ উপাসনায় ঐ অদ্বৈতনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু উহ্য থাকে। মুখ্য উপাসনায় উহাই ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়।

৫৭। অতএব হিন্দুশাস্ত্রানুসারে গুণ কল্পনা স্থায়ী নহে। জ্ঞানোদয়ে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা, পুরন্দর, দিনকর, রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত নাম রূপ প্রলয় প্রাপ্ত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের একতিলও ক্ষতি হয় না; কিন্তু খৃষ্ট নষ্ট হইলেই খৃষ্টধর্ম্ম রূপ উপাধি আর থাকে না। খৃষ্টরূপ কল্পিত আধারকে ধ্বংস করিয়া দিলে ঈশ্বরের দয়া ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু বাইবলে তাহার ব্যবস্থা নাই।

৫৮। সুতরাং বাইবল অনুসারে ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকার গুণের সামঞ্জস্যই উদ্দেশ্য। শাস্ত্রসকল বহু যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে

For whom the Lord loveth he correcteth—Also Denteronomy VIII. 5. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son so the Lord thy God chasteneth thee—See also Hebreu XII-6. ফলতঃ বাইবলের এ সকল প্রত্যাদেশ কেবল ঐহিক দণ্ডের প্রতি প্রয়োগ হয়। পারত্রিক নরকের প্রতি প্রয়োগ করিলে মহাবিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইবেক।

ঈশ্বরের নানাত্ব নাই এবং তিনি অখণ্ডৈক-রসস্বরূপ।

৫৯। মানব সেই অখণ্ডৈকরসস্বরূপেতে স্বীয় মনোবৃত্তি সমূহের আদর্শে যে সকল পৃথক পৃথক গুণ কল্পনা করেন তাহা শূন্যের উত্তর দক্ষিণাদির ন্যায় অথবা কালের ভূত ভবিষ্যতাদির ন্যায় ব্যবহারিক বিভাগ মাত্র।†

৬০। ব্যবহারের অনুরোধে অথবা দুর্ব্বলাধিকার বশত আমরা ঈশ্বরের কোন কোন ভাবের, শক্তির, গুণের অথবা লক্ষণের পৃথক নাম দিয়াছি বলিয়া যে তাহা আদৌ পৃথক্ আছে, পৃথক্ হইয়াছে, বা পৃথক্ হইতে পারে এমত ভ্রম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, "ঘটাকাশ," "মঠাকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইলেও আকাশ একই।

৬১। অতএব ন্যায় ও দয়ার স্বরূপতঃ পৃথকত্ব দূরে থাকুক, তাদৃশ দ্বৈতভাব আমাদের মন হইতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে এক মাত্র মহামঙ্গলানন্দ-স্বরূপ ইহাই হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য। ‡

† The Veda ascribing to God attributes of eternity, wisdom, truth &. shows that it can explain him only by ascribing those attributes and applying those epithets *that are* held by man in the highest estimation without intending to assert the adequacy of such description—(2d. Defence of Vedas by Ram mohun Roy)

‡ * * but above all that *one* GREAT ATTRIBUTE which is our Principal concern is his goodness—Here lies the essence of Theism—its practical difference from every other creed in the world.—(F. P. Cobbe.)

The very identity of God implies the co-existence of the most perfect attributes p. 9. Vedantic Doctrines Vindicated.

* * He extends the permanent benefits of his justice and of his love through his infinite goodness—ibid p. 10

৬২। খৃষ্টধর্ম্মের আগমনে ঈশ্বরীয় ন্যায় ও দয়ার এই রূপ দ্বন্দ্বভাব এদেশীয় অনেক ব্যক্তির মনে প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে অনেকে আবার খৃষ্টের উপাসক না হইয়াও ঈশ্বরকে শুষ্ক ন্যায়ের দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মদিগেরও কাহারো কাহারো মত এই রূপ প্রকাশ পাইতেছে যে, ঈশ্বর যখন স্বকীয় ন্যায়-নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন না তখন তাঁহার উপাসনা কি নিমিত্তে?

৬৩। অতএব আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ঐরূপ খৃষ্টানি ও ইংরাজি বুদ্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানী হউন এবং অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মারাধনা করুন।

অশোক চরিত*।

আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত রাজার নাম শ্রুত হই, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ এখনও লোকসমাজে উজ্জ্বল রহিয়াছে তন্মধ্যে রাজা অশোক সর্ব্বপ্রধান। এক সময় ইহাঁর শাসন কপর্দিগিরি হইতে উৎকল এবং ত্রিহুত হইতে গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রজাদিগের হিতজনক কার্য্য সর্ব্বদাই ইহাঁর মনে জাগরূক ছিল। ইনি একজন বৌদ্ধ প্রচারক, তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা ইহাঁর বিদ্বেষ্টা ছিলেন এবং স্বপ্রণীত গ্রন্থাদিতে ইহাঁর বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা ইহাঁর চরিত্র গ্রন্থবদ্ধ করিয়া যান। অবধান শতক, দিব্য অবধান, এবং অশোক অবধান এই কএকখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে অশোকের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এই শেষের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া অশোক চরিতের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত হইল।

পাটলীপুত্র নগরে বিন্দুসার নামে এক

* আসিয়াটিক জর্ণাল হইতে সঙ্কলিত।

রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসীম। বিন্দুসার যখন পাটলীপুত্রে রাজ্য শাসন করিতেন তৎকালে চম্পাপুরী হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে আপনার এক কন্যা উপহার দেন। ঐ কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না। কোন এক সময়ে দৈবজ্ঞেরা ঐ কন্যা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিয়াছিল, তোমার কন্যার অঙ্গে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি, ইনি নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবেন এবং ইহাঁর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞগণের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাস-বলে উপহার-স্বরূপ আপন কন্যারত্ন বিন্দুসারকে অর্পণ করিলেন।

সুভদ্রাঙ্গী রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টে রাজমহিষীগণের অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল এবং উহাঁরা সামান্য কিঙ্করীর ন্যায় তাঁহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি যে সমস্ত কার্য্য-ভার অর্পিত হইল তন্মধ্যে ক্ষৌরকার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। মহিষীরা কহিলেন যদি তুমি এই কর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিতে পার তবে মহারাজ তোমার প্রতি যার পর নাই প্রসন্ন হইবেন।

সুভদ্রাঙ্গী ক্রমশঃ ক্ষৌরকর্ম্মে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। তখন একদা মহিষীরা কহিলেন, তুমি গিয়া মহারাজের ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া আইস। সুভদ্রাঙ্গী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং নৈপুণ্যের সহিত রাজার ক্ষৌর কর্ম্ম করিলেন। তখন রাজা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া পুরস্কার দিবার সংকল্পে কহিলেন, বল তোমার কি অভিলাষ। সুভদ্রাঙ্গী তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাজা কহিলেন, দেখ তুমি জাত্যংশে নিকৃষ্ট, সুতরাং আমি তোমার পাণিগ্রহণে কিরূপে সম্মত হইব। সুভদ্রাঙ্গী কহিলেন, মহারাজ! আমি জাতিতে নিকৃষ্ট নহি; রাজমহিষীগণের আদেশেই এইরূপ নীচ কার্য্য স্বীকার করিয়াছি। বস্তুত আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, রাজরাণী হইব বলিয়াই পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া যান।

তখন রাজা বিন্দুসারের সমস্তই মনে পড়িল। তিনি সুভদ্রাঙ্গীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং উহাঁকে মহিষীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান করিয়া রাখিলেন। এই সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশোকের জন্ম হয়। পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া জননীর সকল শোক দূর হইয়াছিল তন্নিমিত্ত উহাঁর নাম অশোক। দ্বিতীয় পুত্রের নাম বীতশোক হইল। অশোক কুরূপ ও কদাকার ছিলেন, তজ্জন্য বিন্দুসার তাঁহাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন না। অশোকের স্বভাবও অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল! ফলত তিনি এইরূপ বামশীল বলিয়া তাঁহার অপর নাম চণ্ড। রাজা বিন্দুসার তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য পিঙ্গলবৎস নামা কোন এক জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে অর্পণ করেন। এই জ্যোতিষিক তাঁহার নানারূপ সৌভাগ্য-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া কহেন, এই বালকই পিতৃসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবেন।

রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তাহা পূর্ব্ববৎ উগ্র ও রুক্ষ। তখন বিন্দুসার ভাবিলেন এক্ষণে অশোককে কার্য্যান্তর ব্যপদেশে স্থানান্তর করাই কর্ত্তব্য। তৎকালে তক্ষশিলায় একটী ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই স্থান রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে বহুদূর। অশোক এই বিদ্রোহশান্তির জন্য তথায় প্রেরিত হইলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, যখন অশোক তক্ষশিলায় যাত্রা করেন তখন নানারূপ অনুকূল দৈববাণী হইয়াছিল এবং তাঁহার যুদ্ধসাহায্যের জন্য আকাশ

হইতে দিব্যাস্ত্র পতিত হইয়াছিল। তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্রোহশান্তি করিলেন এবং তথায় পরম সমাদরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসীম। তিনি পাটলীপুত্রে অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করেন। তন্নিবন্ধন প্রধান রাজমন্ত্রী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কৌশল ক্রমে সুসীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ও অশোককে পাটলীপুত্রে আনয়ন করেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুকাল উপস্থিত। যদিও অশোককে রাজ্যভার অর্পণ করিতে তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মন্ত্রীর অনুরোধে অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন। এক্ষণে অশোক পাটলীপুত্রের রাজা। এদিকে বিন্দুসারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সুসীম তক্ষশিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পৈতৃক রাজ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন। রাধাগুপ্ত নামে অশোকের এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। অশোক তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যে সুসীমকে পরাজয় করিলেন এবং ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য মন্ত্রীদিগকে কহিলেন,তোমরা এখনই রাজোদ্যানের সমস্ত বৃক্ষ ফল পুষ্পের সহিত ছেদন কর। কিন্তু মন্ত্রিগণ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না। তখন অশোক স্বহস্তেই সকলের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং রাজমহিষীগণের সহিত উপবনে প্রবেশ করিয়া নিষ্কণ্টকে সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

তিনি একদা শুনিলেন অন্তঃপুরের কতকগুলি স্ত্রীলোক একটী অশোক বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং ঐ সমস্ত শত্রু-রমণীকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামা কোন ঘাতককে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে তন্মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

পূর্ব্বে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের একজন বিদ্বেষ্টা ছিলেন এবং ঐ চণ্ডগিরিককেই বৌদ্ধসন্ন্যাসী বিনাশে নিয়োগ করেন। এই সময় একটী বিস্ময়কর ঘটনা উপস্থিত হয়। স্বার্থবাহ নামে কোন এক ধনবান বণিক ছিল। সে অন্যান্য বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সপরিবারে সমুদ্রযাত্রা করে। পথিমধ্যে তাঁহার একটী পুত্র হয়। সমুদ্রে জন্ম বলিয়া উহার নাম সমুদ্র। যখন বণিক স্বার্থবাহ বার বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিল তৎকালে সামুদ্রিক দস্যুর হস্তে পতিত হয় এবং ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে কেবল বণিকপুত্র সমুদ্রই অনেক কষ্টে রক্ষা পান। সমুদ্র হৃতসর্ব্বস্ব; তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুক হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ঐ চণ্ডগিরিকের গৃহে উপস্থিত হন। চণ্ডগিরিকও তৎক্ষণাৎ উহাঁকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হয়, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন সে অতিমাত্র বিস্মিত হইল এবং রাজা অশোককে শীঘ্র এই সংবাদ দিল। অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষু দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভিক্ষুকের বাক্যে বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদন করিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই অলৌকিক কার্য্য রাজা অশোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিল এবং তদবধি তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান হইলেন। পরে তিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ ক্রমে কুক্কুটোদ্যান নামক স্থানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় বুদ্ধ দেবের অঙ্গবিশেষ স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রামগ্রামে বৌদ্ধমন্দির প্রতি-

ষ্ঠিত হইল। তিনি রাম গ্রাম হইতে গঙ্গা-তটে উপস্থিত হন। তথায় বহুসংখ্য নাগা বাস করিত। তিনি উহাদিগের অনুরোধে উহাদিগের গ্রামে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ক্রমশঃ।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্ত ও দিগ্বিজয়।

জীবন চরিত পাঠ করিতে সকলেই ভাল বাসেন। ইহার হেতু এই যে জীবন চরিত দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। যাঁহার জীবনী লিখিত হয় তিনি কিরূপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিরূপে সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সমাজের কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন সাধন (যদি করিয়া থাকেন) করিয়াছিলেন, কিরূপে বিবিধ মতাবলম্বী লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিতেন, কিরূপেই বা সংসারের নানা প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সাধারণ জনগণের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতূহল উপস্থিত হয় এবং আগ্রহ জন্মে। জীবনবৃত্ত পাঠে অনেকে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন, কারণ তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজের দোষ প্রভৃতি সংশোধন পূর্ব্বক স্ব স্ব উন্নতি বিধান করিয়াছেন এবং সমাজে প্রশংসনীয় এবং গণনীয় হইয়াছেন। অতএব জীবন চরিতের উপকারিত্ব প্রভূত। আবার যদি এই জীবন চরিত কোন মহাপুরুষের জীবন চরিত হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বাংশেই ঔৎসুক্য জনক হয়। মহাপুরুষের নাম শ্রবণে হৃদয়ে একটী ভয়-ভক্তি-সম্বলিত প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপুরুষদিগের সম্মান, আদর এবং পূজা দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে এটি মহাজন-গৃহীত বাক্য, ইটি মহাজনের উক্তি, এটি মহাপুরুষের কথা, ইটি মহাপুরুষের আচার—এই কথা বলিলে লোকের মনে অতিশয় সম্মান ভাবের উদয় হয়। অতএব মহাপুরুষের জীবন-চরিত আরও অধিক প্রীতিকর ও রুচিকর। যখনই কোন সমাজের অবস্থা ঘটনাচক্রের পরিভ্রমণে এরূপ হইয়া উঠে যে যদি কোন মহাপুরুষ সে সময় আবির্ভূত না হয়েন এবং সমাজের অবনতির প্রতিরোধ না করেন তবে সমাজ বিচ্ছিন্ন এবং শিথিলবন্ধন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; তখনই সেই সমাজের রক্ষার নিমিত্ত কোন মহাপুরুষ উদিত হয়েন। যৎকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের অন্যায়রূপে ব্যবহৃত প্রভাব দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তৎকালে কপিল-বাস্তু নগরে সমাজ-সংস্কারার্থে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও সংসারের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাজ-সংস্কার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রথম বুদ্ধি-বিপ্লবের উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সমাজের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনীশক্তি পুনঃপ্রদান করিয়াছিলেন। যৎকালে জেরুজেলাম নগরে ফারিসি (Pharisees) এবং সাডিউসি (Saducees) নামে দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কৌটিল্য, অন্তরে বাহিরে দ্বিভাব, এবং লাম্পট্য প্রভৃতি দোষে সমাজ অধঃপাতে যাইতেছিল এবং যৎকালে আন্তরিক হৃদয়ের কিছুই না থাকিয়া কেবল মাত্র বাহ্য আড়ম্বরের ঘোর ঘটা সমাজকে রসাতলে দিতেছিল তৎকালে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব। খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে যখন খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা, অন্যায় আধিপত্য ও বলপ্রয়োগ, রোমনগরস্থ পোপ নামা ধর্ম্মাধ্যক্ষের অসহ্য অত্যাচার, এবং

অন্যান্য গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টান সমাজের অধোগতির সূত্রপাত করিতেছিল, তখন মার্টিন লুথার নির্ভীক চিত্তে সমস্ত কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে সজীব করিলেন এবং বিবেক শক্তির সুচালনার ঐকান্তিক ঔচিত্য প্রচার করিলেন। লুথার যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে খ্রীষ্টান সমাজের যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল ঘটিত। তিনি সম্রাট্-সমূহ-সেবিত সভামধ্যে স্বমত বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে ভীতিরহিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, "এই আমি কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলাম; আমি নিজ বিবেকের উপদেশ অবহেলন করিতে পারিব না। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।" ইহা কি সামান্য মনের কথা।

এই প্রকার যখন যখন সমাজের রক্ষার নিমিত্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে, তখন তখনই আমরা দেখিয়াছি যে একজন না একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন। অধ্যবসায়, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, মনস্বিতা, সম্পূর্ণ নির্ভীকতা প্রভৃতি মহাপুরুষের লক্ষণ। স্কটলণ্ড দেশীয় বিখ্যাত সংস্কারক জন নক্সের সমাধিকালে আরল্ অব মর্টন বলিয়াছিলেন "ঐ ব্যক্তি কখন মনুষ্যের মুখকে ভয় করে নাই।" হিউ লাটিমার টমাস্ ক্রন্মার, জন কাল্‌বিন্, ইগ্‌নেটিয়স লয়োলা প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কারকগণের আবির্ভাব ঠিক উপযুক্ত কালেই হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও রামানুজ, কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি কত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ উদিত হইয়াছেন। সে দিনও বঙ্গীয় সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নির্জীবতা দূর করিবার নিমিত্ত রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতএব প্রদর্শিত হইল যে যৎকালেই সমাজের রক্ষার্থে মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হয়, তৎকালেই কোন না কোন মহাপুরুষ তথায় আবির্ভূত হইয়া সমাজকে অব্যাহত অবস্থায় রক্ষা করেন।

ভারতবর্ষের দুইটি বিশেষ গৌরবের সময়। প্রথমটি যখন বুদ্ধদেব প্রথম বুদ্ধিবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি যখন শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতের প্রচার করিয়া সমাজের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই নাস্তিকত্রাস প্রাতঃস্মরণীয় পূজনীয় শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত লিখিবার জন্যই আমরা এত কথা বলিলাম। ইনি অদ্বৈত মতের প্রচারক। ইনি মঠাশ্রমের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেবতা বলিয়া মান্য, গণ্য এবং আদরণীয়। ইনি ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইনি বহুসংখ্যক অদ্বৈতমতবিরোধি মত নিরাকরণ পূর্ব্বক "সত্যং অদ্বৈতং" মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র ইহাঁকে শৈব বলিয়া লোকে পূজা করে কিন্তু ইনি শৈব মত খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈত মত প্রচার করেন। ইহাঁর প্রধান শিষ্য দশজন হইতেই ইহাঁর অদ্বৈত মতের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়ে। আমরা এই সমস্ত যথাস্থানে সবিশেষ বর্ণনা করিব।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে তদ্বিষয়ক গ্রন্থনিচয়ের আশ্রয় লইতে হয়। এরূপ প্রবাদ যে তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছেন কিন্তু তৎসমস্ত এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকাকার প্রথিতনামা আনন্দগিরি স্বীয় আচার্য্যের জীবনী এবং দিগ্বিজয় (অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত নিরাকরণ) স্বকৃত শঙ্কর-বিজয় নামক গ্রন্থে বহুলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং ইহা

প্রামাণিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, যেহেতু আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং তৎসাময়িক লোক। আর ধর্ম্মভয়ে আনন্দ নিজ গুরুর জীবন-চরিত মিথ্যা-কল্পনা-দোষাক্রান্ত করেন নাই, তবে তাঁহার বিশ্বাস এবং তাৎকালিক আচারের অনুরোধে কতকগুলি আতিশয্যদ্যোতক বর্ণনা করিয়াছেন। গুরুপরম্পরাশ্রুত প্রবাদ অনুসারে ইহা দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা গদ্যেই বিরৃত, মধ্যে মধ্যে পদ্য নিবেশিত হইয়াছে। ইহা চতুঃসপ্ততি প্রকরণে সম্পূর্ণ। আচার্য্যের জীবন চরিত বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ মাধবাচার্য্য-প্রণীত শঙ্কর-দিগ্বিজয় মহাকাব্য, ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। মাধবাচার্য্য পাঁচ শত বৎসরের লোক। ইনি বিজয় নগরের বুক্কভূপের সচিব সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা। ইহাঁরা দুই ভাইই অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে স্বশিষ্যদিগের সাহায্যে বেদ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের টীকা করিয়া গিয়াছেন। মাধবাচার্য্য সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে দর্শন সমূহের সারাদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শঙ্করদিগ্বিজয়ের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে আমি শঙ্করবিজয়ের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। তিনি আর লিখিয়াছেন যে পুরাণ কবিরা শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে শঙ্করাচার্য্য মাধবাচার্য্যের বহুকাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী বিষয়ক তৃতীয় গ্রন্থ কেরলোৎপত্তি। ইহা তেলুগু ভাষায় রচিত। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের বাল্যকালের বৃত্তান্ত আছে। এতদ্ভিন্ন বেঙ্কটরাম স্বামী দক্ষিণ দেশীয় কবিদিগের যে জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে এবং আচার্য্য-প্রণীত শারীরক ভাষ্য প্রভৃতি হইতে আমরা আচার্য্যের যে জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে পারি তাহা ক্রমশঃ পাঠক বর্গকে উপহার দিব।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৪১৫ সংখ্যক পত্রিকার ২১৬ পৃষ্ঠার পর।

(৭১)

ঈশ্বর আপনি আপনার কারণ তিনি আপনা হইতে আপনি। এবং আপনার জন্যে আপনি।

প্লোটাইনস্।

(৭২)

এই তিনি যিনি আপনাকে আপনি করিয়াছেন এবং যিনি আপনি আপনার প্রভু। অন্য এক জন তাঁহাকে আপনার ইচ্ছা অনুসারে করে নাই কিন্তু তিনি আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই।

ঐ।

(৭৩)

ঈশ্বরের স্বরূপ তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করে না। তাঁহার ইচ্ছা ও স্বরূপ একই। ঈশ্বর যাহা আছেন তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হইতে কিরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন?

ঐ।

(৭৪)

ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তাঁহাতে এমন কিছু নাই যাহা তিনি ইচ্ছা করেন না, তাঁহার ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি হন নাই কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাই তিনি আপনি।

ঐ।

(৭৫)

সূর্য্য যেমন কেবল বস্তু সকলকে দর্শনীয় করে এমত নহে তাহাদিগকে উৎপাদনও করে। সেইরূপ সেই মঙ্গলতম পদার্থ

কেবল বস্তুর জ্ঞেয়ত্বের কারণ নহে; তাহাদিগের অস্তিত্বেরও কারণ।

প্লেটো।

(৭৬)

ঈশ্বর কেবল সার বস্তু নহেন, কিন্তু উভয় মর্য্যাদা ও ক্ষমতাতে সার হইতেও সার।

ঐ।

(৭৭)

ঈশ্বর সকল বস্তুর রাজা, সকল বস্তুর মধ্যবর্ত্তী, তাঁহার নিমিত্ত সকল বস্তু, তিনি সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুর কারণ।

ঐ।

(৭৮)

ঈশ্বর সকল বস্তু চালিত করেন তিনি এই জগৎরূপ কৌশল সংস্থাপন করেন কিন্তু যদিও তাঁহার শক্তি ও মহত্ত্ব স্বপ্রকাশ তাঁহার স্বরূপ অপ্রকাশ।

জেনোফন্।

(৭৯)

কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পশু ও মনুষ্য উভয়েরই সমান কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি ও বাক্-শক্তি থাকাতে মনুষ্য পশু হইতে ভিন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে তিনি যত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে এই অধিকার শ্রেষ্ঠ।

এরিস্টটেল।

(৮০)

যদি জগতে ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ ব্যতীত আর কিছু না থাকে তাহা হইলে জগতের আদিও নাই ও ব্যবস্থাও নাই। কারণের কারণ তাহার কারণ এইরূপ করিয়া কারণের অনন্ত শ্রেণী চলিয়া যায়।

ঐ।

(৮১)

যেমন সৈন্যদলের সুশৃঙ্খলা সুব্যবস্থা রাজার জন্য, রাজা তজ্জন্য নহে তেমনি জগতের সুব্যবস্থা ঈশ্বরের জন্য, ঈশ্বর তজ্জন্য নহে।

ঐ।

(৮২)

সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু ঈশ্বরের, তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

ঐ।

(৮৩)

ঈশ্বর ও মঙ্গল প্রশংসার অতীত। ইহাদিগের জন্য সকল বস্তু।

ঐ।

(৮৪)

যদ্যপি এই জগৎ অপেক্ষা আর অধিক জগৎ থাকে তাহা হইলেও এক ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ঈশ্বর থাকিবার কি প্রয়োজন আছে? যিনি এই জগতের ঈশ্বর এবং যাঁহাকে আমরা সকলের পিতা ও প্রভু বলি তিনি কি অন্য সকল জগতের রাজা ও নিয়ন্তা হইতে পারেন না?

প্লুটার্ক।

(৮৫)

প্রত্যেক কার্য্যে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা কর।

এণ্টোনাইনস।

(৮৬)

আমি কবিতা কিম্বা অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হই নাই; কারণ ইহাতে আসক্ত হইলে বোধ হয় শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান লাভার্থে অসমর্থ হইতাম।

ঐ।

(৮৭)

কেবল অসুখী হইবার জন্য কি ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন?

এপিক্‌টিটস।

(৮৮)

তুমি কি কাম ক্রোধাদি রিপু পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছ? যদি হইয়া থাক তাহা হইলে শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্তিরূপ

উপলক্ষ অপেক্ষা দেবসমীপে আনন্দসূচক বলিদানের ইহা কি শ্রেষ্ঠতর উপলক্ষ নহে?

ঐ।

ক্রমশঃ

রিপুদমন ও পরোপকার।

লোকে প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক কি না তাহা তাহার ব্যবহার ও আচরণ দেখিয়া অনুভব করা যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক তিনি সংযতচিত্ত ও পরোপকার-নিরত। ব্রহ্মচিন্তা ও ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ অতীব কর্ত্তব্য ও অত্যন্ত সুখদায়ক। কিন্তু যদি তাহা চরিত্র ও ব্যবহারের প্রতি কার্য্য না করে তবে তাহা এক প্রকার আধ্যাত্মিক বিলাস মাত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রিপুদমনে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত হয় নাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার অধিকারই জন্মিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মের আচরণ ও ব্যবহার দেখিলে বোধ হয় যে সামান্য ভদ্রোচিত ব্যবহারেও তাঁহারা অভ্যস্ত হয়েন নাই। অধিকাংশ ব্রাহ্ম এরূপ কোমন-স্বভাব যে একটি কটু কথা শুনিলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন, এমন কি, প্রকাশ্য রাজপথে প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমরা যদি একটী কটু কথা সহ্য করিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারি? এক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্মেরা ধর্ম্ম-বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে প্রতিপক্ষের প্রতি কটু কাটব্য বর্ষণে যেমন পারগ, প্রতিপক্ষের কটু কাটব্য সহ্য করিতে তেমনি অপারগ। এক্ষণে "ব্রাহ্ম" এই শব্দ এবং "উগ্র-প্রকৃতি ব্যক্তি" এই বাক্য উভয় পরস্পরের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি শোচনীয় বিষয়! ইহাঁদিগের ব্যবহারে ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে সাধারণ-সমীপে হতগৌরব হইতেছে। আবার কোন কোন ব্রাহ্ম এতদ্রূপ লোভ-পরবশ যে তাঁহারা অন্যের একটুমাত্র পদস্খলন সহ্য করিতে না পারিলেও নিজের ধন মান উচ্চপদ প্রাপ্তির পথে যদি ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে তাহাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। এই সকল ব্যাপার প্রাচীন ঋষিদিগের প্রথাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিতেন।

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

"জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক শান্ত শমান্বিতচিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষয় সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।" অশান্তচিত্ত ও অশমান্বিত ব্যক্তির হস্তে ব্রহ্মজ্ঞান পড়িলে তাহার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না।

এক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম যেমন রিপুদমনে পরাঙ্মুখ তেমনি পরোপকার সাধনে পরাঙ্মুখ। কৈ কয় জন ব্রাহ্মকে দরিদ্রের বাটী গিয়া তাহার সম্বাদ লইতে এবং তাহার সাহায্য করিতে দৃষ্ট হয়? অনেককে ধর্ম্মোৎসবে ধর্ম্ম-সঙ্গীতে মাতিতে দৃষ্ট হয় কিন্তু এপ্রকার কষ্টকর কার্য্যে যত্নবান হইতে দৃষ্ট হয় না। তাঁদের জানা কর্ত্তব্য যে কষ্টই ধর্ম্ম। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে ও পরস্পরের দুঃখ মোচনে দুই এক পুরুষ পূর্ব্বের পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-স্থল হইতে পারেন।

এক্ষণে কার্য্য অপেক্ষা জল্পনাই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিক প্রবল। এক্ষণে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে জল্পনাপ্রধান সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে এক জন সামান্য ব্রাহ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ে এরূপ উচ্চ ভাবের কথা

বলিবেন যে তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। কিন্তু কার্য্যের বেলা দেখিতে গেলে অধিকাংশ ব্রাহ্মের বাক্য ও কার্য্য মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উচ্চ উপদেশ অপেক্ষা নীতি বিষয়ে সামান্য উপদেশ অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

অনুষ্ঠান।

২৪ ফাল্গুন শ্রী দ্বিপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা ও শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মার উপনয়ন হয়। ২৭ ফাল্গুন ইহাঁদের সমাবর্তন হয়। এই সমাবর্তন উপলক্ষে ঐ দুই দিব্যরূপধারী ব্রহ্মচারী ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান ও স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহারদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্ তথা শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্! তোমরা এই মাত্র বলিলে 'তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং'। সেই ব্রতরূপ সমৃদ্ধি দ্বারা অনৃত হইতে সত্যে উপনীত হইয়াছি। তোমরা যে সত্যে উপনীত হইলে, তাহাতে অনন্তকাল তোমারদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই গায়ত্রী-মন্ত্র তোমারদের চির জীবনের অবলম্বন এবং পরলোকের সম্বল। ইহার দ্বারা চির জীবন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইয়া ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে—তবে কালে তোমারদের আত্মা প্রস্ফুটিত হইযা তাহা হইতে যে পবিত্রতা প্রবাহিত হইবে, তাহা দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয় হইবে। ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি রাখিবে, এখান হইতেই পরলোকের উপযুক্ত হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ধ্যানযুক্ত হইয়া গায়ত্রীর অবলম্বনে তাঁহার সমীপস্থ হইতে থাকিবে। ওঁ এই শব্দ আমারদের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম দান, তাঁহারও এই প্রথম নাম। "প্রথম নাম ওঁকার।" এই সহজ শব্দ ওঁ শিশুর মুখ হইতে প্রথম বহির্গত হয়। 'ওমিতি ব্রহ্ম' এই ওঁ শব্দ ব্রহ্মের প্রতিবোধক। 'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি'। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।" জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁকার সাধনার দ্বারা সেই শান্ত অজর অমর অভয় নিরতিশয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ওঁকারকে প্রণব বলে এবং ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাহৃতি। ওঁকারপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হইতে ভূলোক ভুবলোক স্বর্গলোক প্রকাশিত হইয়াছে। আমারদের বাক্য যেমন সহজেই নিঃশ্বসিত হয়, সেইরূপ সহজেই তাঁহার ইচ্ছাতে এই ভূর্ভুবঃ স্বর্গলোক প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ' ভূ এই পৃথিবী লোক। 'ভুবইত্যন্তরিক্ষং' ভুব অন্তরীক্ষ লোক। 'সুবইত্যসৌ লোকঃ'। সুব ঐ স্বর্গ লোক। যে অগণ্য নক্ষত্র-সকল ঐ আকাশে জ্বলদক্ষররূপে দীপ্তি পাইতেছে, তাহাই দেবতাদিগের আবাসস্থান, তাহাই স্বর্গ লোক। উপযুক্ত হইলে তোমরাও দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল লোকে অনন্ত কাল আনন্দ ভোগ করিতে করিতে সঞ্চরণ করিবে। গায়ত্রীকে সহায় কর, তিনি তোমারদিগকে স্বর্গ লোক হইতে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবেন। প্রমাদশূন্য হইয়া ভূর্ভুবঃ স্বর্গলোক-ব্যাপীকে ধ্যান কর। আমারদের আত্মার আয়তন এই শরীর। পরমাত্মার আয়তন ভূর্ভুবঃস্বঃ। পরমাত্মার আয়তন অসীম আকাশ, যে আকাশ দূর হইতে দূরস্থ অগণ্য নক্ষত্র দ্বারা খচিত রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা অদ্যাপি তাহার অন্ত করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের মন্দির এই জগন্মন্দির, অনন্তের আবাস-স্থান অনন্ত লোক। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিয়া এই

ভূমিতে অন্তরীক্ষে এবং স্বর্গেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিবে। এই ভূর্ভুবঃস্বর্গব্যাপী পরম দেবতা সবিতা। এই সমুদায় জগৎ যিনি প্রসব করিয়াছেন, তিনি প্রসবিতা, জগৎ-পিতা, অখিল-মাতা। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদয় জগৎ তাঁহারি গর্ভে ছিল। যেমন অণুপ্রমাণ বীজের মধ্যে বৃহৎ বট-বৃক্ষ অব্যক্ত রূপে থাকে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ তাঁরি মধ্যে সেই রূপ ছিল। পরে তাঁহার ইচ্ছা হইল, আর এই সমুদায় জগৎ প্রসূত হইল। সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান-শক্তি ধ্যান কর। এই বিশ্ব-সংসারের রচনাই তাঁর জ্ঞান শক্তির নিদর্শন। "সর্ব্বেনিমেষা-জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি"। নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সমুদয়ই সেই বিদ্যুৎ-সমান দীপ্তিমান্ পুরুষ হইতেই ঘটিতেছে। তিনি এই বিশ্ব-সংসার রচনা করিয়া আমারদের কাহারও নিকট হইতে দূরে নাই, তিনি আমারদের অন্তরে থাকিয়া আমারদের প্রত্যেককে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই শুভ বুদ্ধির অনুগত হইয়া চলে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে তাহা না শুনিয়া তাহার বিপরীত পথে চলে, সে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, যে পরব্রহ্মেতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

প্রথমে আরোহ-প্রণালী দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের কত দূর নিরাকরণ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক, তাহার পরে অবরোহ-প্রণালী ধরা যাইবে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিলেই আরোহ-প্রণালীর কার্য্যসিদ্ধি হয়। কোন কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আমাদের মনে হয় যে, ইহা অবশ্য কোন না কোন নিয়মের অধীন। এখানে এইটি জানা আবশ্যক যে, কোন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি সমর্থন করিতে পারিলেই যে নিয়মের নিয়মত্ব হয়, তাহা নহে; ঐ জাতীয় অভিব্যক্তি যেখানে যত আছে সর্ব্বত্রই তাহার বল পোঁছান চাই তবেই তাহা নিয়ম নামের যোগ্য হয়। একটি ফল-পতনের নিয়ম শুদ্ধ কেবল সেই ফল-পতনেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু অসীম জগতের গতিবিধি সেই একই নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়মিত ঘটনা অপেক্ষা নিয়ম ব্যাপক। এই জন্য নিয়মিত ঘটনা হইতে নিয়মে উত্থান করা আর সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত হইতে ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একই কথা।

বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির নিয়ম, সাধারণ হইতে সাধারণ সৃষ্টিতে, কিরূপে ব্যাপ্তি লাভ করে, ইহা দেখিয়া সর্ব্ব-সাধারণ সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ করা আরোহ-প্রণালীর কার্য্য। মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম নির্ণয় কর; পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া জীব-সৃষ্টির নিয়ম নিরূপণ কর; উদ্ভিদগণের জীবন আছে, এজন্য তাহাদিগকেও জীব-শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইল। জীব-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া সূর্য্য-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ সমুদায় সৃষ্টির নিয়ম কি তাহা অবধারণ কর, তাহা হইলে বলিব যে, তুমি আরোহ-প্রণালী অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছ।

মনুষ্য জরায়ুর অভ্যন্তরে জন্মে এই একটি নিয়ম পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া গেল; ইহা দেখিয়া পশুরাজ্যে সে নিয়মের ব্যাপ্তি আছে কি না,এই জিজ্ঞাসা উদয় হইল; তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা পশুরাজ্যেও উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু পক্ষীরা অণ্ডজ। তবে ত উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি পক্ষীতে সম্ভব হইতেছে না। প্রকারান্তরে হইতেছে। জরায়ু এবং অণ্ড একই, প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে জরায়ু

শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীব প্রসব করে; অণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব প্রসব করে। এই রূপ জানা গেল যে জরায়ুও অণ্ড-বিশেষ। সুতরাং মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেই অণ্ডজ। এইরূপে ঐ বিশেষ নিয়মটিকে সাধারণ করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুরা যেন অণ্ডজ হইল। কিন্তু সমুদ্রতলে যে সকল আদিম জীব আছে, যাহারা জড় হইতে কেবল এক ধাপ উচ্চ বই নয়, তাহারা স্বেদজ। তবে কি এই খানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইল? না তাহা নহে। অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রথমে কেবল স্বেদই বর্ত্তমান থাকে। পরে তাহা দ্বিভাগ, চতুর্ভাগ, ষোড়শ ভাগ, এইরূপ অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমশই সংহত হইতে সংহত ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অণ্ড-গর্ভস্থ স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ আর সমুদ্রতল-স্থিত জীবোৎপাদক স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ, উভয়ের মধ্যে জাতিগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। আরো আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্বেদও যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া এক হইতে অনেক অঙ্গে পরিণত হয় সেইরূপ শেষোক্ত স্বেদও খণ্ড খণ্ড হইয়া এক জীব হইতে অনেক জীবে পরিণত হয়। এক স্বেদজ জীব দ্বিখণ্ড হইয়া দুই জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া চারি জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ষোলো জীবে পরিণত হয়, এমনি করিয়া এক একটি স্বেদজ জীব অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের ন্যায় অনেক সংখ্যায় পরিণত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জরায়ু যেমন অণ্ড-বিশেষ অণ্ড তেমনি স্বেদ-বিশেষ। অতএব মনুষ্য-হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলই স্বেদজ; এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি আর এক গ্রাম উচ্চে উঠিল। অতীব নিকৃষ্ট জীব এবং অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, অনেক সময়ে জীবকে উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্‌কে জীব বলিয়া ভ্রম হয়, এবং অনেক স্থলে কোন্‌টি জীব কোন্‌টি উদ্ভিদ্, উভয়ই বা জীব, উভয়ই বা উদ্ভিদ্ ইহার কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না। অতীব নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌ও স্বেদজ, এবং উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌কে এক প্রকার অণ্ডজ বলিলেও বলা যায়। কেন না বিজ্ঞা-নের চক্ষে বীজ এবং অণ্ডের মধ্যে জাতি-সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। বীজের আদিম উপ-করণ অণ্ডের আদিম উপকরণ, এবং জীবোৎপাদক স্বেদের উপকরণ সকলই একজাতীয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীব-রাজ্য এবং উদ্ভিদ্-রাজ্য সমস্ত ব্যাপিয়া এই এক নিয়ম বর্ত্তমান আছে যে, এক স্বেদ-পদার্থ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া হয় অনেক জীব অথবা অনেক উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, নয় উহা ঐরূপ বিভক্ত হইয়া এক-একটি জীব কিংবা উদ্ভি-দের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়; আর অমনি সেই জীবন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি রূপে জীব-একটি বা উদ্ভিদ্-একটি উৎপন্ন হয়। মনে করিও না যে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত ঐ নিয়মের ব্যাপ্তি হইলেই যথেষ্ট হইল; সমস্ত জীবজন্তুর আধার যে পৃথিবী তাহার উৎপত্তিও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রথমে এক সূর্য্য ছিল, তাহা হইতে তাহার কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী-রূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী দ্রবীভূত অবস্থায় সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই-য়াছিল, ইহা একটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। যেমন অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদ বিভক্ত হইয়া-হইয়া জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়, সেইরূপ সূর্য্য এবং তাহার ছিন্নাংশ-সকল বিভক্ত হইয়া-হইয়া সৌর জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই একটি ব্যাপক মুল নিয়ম পাওয়া যায় যে, এক হইতে অনেকে পরিণতি, একাকার হইতে বিভিন্নাকারে পরিণতি, এইরূপ নিয়মে সৃষ্টির মুল হইতে তাহার শাখা প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

উপরে পাওয়া গেল এই যে, মনুষ্য সৃষ্টির নিয়ম মনুষ্যেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু যখন মনুষ্য আদৌ জন্মে নাই সে সময়ে তাহা অপরাপর জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্‌রাজ্যে প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। এবং তাহারাও যখন জন্মে নাই তখন তাহা প্রকারান্তরে সৌর জগতে বলবৎ ছিল। যখন সৌর জগৎও জন্মে নাই, যখন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদি-ভূত সমস্ত-আ-কাশময় ব্যাপিয়া ছিল, তখনও উক্ত নিয়ম প্রকা-রান্তরে বলবৎ ছিল। উপরে যেমন দেখা গেল যে, কোন বিশেষ সৃষ্টির নিয়ম সেই বিশেষ সৃষ্টি অ-পেক্ষা ব্যাপক, সেই রূপ নির্ব্বিশেষে বলা যাইতে

পারে যে, সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক। প্রামাণিক পণ্ডিত বলেন যে, শুদ্ধ কেবল জগতের নিয়ম আবিষ্কার করিতে যত্নশীল হও। জগতের কারণ অন্বেষণ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জগতের নিয়ম যাহা তুমি মান তাহা তোমার মনোরাজ্যে, না তোমার মনের বাহিরে কোথায় অবস্থিতি করিতেছে? যখন দেখা যাইতেছে যে, জগতের নিয়ম তোমার থাকা-না-থাকার উপর নির্ভর করে না, তুমি না থাকিলেও জগতের নিয়ম যেমন তেমনি থাকিবে; এবং যখন বাহ্যবস্তু সকলের পরীক্ষা হইতেই সে নিয়ম আবিষ্কার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে মন হইতে উদ্ভাবন করিয়া পাওয়া যায় না, তখন সে নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, কার্য্যের অভিব্যক্তি অগ্রে না তাহার নিয়ম অগ্রে? যখন কোন কার্য্য অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা কোন না কোন নিয়মানুসারেই অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাহার নিয়ম সুস্থির থাকা চাই। অতএব দুইটী কথা সুনিশ্চিত, প্রথম জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; দ্বিতীয়, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্যের অভিব্যক্তি। নিয়ম সম্বন্ধে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, নিয়মের কোন বল আছে কি না? যদি বল, বল নাই, তবে তাহার আছে কি? নিয়ম দ্বারা কার্য্য হয় অথচ তাহার বল নাই, এ কথাই বা কিরূপ। যে রাজার কোন বল নাই, সে রাজার নিয়মে কি কোন কার্য্য হয়? অতএব নিয়মের সঙ্গে বলেরও যোগ আছে। নিয়মের সঙ্গে যদি বলের যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে কারণ-শব্দের অর্থ, এবং নিয়ম-শব্দের অর্থ একই হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল যে, নিয়মের বল আছে ইহাই আমি নিশ্চিত বলিয়া মানি, কিন্তু কারণের অস্তিত্বের কিছুই নিশ্চয়তা নাই; তবে তুমি একটা আতা ফল হস্তে করিয়া ইহাও বলিতে পার যে, দেখ আমি একটা আম্রফল পাইয়াছি; ইহার গা দাগ্‌রা দাগ্‌রা; ইহার সাদা শাঁস এবং অনেক গুলি কালো কালো বীজ ইত্যাদি। এরূপ আম্রফলকে আতা ফল বলিলেই ত ভাল হয়।

জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে; তাহা সাক্ষী-গোপালের ন্যায় নিষ্কর্ম্মাও নহে; তাহার বলে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; এইরূপ, কারণের যত গুলি উপাধি আছে, সকল-গুলিই নিয়মেতে আরোপিত হইল, আতা ফলের যত-গুলি উপাধি আছে সকল-গুলিই আম্রফলে আরোপিত হইল, অথচ আমি এই একটি কোট ধরিয়া বসিলাম যে, আমি নিয়মই বলিব, কারণ শব্দ মুখে উচ্চারণ করিব না; আম্রফলই বলিব আতাফল কোন মতেই বলিব না; এরূপ করিলে কারণেরও গৌরব-হানি হইবে না, নিয়মেরও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না; আতাফলেরও গৌরব হানি হইবে না, আম্রফলেরও গৌরববৃদ্ধি হইবে না; হইবে কেবল একটা শব্দের পরিবর্ত্তন, আর কিছুই নহে। এরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তনের না আছে অর্থ, না আছে হেতু, না আছে ফল, কেবল অনর্থক একটা গণ্ডগোল মাত্রই সার। অতএব "কারণ মানিব না" এ প্রতিজ্ঞা কোন কার্য্যের নহে। যদি তুমি নিয়মের বল মানিলে তবে আর কারণ মানিবার বাকি কি রহিল? যাহার বলে কার্য্য হয় তাহার নামই কারণ। "কারণ মানিব না" তোমার এ প্রতিজ্ঞা একত রক্ষা পাইল না, তাহাতে আবার নিয়মকে বল-বিশিষ্ট একটা বস্তুর ন্যায় করিয়া গড়িয়া তোলা হইল; একি সৃষ্টিছাড়া অসঙ্গত ব্যাপার! নিয়ম শূন্যে আছে এবং তাহার বল আছে এই রূপ একটা অদ্ভুত প্রকারের কারণ খাড়া করিতেছ অথচ শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু যাহা সম্ভবপর কারণ, তাহা মানিতে ভার বোধ করিতেছ। শূন্যের উপরে গন্ধর্ব্ব-নগর স্থাপন করিতেছ, অথচ পৃথিবীর কোন প্রদেশে যে নগর স্থাপন হইতে পারে ইহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছ না।

সে যাহা হউক্ আমরা নিয়মকে কারণ বলিতেও প্রস্তুত নহি, আর নিয়ম কোন বস্তুর অবলম্বন ছাড়িয়া শূন্যে শূন্যে ফিরে, ইহা বলিতেও প্রস্তুত নহি; শক্তিমান বস্তুকেই আমরা কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকি। এরূপ মূলতত্ত্ব-সকল সহজ বুঝিলে অতি সহজ, নচেৎ কেবল শব্দের দ্বন্দ্ব-কোলাহলই যথাসর্ব্বস্ব।

ক্রমশঃ

AHMEDABAD PRARTHANA SAMAJ.

The sixth anniversary of the Samaj was celebrated on the 16th and 17th December, 1877. The gate of the Samaj mandir was decorated with a beautiful arch, bearing the inscription সত্যমেব জয়তে and surrounded with plantain and other leaves. The compound was ornamented with gay-looking flags. On the doors and galleries were hung garlands of sweet—scented flowers, and fragrant incense was burnt outside and perfumed the breeze inside the temple where the devout worshippers were offering prayers to the All-Merciful Creator of the Universe and the Beloved Heavenly Father of mankind. Appropriate music both outside the mandir and inside at intervals added its charms to the festive occasion.

On the morning of the 16th the Samajists and their friends assembled at 8 o'clock when the Secretary read the annual report of the Samaj and offered thanks on behalf of the Samajists to the Almighty Disposer of events for the success vouchsafed to the Samaj during the year under report. He then delivered a sermon on the duties of the Samajists and exhorted them to endeavour to impart the truth to their less enlightened countrymen. Then commenced the divine service by the chanting of a hymn by the songsters, followed by prayers in prose and verse by the congregation and the singing of hymns by the singers and concluded with Arti or choral hymn in chanting which all joined. On the evening of the same day the service was conducted by Rao Bahadur Chintamani S. Chitnis, the worthy President of the Kaira Samaj. The mandir was beautifully lighted. The number of the people who attended the service was so large that many had to stand at the windows and doors. The subject of the sermon, "বৈরাগ্য" was illustrated by the Rao Bahadur with fitting Puranic stories, which, being national, were quite pleasing to the orthodox of whom many influential persons were present. The sermon and service lasted for two hours.

For the morning and evening services of the next day, special hymns were composed by Rao Bahadur Bholanath Sarabhai, the learned President of the Samaj. The morning service was conducted by himself. He taught very ably in his sermon that piety to God should always be combined with virtuous conduct in life in the intercourse between man and man. He had trained a number of children, including his own, to sing a hymn. They were tastefully dressed and placed on a line on a front bench. After the sermon, they sang a hymn so harmoniously and sweetly as to charm all. The members then unitedly sang the praises of God and prayed. The singing of holy songs by professional singers increased the effect of united prayer. In the evening Babu Satyendranath Tagore conducted the divine service. The gathering was so great that not an inch was left occupied. Those, who came a little, late could find no room either to sit or to stand inside or outside the temple, and had actually to return disappointed. The worthy son of the great man, who reared the tender plant sown by Rammohan Rai, the founder of the Brahmo Samaj in Calcutta, delivered an excellent and a very learned sermon. Babu Satyendra lucidly explained the great fundamental principles of the Brahma Dharma, quoting authorities for our doctrines from the Veds, the Upanishads, and the Gita. He also tried to awaken the Samajists to a sense of their duty to themselves, to their country and to God. He called upon the sympathizers and all who can reason rightly to declare themselves and join the Samaj openly and advised the Samajists to instruct the truth to their families and bring them to the mandir so that they may join in public worship. The sermon alone lasted more than an hour. Though the doctrines, that inculcate the Fatherhood of God and the Brotherhood of man, were not quite palatable to the orthodox portion of the audience, they joined us heartily in worshipping God, the Omnipotent Creator and Ruler of the universe. The divine service, that had commenced at 6 P. M. ended at about 8-30. On both days morning and evening, all the proceedings were satisfactorly conducted.

The Samaj is making slow but steady progress notwithstanding the many and serious obstacles in its way. During the sixth year of its existence, it worked as satisfactorily as during the previous years. The erection of a mandir during the preceding year at a cost of Rs 12000, has given a permanent footing to the Samaj and facilitated its operations. Nearly Rs 5500,

were contributed, to the Building Fund by our fellow-citizen, Rao Bahadur Beheehurdas Ambaidas, C. S. I. For this munificent help we again express our hearty thanks. Rao Bahudur Bholanath Sarabhoy, who had lent without interest. Rs. 1100 to the building fund, has generously intimated that the sum may be considered a present to the Samaj, and has thereby conferred a fresh obligation upon us. Several other male and female members have sent in to the Samaj presents in various shapes and the managing committee feel obliged to them for thus assisting the good cause.

Many interesting questions, that engage the attention of the Hindoo religious world, were discoursed upon and discussed in the Samaj mandir and out of it. The fictions about the intercalary month, called Adhik or Purshotum Mas of which so much is made by the interested Brahmins and which happened to fall within this year, were taken up for a series of discourses; the Ekadashi, the Ram nowmi and other holidays on which people observe fasts and vigils, were also made the subjects of lectures delivered on those days in the Mandir. The Samaj is indebted to Babu Pratap Chunder Muzumdar who kindly visited Ahmedabad and gave edifying sermons and conducted religious worship both public and private. We feel grateful to Babu Satyendranath Tagore, Rao Bahadurs Bhola nath and Gopal Rao, Messrs Waman Abaji Meduc, Runchorlal Chotalal, Dhirupram V. Kyas B. A. Harilal Naransi, Bulakhidas Gonga das Chotalal M. Baxi, Revashunker Amba Ram Pragovind Rajaram, Govindlal Balaji and others for the instructive sermons they deliverd on God, Salvation, Relation between God and Man, Charity, Piety, Practical Virtue, Idol-Worship, Superstition, Duties of Man, Human Nature, &c. &c.

The promotion of Rao Bahadur Gopal Rao Huri to the joint judgeship at Tana, though a happy event in itself, deprived the Samaj of the services of an active and influential member.

At the weekly prayer meetings the hall of the Mandir was generally crowded. More than twenty five members have signed a pledge to banish idolatry and nature-worship from their daily devotions. Others who, while they accept the principles of the Samaj theoretically, are unable from worldly opposition to take the pledge, have agreed to offer daily prayers.

A branch Samaj has been opened at Kaira and its first anniversary was celebrated in September last. An attempt, made to establish a Samaj at Broach, was defeated by the advocates of idolatry and pantheism, who converted it into an organ of their own. We must try again. We are endeavouring to preach our principles to our country-men in other places also, and pray for God's grace without which such an undertaking cannot succeed. The extensive sale of our prayer-books is gratifying. The income of the Samaj during this year was encouraging. Instead of the varying and uncertain monthly and yearly contributions, upon which we have to depend at present, we ought to have a permanent fund, the interest of which can afford us a steady and certain annual income besides the voluntary gifts, subscriptions and donations of zealous members and earnest friends. May it please the Almighty to fulfil our wishes in this respect and to make our Samaj stronger and more useful in propagating the true principles of religion, and pure piety.

Mahipat Ram R. Nilkanth.
Secretary, Ahmedabad
Prarthana Samaj.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২ বৈশাখ রবিবার ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক সমাজ হইবে এবং শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদি গ্রহণ করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পুর্ব্বক ১৮০০ শকের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত মতে কার্য্য হইবে, অতএব ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাসময়ে শ্যামবাজার নন্দন বাগানস্থিত মৃত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উপকৃত ও উৎসাহিত করেন।

২রা বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার

সময় আলোচনা সভায় শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

১১ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময়ে নিয়মিত মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং তৎসমাজের নিয়মানুসারে ১৭ সোমবার, ১৮ মঙ্গলবার এবং ১৯ বৈশাখ বুধবার সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময়ে নিয়মিত উপাসনা হইবে, ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইবে।

১ বৈশাখ ১৮০০
নন্দন বাগান
শ্যামবাজার
ব্রাহ্ম-সমাজ

শ্রী কেদার নাথ মিত্র
সহঃ সম্পাদক।

JUST PUBLISHED

Science of Religion by Rajnarain Bose. To be had at the Adi Brahmo Samaj Library and the Canning Library. Price 4 annas. Postage ½ anna.

আয় ব্যয়।

পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০৩৪
পূর্ব্বকার স্থিত	১৬৮॥০
সমষ্টি	১২০২৷০
ব্যয়	১০২০।৶১৫
স্থিত	১৮২।৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৯১৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯১।০
পুস্তকালয়	১৩৯॥৶১৫
যন্ত্রালয়	১৭০৸৵১০
গচ্ছিত	১৪০॥১৫
সমষ্টি	১০৩৪

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	২৫৬॥৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৯৸৶৫
পুস্তকালয়	১০১৶১০
যন্ত্রালয়	৩২৮৵৫
গচ্ছিত	১৩৪।৶১০
সমষ্টি	১০২০।৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১২৫
" কোন শ্রদ্ধাবান মহাশয়ের দান	১০০
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫
" রাখালচন্দ্র সেন	১২
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" হরিমোহন নন্দী	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
" শিবচন্দ্র দেব	৫
" মথুরানাথ গুহ ...	৫
" আশুতোষ ধর	৫
" কালীনাথ দত্ত	৪
" মনিলাল মল্লিক	৪
" শ্রীনাথ মিত্র	৩
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ...	২
" ভুমেশচন্দ্র বসু	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২
" প্যারিচাঁদ মিত্র	২
" রাজনারায়ণ ধর ...	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" যদুনাথ মিত্র	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" জয়গোপাল সেন	১
" কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	॥৵০
" কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	॥০
	৩৫১৵০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুত রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	১৬
" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
	২৪
দানাধারে প্রাপ্ত ...	১৫৸৶১০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয় ...	॥৶১০
	৩৯১৸০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.
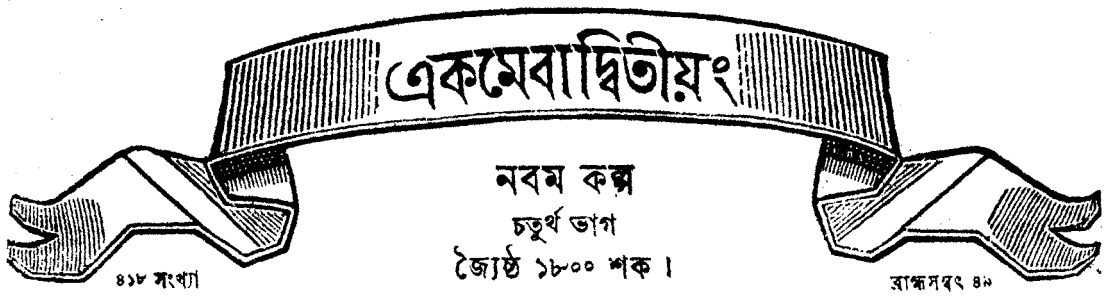
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতী য়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ দিবসের ব্রাহ্ম-সমাজ।

৩১ চৈত্র শুক্রবার, ১৭৯৯ শক।

দেখিতে দেখিতে সংসার-চক্র ঘূর্ণিত হইয়া আমারদিগকে এক বৎসরের পথ অগ্রসর করিয়া দিল। এখন প্রকৃত পক্ষে আমরা মৃত্যু কি অমৃতের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি সত্য হইতে ধর্ম্ম হইতে—ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল অচির অস্থায়ী বিষয়-সুখে, ইন্দ্রিয়-সুখে, স্বার্থসাধনে অনুরক্ত থাকিয়া সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া থাকি; তবে মৃত্যুরই নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। যদি শিক্ষা সাধনে—ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বিমুখ হইয়া কেবল ধন-সম্পদ উপার্জ্জনে কালক্ষেপ করিয়া থাকি, তবে এই বর্ষশেষ দিবস সম্মুখে দেখিয়া আমারদিগকে ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইতেই হইবে; অমৃতধামের অগ্রপদ যাত্রীদিগকে সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইতে হইবে—তাঁহারদের আনন্দ কলরবে আমারদের নিদ্রিত আত্মা জাগ্রত হইয়া, বিচেতন চিত্ত চৈতন্য লাভ করিয়া মৃত্যুরই করাল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবে। দুর্লভ জীবন কাল বিফলে অতিবাহিত হইয়াছে জানিয়া নিদারুণ আত্মগ্লানিতে হৃদয় বিদগ্ধ হইতে থাকিবে। নবতর সুখ, কল্যাণতর আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অভিনব শোক সন্তাপ, নবতর দুঃখ বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া আত্মা মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইবে, মৃত্যুকে অভিমুখীন দেখিয়া আত্মা ভয় বিভীষিকায় অচেতন হইয়া পড়িবে।

যদি অমৃতের অভিমুখীন হইয়া থাকি, তবে এই বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ আমারদের সন্নিধানে এক অপূর্ব্ব সুখের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবে। সত্যের উচ্চতর উৎস, মঙ্গলের মহত্তর প্রস্রবণ-পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া ঈশ্বরের নবতর স্নেহপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া আমারদিগকে আরো তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিবে। তাঁহার ধর্ম্ম পালনে—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অপরাজিত উৎসাহ, অটল অনুরাগ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য প্রদান করিবে। আমরা জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক-পূর্ণ মর্ত্ত্যলোকবাসী হইলেও সেই অমৃতধামের সঙ্গে—সেই অমৃত পুরুষের সঙ্গে আমারদের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়া।

আমারদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আশা আনন্দ প্রদীপ্ত করিয়া দিবে।

বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা অমৃতের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারদের ত কথাই নাই। তাঁহারা যথার্থই ঈশ্বরের সেবক উপাসক। তাঁহারদের জীবন-কাল প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা শিক্ষা সাধনের উপযুক্ত পুরস্কারই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ মৃত্যুর অভিমুখীন হইয়াছেন, তাঁহারা কি কেবল শোক-সন্তাপ-অনলে দগ্ধ হইতেই থাকিবেন? তাঁহারদের কি আর উদ্ধারের আশা নাই, মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই? ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা মাতা নন যে তিনি তাঁহার কোন পুত্র কন্যাকে এককালে পরিত্যাগ করিবেন, তিনি আমারদের এমন গুরু—এমন নেতা নন যে তিনি তাঁহার কোন শিষ্যকে শিক্ষা শোধনের অনুপযুক্ত দেখিয়া ছাড়িয়া যাইবেন। যে কোন রূপেই হউক, তিনি তাঁহার পথহারা সন্তান, জীবাত্মাকে শিক্ষিত শোধিত করিয়া আপনার সহচর অনুচর করত সুখধাম অমৃতধামে লইয়া যাইবেন। তিনি পাপীকে দণ্ড দিয়া, পুণ্যাত্মাকে আপনার প্রেমমুখ দেখাইয়া সর্ব্বদাই কল্যাণ-পথে লইয়া যাইতেছেন। পিতামাতা যেমন রুগ্ন সন্তানকে ঔষধ পথ্য এবং সুস্থ প্রকৃতিস্থ পুত্র কন্যাকে বলপুষ্টিকর অন্নপান প্রদান করিয়া উভয়েরই বল-বর্দ্ধন ও স্বাস্থ্য সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরও তেমনি পাপী পুণ্যাত্মা; যাহার যাহাতে শিক্ষা শোধন ও উন্নতি হয়, তিনি তাহাকে তাহাই বিধান করিয়া আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। রোগীর পক্ষে যেমন তিক্ত কষায় ঔষধাদি তাহার আরোগ্য লাভের হেতু, পাপীর পক্ষে তেমনি তীব্রতর আত্মগ্লানি তাহার আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিবার একমাত্র কারণ। অতএব অদ্য এই বর্ষশেষ উপলক্ষে একবার আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা দ্বারা সকলে সম্বৎসরের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া দেখ, যে এই সুদীর্ঘ কাল ধর্ম্মের আদেশে—ঈশ্বর উদ্দেশে অতিবাহিত হইয়াছে কি না। যদি হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মের জয় ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া আনন্দে অগ্রসর হও। যদি ধর্ম্মসাধনে আত্মোন্নতি সম্পাদনে ত্রুটি নিবন্ধন, হৃদয় উদ্বেলিত ও আকুলিত হইয়া উঠে, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা-জনিত আত্মগ্লানিতে অন্তর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তবে এখনও আত্মার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই—এখনও সংস্কৃত ও শোধিত হইবার আশা আছে, এই প্রত্যাশাতে উত্তেজিত হইয়া বিনীত ভাবে অমৃতসাগর-সন্নিধানে উপনীত হও। এখন অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই আত্মার অদ্বিতীয় চিকিৎসক ঈশ্বর সন্নিধানে হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়া দাও আত্মার গূঢ় বেদনা আভ্যন্তরিক যন্ত্রণা সকল তাঁহাকে প্রদর্শন কর, তিনিও সঙ্গোপনে অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিয়া আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিবেন। তিনি শোক সন্তাপাশ্রু মোচন করিয়া অনুপম শান্তি বিধান দ্বারা উৎসাহ আনন্দে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। তিনি সস্নেহে হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত-পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন।

তাঁহার জ্ঞানশক্তি মহিমা আমারদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার এই অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব আমারদের চিত্তক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত করিয়া দেওয়াই তাঁহার অতুলন স্নেহ প্রেম ও শান্তিবর্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমারদের আত্মাকে তাঁহাতে চিরানুরক্ত করিয়া রাখাই, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম পরিবেশনের একমাত্র তাৎপর্য্য। পিতা মাতা যেমন সুন্দর সুচিত্র পদার্থ সকল

দেখাইয়া সন্তানকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন, ঈশ্বর তেমনি সম্বৎসর কাল সময়ভেদ ঋতুভেদে তাঁহার এই বসুন্ধরাকে দিব্যসাজে সজ্জিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার বিচিত্র রচনা বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই। তিনি ঋতুভেদে বিবিধ ফলমূল শস্য, বিভিন্ন সুখ সামগ্রী প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা তাহা উপভোগ করিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার প্রেমে অনুরক্ত হই। কালভেদে অবস্থা ভেদে অকৃত্রিম স্নেহ প্রেম প্রকাশ করিয়া আমারদিগকে কতশত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, যে আমরা তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত ও পদানত হই। তিনি পর্য্যাক্রমে কত জ্ঞান ধর্ম্ম, শান্তি মঙ্গল বিতরণ করিয়াছেন, যে আমরা তাহা সম্ভোগ করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্তআত্মা হইয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হই। কতবার মোহ-কোলাহলে—অজ্ঞানতিমিরে আমারদিগকে দিশাহারা দেখিয়া তিনি হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছেন, যে আমরা তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া গম্যপথে ধাবিত হই। তিনি যখন বিনা প্রার্থনায় প্রতিনিয়তই আমারদিগকে তাঁহার সহচর অনুচর হইবার জন্য এত স্নেহ প্রেম, করুণা কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি কি আমারদিগকে উদ্ধার করিবেন না? ক্ষুধাতুর হইয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে তিনি কি আমারদের প্রেমক্ষুধা শান্তি করিবেন না? গ্লানিদগ্ধ আত্মা লইয়া তাঁহার সন্নিধানে ক্রন্দন করিলে তিনি কি একবিন্দু অমৃত বর্ষণ করিয়া আত্মার জীবনদান করিবেন না? সেই দীন-বৎসল পতিতপাবন তারক ব্রহ্ম, পাপীকে পাপমুক্ত করিবার জন্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত তাঁহার শান্তিপ্রদ শীতল ক্রোড় সর্ব্বদাই প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তাঁহার সংসারের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখ, যে তাঁহার জীবরাজ্য পালন ও রক্ষণের জন্য সর্ব্বদাই তুল্য বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য যেমন সর্ব্বত্রই অন্নপান রক্ষিত হইয়াছে তেমনি ভোজন পানের ব্যভিচার নিবন্ধন রোগ নিবারণ ও স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত সকল স্থানেই অসংখ্য ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋতুভেদে স্থানভেদে যেমন নানা ফল শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র ভৈষজ্য তরুলতা-গুল্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া আমারদের প্রাণরক্ষা করিতেছে। জড়জগৎ ও উদ্ভিদ্‌রাজ্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন আহার্য্য দ্রব্যাপেক্ষা ভৈষজ্য দ্রব্যের সংখ্যা অধিকতর। যেমন তিনি এই অচির অস্থায়ী জীব-শরীর রক্ষার জন্য অনুপম কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি তিনি তাঁহার স্নেহের ধন জীবাত্মার পালন ও রক্ষণের নিমিত্ত অনির্ব্বচনীয় স্নেহ করুণা শান্তি মঙ্গল প্রতিনিয়তই বর্ষণ করিতেছেন। অতএব হে ভগ্নচিত্ত দুর্ব্বল ভ্রাতা সকল! আইস আমরা সকলে তাঁর করুণা প্রতীতি করিয়া—তাঁর প্রেম নিরীক্ষণ করিয়া সন্তাপাশ্রু মোচন করি। তাঁহার রক্ষণ ও পালন-শক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হই। ঋতুভেদে যেমন তাঁহার স্নেহ প্রেম নবতর বেশ ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তেমনি অবস্থাভেদে, ঘটনাভেদে তাঁহার প্রীতি কল্যাণতর রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমারদের আত্মাকে তাঁহার প্রতি অগ্রসর করিয়া দেয়। আমারদের ভগ্ন বিষণ্ন আত্মাতে আশা আনন্দের সঞ্চার করে। আজ এই বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আ-

বির্ভাব জাজ্বল্যতর রূপে সকলে সন্দর্শন কর, আজ তাঁহার অভয় মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলে ভয়তাপ হইতে বিমুক্ত হও। তাঁহার সস্নেহ মধুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া সাধু অসাধু সকলে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হও। তিনি পুণ্যাত্মাকে আপনার শান্তিপ্রদ শীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া—আপনার প্রেমমুখ দেখাইয়া পুরস্কৃত করিবেন, পাপীতাপীর সন্তাপাশ্রু মোচন করিয়া এখনই তাহাকে শান্তিবিধান করিবেন। মঙ্গল মুহূর্ত্ত চলিয়া যায়! সুন্দর অবসর তিরোহিত হয়! আইস সকলে বিনীত ভাবে তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করি।

মঙ্গলময় অখিল বিধাতা! আমরা সকলে তোমার স্নেহ-প্রেমের এমনি অপব্যবহার করিয়াছি—তোমার অমৃতময় আদেশ উপদেশ সকলের প্রতি এমনি অবহেলা করিয়াছি, যে তোমার প্রতি অগ্রসর হইতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে—শোক তাপে আত্মা বিকল হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু ঘোর মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে যেমন এক একবার বিদ্যুৎ বিকাসিত হইয়া পথহারা পথিককে গম্যপথ প্রদর্শন করে; তেমনি আমারদের মোহমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে তোমার করুণা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া আত্মাকে তোমার অমৃত ক্রোড় দেখাইয়া দিতেছে! আমরা সেই জন্যই তোমার সন্নিহিত হইতে সাহসী হইতেছি। নাথ! রাজা ভিন্ন বিদ্রোহি প্রজাকে আর কে অভয় দান করিতে পারে, মাতা ভিন্ন কে আর রুগ্ন ভগ্ন সন্তানকে সস্নেহে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তুমি ভিন্ন পাপা তাপীকে কে আর মুক্তিদান করিতে পারে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের বিকৃত আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। তুমি আমারদিগকে হৃদয় গ্রন্থি ও সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার চিরসেবায় নিযুক্ত কর। হে দুর্ব্বলের বল অগতির গতি! আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না—আমারদিগকে বিনাশ করিও না 'যদ্ভদ্রম্ তন্ন আসুব' যাহা ভদ্র যাহা কল্যাণ, তাহাই আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনায় বিবৃত)

১ বৈশাখ, ১৮০০ শক।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ঊষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসর অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইল; এক্ষণে নূতন বৎসর সমাগত। বৎসরের বিবর্ত্তন আমাদিগকে কালের আশ্চর্য্য প্রভাব ও ধর্ম্মসাধনের কর্ত্তব্যতা স্মরণ করিয়া দিতেছে।

কালপ্রভাবে জগতে যে সকল বিশাল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিতে গেলে মন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দ্যুলোকের মানচিত্রে নক্ষত্র ও গ্রহগণের যেরূপ সংস্থিতি ছিল এক্ষণে ঠিক সেরূপ নাই। পুরাতন নক্ষত্র সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও নূতন নক্ষত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য সৌর জগতের গ্রহ সকলের পিতা স্বরূপ। জ্যোতির্ব্বেত্তারা নিরূপণ করিয়াছেন সৌরজগতের এক একটি গ্রহ সূর্য্যবক্ষে উৎপন্ন হইয়া—তাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে এবং প্রচ্যুত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর উপরে সংঘটিত বিশাল পরিবর্ত্তনের কথা বলেন। পৃথিবী যে সকল স্তরে বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এক একটী স্তর পড়িবার সময় বিশাল পরিবর্ত্তন সকল ঘটিয়া গিয়াছে। সে সময়ে মহাপ্লাবন

ঘটিয়া অসংখ্য জীবশ্রেণী নষ্ট করিয়াছিল ও পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে পর্ব্বত হইয়াছে, যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানে সমুদ্র হইয়াছে। যে কালের হস্তে গ্রহ নক্ষত্র সকল ক্রীড়াবর্ত্তুল সে কালের নিকট মনুষ্য কোথায় আছে? পূর্ব্বকালে কত রাজ্য সাম্রাজ্য পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। এসিরিয়া, বেবিলন, রূম কোথায়? "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ কগতোত্তরকোশলা" যদুপতির মথুরাপুরী কোথায়, আর্য্য-কুল-সূর্য্য রামের অযোধ্যাই বা কোথায়? পূর্ব্বকালে কত গৌরবশালী ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা ধন মান যশে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে তখনকার শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তখনকার লোকে মনে করিত যে ইহাঁদিগের যশ কি কখন বিলুপ্ত হইবে? কিন্তু তাঁহাদিগের যশও বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়াছে। আমাদিগের জীবদ্দশাতেই কতলোককে কাল-কবলে পতিত হইতে দেখিলাম। তাঁহাদিগের মুখশ্রী এক্ষণে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় স্মৃতিক্ষেত্রে অনুভূত হইতেছে। তাঁহাদিগের জীবদ্দশাতে তাঁহাদিগের বন্ধুগণ মনে করিতেন যে ইহাঁদিগের মৃত্যুর পর লোকে ইহাঁদিগকে কখন ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে শীঘ্রই ভুলিয়া গেল। "শব হবে সব যাবে কিছু দিন নাম রবে।" কোন ব্যক্তির মৃত্যু জগতের আনন্দের ব্যাঘাত দেয় না। তাঁহার জীবদ্দশাতে সূর্য্য যেমন প্রতিদিন প্রফুল্লরূপে উদিত হইত, বিহঙ্গগণ যেরূপ প্রফুল্ল চিত্তে গান করিত ও মনুষ্যগণ আহ্লাদ আমোদে যেরূপ উৎসাহের সহিত নিমগ্ন হইত, তাঁহার মৃত্যুর পরেও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদিগের জীবদ্দশায় সূর্য্য যেরূপ প্রফুল্লরূপে উদিত হইতেছে, বিহঙ্গগণ যেরূপ প্রফুল্ল চিত্তে গান করিতেছে, এবং মনুষ্যগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত আহ্লাদ আমোদে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদিগের মৃত্যুর পরেও সেইরূপ হইবে। মনুষ্য কাল-সমুদ্রে হইতে বুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইতেছে ও বুদ্বুদের ন্যায় তাহাতে বিলীন হইতেছে। যে কালের হস্তে গ্রহ নক্ষত্র সকল ক্রীড়াবর্ত্তুল, মনুষ্য কে যে সে তাহাকে সম্মান করিবে? আমরা কাল-সমুদ্রকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করি কিন্তু সে আমাদিগকে আদোবেই মানে না, তৃণের ন্যায় আমাদিগকে তাহার অনন্ত বক্ষে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

সকলেই কালের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন কিন্তু একজন কেবল তাহার অধীন নহেন। তিনি অকাল পুরুষ, কাল তাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি বিরাজমান ছিলেন; সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র যদ্যপি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তথাপি তিনি বিরাজমান থাকিবেন। তাঁহার শরীরের উপর বলিপলিত পতিত হয় না, তাঁহার কেশ শুক্ল হয় না, তিনি চিরযৌবনান্বিত। তিনি যেমন যৌবনান্বিত তেমনি প্রাচীন। তিনি পুরাণ। "বিচিত্রশক্তিং পুরুষং পুরাণং।" তিনি "অতি প্রবীণ, সারবান।" তিনি কাল-সমুদ্রের তটে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, কাল-সমুদ্র তাঁহার পদের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সে তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে না। এক্ষণে তোমরা সেই অকাল পুরুষের জয় উচ্চারণ কর।

বৎসরের বিবর্ত্তন আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতার বিষয় স্মরণ করিয়া দিতেছে। আমরা কবে মৃত্যুজন্য প্রস্তুত হইব?

আজ নয় কাল, এইরূপ করিয়া আমরা আত্ম বঞ্চনা করিতেছি। সাবধান সংসাররূপ পান্থ-নিবাসে নিদ্রিত হইও না তাহা হইলে দুর্গতিরূপ তস্কর তোমাকে আক্রমণ করিবে। যাঁহার অমূল্য জীবনের চল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে এখনও তাঁহার বালস্বভাব অপগত হয় নাই। যাঁহার পঞ্চাশ বৎসর গত হইয়াছে, তিনি অদ্যাপি নিদ্রিত, যদি অবশিষ্ট পাঁচটা দিন উত্তমরূপে যাপন করেন তাহা হইলেও অনেক হইতে পারে। বৎসরের বিবর্ত্তন যেন আমাদিগের ধর্ম্মোন্নতি দর্শন করে। যদি বৎসর বৎসর আমরা ধর্ম্মপথে আরও অগ্রসর না হই তবে আর কি হইল?

হে পরমাত্মন্! বৎসরের প্রারম্ভে তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি, আমাদিগের প্রণাম গ্রহণ কর। পুত্র যেমন ভক্তিভাজন বৃদ্ধ পিতাকে প্রণাম করিয়া কোন বৃহৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, আমরা তেমনি তোমাকে প্রণাম করিয়া নূতন বৎসরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। নূতন বৎসরের ঘটনা সকল ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আমরা কম্পিত চিত্তে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। হে করুণাময়! যদ্যপি মঙ্গল ঘটনা সকল ঘটে তাহা হইলে তোমার গুণ গান করিব; যদ্যপি অমঙ্গল ঘটনা সকল ঘটে তথাপি তোমার গুণ গান করিব। কেবল তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা যে অমঙ্গল ঘটনা সকল সহ্য করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মবল আমাদিগের মনে প্রেরণ কর। হে পিতঃ! দুর্ভাগ্য ভারত দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, মনুষ্যের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছে, তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে আর্ত্তনাদ গগনে উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহার অনন্ত দুরবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার কর। যে সকল নরনারী অদ্য তোমার গুণগান শ্রবণ করিলেন তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর কর। এই সাধু পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি বিস্তার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নির্ব্বাণ।*

সম্প্রতি বিলাতের "Society for the Promotion and Diffusion of christian Knowledge." নামক ধর্ম্ম-সমাজ হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম-বিষয়ে বহু সম্বাদ-পূর্ণ পাণ্ডিত্যসূচক তিন খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদিগের এই প্রস্তাবের সমালোচ্য বিষয় ডবলিউ, রিস্ ডেবিড্স প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ। ডেবিড্স সাহেব অনেক দিন অবধি সিংহল-দ্বীপে বারিষ্টারি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় তথাকার যাত্রামুল্লে উন্নান্সে নামক সুপণ্ডিত ও মহানুভাব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট শিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের জানিবার বিষয় এমন কিছুই নাই যাহা ডেবিড্স সাহেবের গ্রন্থে সংক্ষেপরূপে বিবৃত না হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের মত বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় সচরাচর ঐ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ সকলে দেখা যায় তাহা হইতে ডেবিড্স সাহেব কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল স্থলে তিনি ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "নির্ব্বাণ" একটি। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই মূল মতে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। পাঠকবর্গ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে ডেবিড্স সাহেব দ্বারা উদ্ধৃত বৌদ্ধ

---

* Buddhism by T. W. Rhys Davids Barrister at Law, London. 1878.

ধর্ম্মের গ্রন্থ সমূহে নির্ব্বাণের যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের মুক্তি বিষয়ে বিশেষতঃ জীবন্মুক্তি বিষয়ে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। এইরূপ সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে হেতু বৌদ্ধ ধর্ম্মের দর্শনভাগ আমাদিগের বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্র হইতে নীত। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নির্ব্বাণ বলিলে আত্মার বিনাশ বুঝায় না। এই তত্ত্বের আভাস পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর প্রথমে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ডেবিড্‌স সাহেব ঐ তত্ত্বের যেরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন তাহা ভট্ট মোক্ষমূলরের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

নির্ব্বাণ বৌদ্ধ-জীবনের চরম লক্ষ্য; নির্ব্বাণ বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বোন্নত অবস্থা। সাধারণতঃ লোকে নির্ব্বাণ শব্দ শরীর ও আত্মার বিনাশ এই অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে নির্ব্বাণ শব্দের এই অর্থ তাহার প্রকৃত অর্থ নহে। নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ মনুষ্যের অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলের ও পাপ-প্রকৃতির বিনাশ। পাপশূন্য অতএব দুঃখ শোক তাপশূন্য মনের শান্তির অবস্থাই নির্ব্বাণের অবস্থা। যাঁহার মন পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া শোক দুঃখ পরিতাপশূন্য হইয়াছে এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছে তাঁহারই মন নির্ব্বাণের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পাপ-জীবন অর্থাৎ দুঃখক্লেশময় জীবনের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-জীবন অর্থাৎ আনন্দময় জীবনের প্রাপ্তি, ইহাই নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলীর মধ্যে এমন অনেক স্থলে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যেখানে উহার শরীর ও আত্মার বিনাশ এই অর্থ হইতে পারে না। "বুদ্ধবংশ" নামক পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে নির্ব্বাণের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, "নির্ব্বাণ কাম, মায়া ও ঘৃণা এই তিনের বিপরীত বস্তু।" বর্ন্যুফ (Burnouf) বলেন যে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহে নির্ব্বাণ শব্দ "শোক হইতে পূর্ণ-নিষ্কৃতি" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিল (Beal) তাঁহার প্রণীত "চীন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে চীন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা নির্ব্বাণের অর্থ এইরূপ করিয়া থাকেন, "নির্ব্বাণ শোক দুঃখ হইতে মুক্তির অবস্থা। নির্ব্বাণ-অবস্থা কোন শোক দুঃখের মধ্যে থাকিতে পারে না এবং শোক দুঃখের মধ্যে নির্ব্বাণ অবস্থা হইতে পারে না।" "ললিত বিস্তর" নামক বুদ্ধ দেবের জীবন-বৃত্তান্তে এমন অনেক স্থলে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, সেই সেই স্থলে শরীর ও আত্মার বিনাশ এই অর্থ করিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। পালি-ভাষায় লিখিত "ধম্মপদ" নামক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থে যে যে স্থলে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সেই সেই স্থলে যদ্যপি আমরা ঐ শব্দের বিনাশ অর্থ করি তাহা হইলে সেই সেই স্থল প্রকৃতরূপে বোধগম্য হয় না। "নির্ব্বাণ" বিষয়ে উক্ত "ধম্মপদ" নামক গ্রন্থ হইতে আমরা কতকগুলি শ্লোক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ঐ গুলি পাঠ করিলে পাঠকবর্গের প্রতীতি হইবে যে নির্ব্বাণের অর্থ শরীর ও আত্মার বিনাশ নহে, কিন্তু উহা পাপ-জীবনের বিনাশ ও ধর্ম্ম-জীবন লাভ।

"যখন তুমি তোমার রিপু সকলকে তোমা হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিবে তখন তুমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।"

"যদ্যপি তুমি অন্যের পদতলে দলিত

হইয়া বিরক্তি-প্রকাশক সামান্য শব্দটি পর্য্যন্ত না করিয়া থাক, যদি তুমি ক্রোধ রিপুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছ।”

“জ্ঞানীগণ এবং চিন্তাশীল, যোগী, সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বোচ্চ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।”

“যে সন্ন্যাসী পরিশ্রমে আনন্দিত থাকেন এবং আলস্যের প্রতি সতত ভয়ের সহিত দৃষ্টিপাত করেন তাঁহার কখন পতন হয় না। তিনি নির্ব্বাণ অবস্থার সম্মুখে দণ্ডায়মান।”

“কামের ন্যায় অগ্নি নাই। ঘৃণার ন্যায় পাপ নাই, স্কন্ধসমূহের* ন্যায় কষ্ট নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই। তৃষ্ণাই সকল রোগের পরাকাষ্ঠা ও স্কন্ধসমূহ সকল কষ্টের পরাকাষ্ঠা। সকল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি জানাই নির্ব্বাণরূপ উচ্চ অবস্থা।”

“হে সন্ন্যাসি! এই জীবন রূপ দুর্ব্বল তরণীর জল (রিপুচয়) ছাঁচিয়া ফেল, তাহা হইলে ইহা শীঘ্র উদ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে সক্ষম হইবে। যখন তুমি কামাদি রিপু সকলের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে তখন তুমি নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বোচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।”

“জ্ঞান ব্যতিরেকে ধ্যান হইতে পারে না, এবং ধ্যান ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধ্যানপরায়ণ, তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

(ধম্মপদ)

“পরিমিতাচারী ও পবিত্র হওয়া, সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করা এবং নির্ব্বাণ উপভোগ করাই সকল সুখের শ্রেষ্ঠ সুখ।”

(মঙ্গল সুত্ত, ১১ শ্লোক)

“দয়াদাক্ষিণ্য এবং জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা সকল পার্থিব গৌরব, সকল স্বর্গীয় আনন্দ এবং নির্ব্বাণরূপ সুখের অবস্থা লাভ করা যায়।”

(নিধিকাণ্ড সুত্ত, ১১ শ্লোক)

নিষেধবাদ।

আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব সংখ্যায় ঈশ্বরের আদেশের বিষয় বলিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার নিষেধের বিষয় বলিব। ব্রাহ্মেরা কেবল ঈশ্বরের আদেশ লইয়া আন্দোলন করেন কিন্তু তাঁহারা প্রণিধান করেন না যে ঈশ্বর যেমন আদেশ করেন, তেমনি নিষেধও করেন।

যখন মনুষ্য কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত হয় তখন তাঁহার হৃদয়স্থিত সেই পুণ্যপাপেক্ষিতা পুরুষ তাঁহাকে সেই কুকর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন। যে সে নিষেধবাক্য শ্রবণ না করে সে দুর্গতির পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। সে সেই মহদ্ভয় উদ্যত-বজ্র পুরুষের বজ্র দ্বারা আহত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হয়। যাহারা কুকর্ম্মে অভ্যস্ত হয় নাই তাহারা এই নিষেধবাণী স্পষ্টরূপে শুনিতে সক্ষম হয়। কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার বাল্যাবস্থায় যখন তিনি একটী পম্বেলতীরে শয়ান রৌদ্রসেবনকারী বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত একটী কচ্ছপের প্রতি বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা বশত প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন কে যেন তাঁহার পশ্চাৎ ভাগ হইতে বলিল “কচ্ছপকে মারিও না।” কে এ কথা বলিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি পশ্চাদ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি মাতৃসমীপে এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

* বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে স্কন্ধ শব্দের অর্থ ভয়, লজ্জা, নির্লজ্জতা, সন্দেহ, ঘৃণা, অজ্ঞান, হিংসা, মায়া, বিলাসপরায়ণতা, অহংকার, গৌরব, স্বার্থপরতা, পরের আনন্দে শোক প্রকাশ ও পরের শোকে আনন্দ প্রকাশ প্রভৃতি মনুষ্যের দোষ ও পাপ সকল।

করিলেন যে কে তাহাকে নিষেধ করিল? তাঁহার মাতা তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "যিনি তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন তাঁহার কথা যাবজ্জীবন পালন করিবে তাহা হইলে তোমাকে কখন ক্লেশ পাইতে হইবে না, লোকে ঐ নিষেধকারীকে বিবেক বলে কিন্তু আমি বলি তাহা ঈশ্বর।" মনুষ্য যত কুকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকে ততই ঈশ্বরের নিষেধ-বাণী অস্পষ্টরূপে শুনিতে পায়। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে এই বাণী ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আইসে। মনুষ্য কুকর্ম্মে অভ্যস্ত হইলেও ঈশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। সে তাহার সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ-কোলাহলে নিমগ্ন হইয়াও হঠাৎ এক এক বার সেই বাণী শুনিয়া চমকিত হয়।

ঈশ্বর মনুষ্যের গুরু ও পথ-প্রদর্শক। যে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে সে রিপু ও মোহ নিবারণ পূর্ব্বক মনকে প্রশান্ত করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলে তাহা শুনিতে সক্ষম হয়। প্রধান প্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা হৃদয়-স্থিত সেই পুণ্যাপাপেক্ষিতা পুরুষের বাক্য দ্বারা আপনাদিগের জীবন নিয়মিত করেন। সঙ্কট কালে কিরূপে চলিতে হইবে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নিকট হইতে উত্তর প্রাপ্ত হয়েন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই স্থান হইতে যাহা শুনিতে পান তাহা তাঁহার পথের প্রদীপ-স্বরূপ হয়; সহস্র বিপদ তাঁহাকে সেই আলোক-প্রদর্শিত পথে গমনে বিরত করিতে পারে না। ভৌতিক জগতের তত্ত্ব সকল যেমন পরীক্ষা-সিদ্ধ আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব সকল তেমনি পরীক্ষা-সিদ্ধ। সকল দেশে সকল কালে ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা নিজ নিজ পরীক্ষা দ্বারা অনুভব করিয়াছেন যে, ঈশ্বর আদেশ ও নিষেধ করেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে ভ্রান্তি বশত কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি যাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করিতেছেন বস্তুত তাহা আদেশ নহে, তাহা তাঁহার নিষেধ। হয় ত রিপুগন আদেশ করিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন। হয় ত অসুরেরা আদেশ করিতেছে, তিনি মনে করিতেছেন দেবতারা আদেশ করিতেছেন। মোহাক্রান্ত হইয়া ক্রোধ লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির এই রূপ আদেশ শুনিয়া কার্য্য করিলে তাঁহাকে পশ্চাৎ আত্মগ্লানি ও লোকাপবাদ ভোগ করিতে হয়।

আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব-সংখ্যায় রিপুদমন ও পরোপকার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহাতে এই কথা লিখিত আছে যে এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে রিপু দমনের প্রতি মনোযোগের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ঈশ্বরের নিষেধ-বাক্যের প্রতি ব্রাহ্মদিগের অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের "আদেশ, আদেশ" করিয়া ব্যস্ত না হইয়া "নিষেধ, নিষেধ" করিয়া ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশীয় অথবা বিজাতীয় ধর্ম্ম নহে। "ব্রাহ্ম" শব্দটিই প্রমাণ করিতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশীয় অথবা বিজাতীয় ধর্ম্ম নহে। ঋগ্বেদের কাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। কোন কোন ঋকে বরুণ কিম্বা ইন্দ্র কিম্বা অগ্নিকে যে সকল লক্ষণ অর্পিত হইয়াছে তাহা কেবল সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রযুজ্য

হইতে পারে; অপর দেবতার প্রতি কখনই প্রযুজ্য হইতে পারে না। ঋগ্বেদের অনেক স্থল পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয় যে ঋষিরা সেই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব করিয়াছেন। ঋগ্বেদে এমন সকল শ্লোক আছে যাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা এক পদার্থকেই অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতি বিবিধ দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" একটী ঋক্। কিন্তু গড়ে ধরিতে গেলে উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের ভাব উজ্জ্বল পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত আছে তেমন ঋগ্বেদে প্রকাশিত নাই। উপনিষদের কালের পর ব্রহ্মের এক একটি লক্ষণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতারূপে কল্পিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে আবার ঈশ্বর রূপে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষের উপাসনা সম্মিলিত হইল। কিন্তু যাহারা বিষ্ণু, শিব, শক্তি, রাম, কৃষ্ণকে উপাসনা করে তাহারা ইহাঁদিগের প্রত্যেকের প্রতি পরব্রহ্ম নাম অর্পণ করে এবং পরব্রহ্ম রূপেই উপাসনা করিয়া থাকে। শঙ্কর, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষে চিরকাল বিদ্যমান আছে; বর্ত্তমান সময়ে কেবল উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত-ভূমির স্বভাবজাত বৃক্ষ। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কিয়ৎ পরিমাণে বিদেশীয় সার তাহার মূলে নিয়োজিত হইয়াছে, তথাপি উহা বহুল পরিমাণে ভারতীয় উপাদান-পুঞ্জে বিনির্ম্মিত তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। ঈশ্বরের নিরাকারত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের মত যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ তাহা আমরা কোরাণ কিম্বা বাইবেল হইতে লাভ করি নাই, তাহা আমাদিগের মূলশাস্ত্র উপনিষদ হইতেই লাভ করিয়াছি। যোগের ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটি প্রধান উপাদান, তাহা আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতেই আহরণ করিয়াছি। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-পুস্তক হিন্দুশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। আমাদিগের উপাসনা-প্রকরণ হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকে পরিপূর্ণ। আমাদিগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দেশের প্রাচীন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে আহৃত। এই সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার মাত্র। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের প্রতি অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় যেন কখন আচরণ না করি।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ এই প্রভাব ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রচার আরম্ভ হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব-ক্ষীণতার কারণ এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম বেদ এবং ঈশ্বর মানিত না। ভারতের সর্ব্বত্রই বেদের এতদূর সম্মান এবং এতদূর আদর, যে সাংখ্যদর্শনকার কপিল-ঋষি বেদের নিত্যতা এবং প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যদি বেদের দোহাই দিয়া নিজ মত প্রচার করিতেন এবং ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম কখন ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত না। কেবল ঈশ্বর এবং বেদের নাম করিয়া তিনি অক্লেশেই স্বমত প্রচার করিতে পারিতেন

আর বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসকদিগের নিয়ম-সকল অতিশয় কঠোর ছিল বলিয়া সকলে তদনুসারে চলিতে পারিত না। আর বৌদ্ধধর্ম্মের জাঁকজমক এবং লোকচিত্তাকর্ষক আড়ম্বর কিছুই ছিল না। আর বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, ভ্রষ্টচরিত এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ইত্যাদি নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইলে পর ব্রাহ্মণেরা পুরাণ প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কথকতা দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম সমাজে বোধগম্য করাইতে লাগিল এবং সকলেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। কথকেরা নিজ বাগ্মিতার দ্বারা লোকের মনোহরণ করিতে লাগিলেন। লোকে বুঝিতে পারিল যে, যে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বকার্য্যেই ঈশ্বরের নাম করা হয়, যথা—

"ঔষধে চিন্তয়েৎবিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনং। শয়নে পদ্মনাভং চ বিবাহে চ প্রজাপতিং। যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং। কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং জলমধ্যে বরাহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥"

সে হিন্দুধর্ম্ম অবশ্য শ্রেষ্ঠ এবং গ্রহণীয়। এবম্প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার প্রচার হইল তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিকৃত ভাব, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। বেদবোধিত, সত্যজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা পরস্পর রাগাদিগ্রস্থ এবং সত্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বৈদিকাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মার্গগামী হইল। সুতরাং সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। এই সামাজিক অবস্থা আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে দ্বিতীয় প্রকরণে উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে, আমরা সেই কবিতাগুলির পদ্যে অনুবাদ নিম্নে নিবেশিত করিতেছি। যাঁহারা মূল সংস্কৃত দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৭৮৯ শকের আসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত শঙ্করবিজয়ের ৩ ও ৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পারেন।

কেহ পূজা করে শম্ভু, কেহ পূজে হরি।
কেহ অর্চ্চে বাণী, কেহ নানাচিহ্নধারী।
কোন জন পূজে বহ্নি, কেহ দিবাকর।
কেহ বা গণেশদেব, কেহ শক্তিপর।
কেহ বা ভৈরব সেবে, কেহ বিশ্বক্সেন।
মল্লারি কেহবা পূজে, কেহ বা মদন।
কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ সরিৎপতি।
উদক, অম্বর, বায়ু, মহী আদিমূর্ত্তি।
কেহ পূজে অর্থপতি, কেহ বা ব্রহ্মারে।
যথেচ্ছায় গুণত্রয় অর্চ্চনা বা করে।
সাংখ্যমতে কেহ বা প্রকৃতিপরায়ণ।
কর্ম্মশীল অণু মান্য করে কোন জন।
কেহ সোম, কেহ কুজ, কেহ সোমসুত।
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নানা মতযুত।
কেহ সেবে কালদেব, কেহ পিতৃগণ।
অনন্ত, গরুড়, কেহ সিদ্ধ অগণন।
কেহ বা গন্ধর্ব্ব ভজে, কেহ সাধ্যগণ।
পূজে ভূত, কিম্বা করে বেতাল অর্চ্চন।

এইরূপ নানাবিধ লোকেরা যথেচ্ছাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ নিজের বৃত্তিকে বেদার্থ-প্রতিপাদ্য বলিত, কেহ বা ধর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এই জল্পনা করিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা মৎসরতা, জয়েচ্ছা, এবং নিজেচ্ছাকৃত লিঙ্গ, ত্রিশূল, ডমরু, শঙ্খ প্রভৃতি বিবিধ চিহ্নধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। আর তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্রের উক্তি সকল অগ্রাহ্য করিত। বস্তুতঃ সমাজের ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এবম্বিধ সমাজ-বিপ্লবের সময় এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক। এ

বিপ্লব দমন না করিলে সমাজ একবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং শিথিল-বন্ধন হইয়া যাইবে। ভারতের এবম্বিধ অবস্থায় শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই আনন্দগিরি তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আনন্দগিরি-লিখিত আচার্য্যের অবতার প্রয়োজন এই;—নরাধম মনুষ্যদিগকে সদাচার ভ্রষ্ট দেখিয়া নারদ ঋষি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন হে তাত! জগতের এই শোচনীয় অবস্থা কি আপনি দেখিতেছেন না, জগতের যাহাতে বিনাশ না হয় তাহার উপায় বিধান করুন। ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে শিবলোকে প্রবেশ করিলেন এবং মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে ভূলোকে ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, লোকে বৈদিক আচার ত্যাগ করিয়া মিথ্যাচার আশ্রয় করিয়াছে, বিপ্রপ্রভৃতিরা বিচিত্র চিহ্ন দ্বারা দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, যথাকালে অগ্নিতে হোম করে না, পর্ব্বতিথিতে পিত্রাদির তৃপ্তির নিমিত্ত কব্য প্রদান করে না, সত্য লোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদপাঠ করে না, ইত্যাদি প্রকারে সর্ব্বসৎকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কাপালিকাচারী, কেহ বা মদ্যমাংসাশী হইয়াছে। সকলেই সত্যশৌচাদি ধর্ম্ম্য-কর্ম্মজ্ঞান-রহিত পশুর ন্যায় কুপথে গমন করিতেছে এবং কুমত অবলম্বন করিতেছে। অতএব আপনি বেদমার্গ উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করুন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই প্রকারে সম্বোধিত হইয়া শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বলোকে প্রতিপ্রয়াণ করুন, আমি জগতের রক্ষার নিমিত্ত এবং বেদমার্গ উদ্ধার করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য নামে অবতীর্ণ হইব।

অনন্তর চিদম্বরপুরে আকাশলিঙ্গ নামে এক শিব আবির্ভূত হইলেন। সেই স্থানের মহেন্দ্র বংশে উৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞ নামে জনৈক দ্বিজ চিদম্বরেশ্বরের ভক্ত উপাসক হইলেন। সর্ব্বজ্ঞের সুলক্ষণবিশিষ্ট কামাক্ষী নামে পত্নী ছিল। চিদম্বরেশ্বরের প্রসাদে এই দ্বিজদম্পতী বিশিষ্টা নামে গুণবতী কন্যা লাভ করিলেন। আশ্চর্য্যকর্ম্মা শান্তশীল বিশ্বজিৎ নামে বিপ্র বিশিষ্টার পাণি গ্রহণ করিলেন। বিশিষ্টা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে শিবের আরাধনা করিতেন, কিন্তু তত্রাপি তাঁহার পতি বিশ্বজিৎ অরণ্যে তপস্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তদবধি সেই পতিব্রতা কামিনী এক মনে চিদম্বর মহেশ্বরের পূজন, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। একদা চিদম্বরেশ্বর স্বমন্দিরে সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে বিশিষ্টার বদন-সরোজে জ্যোতিরাকারে প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শনে সমবেত জনবর্গ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। মহোগ্রতেজঃ প্রবেশ হেতু বিশিষ্টার গর্ভ অনুদিন উপচিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্বিজগণ তৃতীয়াদি মাসে বেদোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিলেন। এই প্রকারে দশমাশ অতীত হইলে পর যথাসময়ে বিশিষ্টার গোলাকার গর্ভ হইতে শঙ্করাচার্য্য নামে মহাদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার জন্মক্ষণে স্বর্গ হইতে আনন্দ-সূচক পুষ্প-বৃষ্টি পতিত এবং দেবদুন্দুভি-নিনাদ সমুত্থিত হইল! এস্থলে বলা আবশ্যক যে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য প্রবাদ চলিত আছে। শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিধবা ছিলেন। তিনি শিবের মন্দিরে সর্ব্বদা পূজা করিতে যাইতেন। সেই শিবের নিকট তৎস্থানীয় সধবা স্ত্রীলোকেরা পুত্রকামনা করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভ করিত। একদা শঙ্করাচার্য্যের জননী অহ-

স্কার করিয়া বলিলেন, যে মহাদেব কেবল সধবাদিগেরই পুত্র প্রদান করেন, কিন্তু যদি তিনি আমার ন্যায় বিধবার সন্তান প্রদান করিতে পারেন তবে তাঁহার মহত্ত্ব মহত্ত্ব-নামের যোগ্য। এই কথা বলিয়া তিনি স্বালয়ে প্রতিগমন করিলেন। কিছু দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গর্ভ হইয়াছে। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো দুর্দৈব, আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না তথাপি আমার এ কি হইল? আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী আছেন আমি কখন কোন দোষ করি নাই, তথাচ আমার কপালে এ কি ঘটিল? যাহাই হউক এ কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। অতএব আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলে পর তাঁহার পিতা রাত্রিতে আদেশ পাইলেন যে মহাদেব তাঁহার কন্যার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেন কোন প্রকারে গর্ভ নষ্ট না হয়। তাঁহার পিতা প্রাতঃকালে যথাদেশ কার্য্য করিলেন, এবং কন্যাকে প্রাণ-পরিত্যাগ-বাসনা হইতে বিরত করিলেন। এই গর্ভে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং লোকে তাঁহাকে শিবের অবতার কহে।

তপস্যা ও পুণ্যসঞ্চয়।

শরীর যেমন অন্ন পানে পুষ্ট হয় আত্মা সেইরূপ পুণ্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে, যেমন অন্নপান ব্যতীত শরীর মলিন ও শ্রীহীন হয় সেইরূপ পুণ্য ব্যতীতও আত্মা মলিন ও শ্রীহীন হইয়া থাকে। ঈশ্বর যেমন ভৌতিক রাজ্যকে নিয়মে চালাইতেছেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যকেও সেইরূপ নিয়মে চালাইতেছেন। ফলত পুণ্যই সুখ, কিন্তু অনেকে তাহা বুঝেন না। যিনি কোন রূপ উপাধি-স্পৃহায় লক্ষ লক্ষ লোকের কণ্ঠ-নিঃসৃত রক্তে তরবারি ধৌত করিয়াছেন, যাঁহার প্রত্যেক মুদ্রা অনাথ দীন দরিদ্রের অশ্রুজলে সিক্ত, তাঁহা অপেক্ষা এক জন কুটীরবাসী পুণ্যবান ব্যক্তির সুখ যে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ অনেকে তাহা বুঝেন না। যে নেপোলিয়ান অলোকসামান্য বীরত্বে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াছিলেন, যিনি অবিচারে পূর্ব্বরাজবংশীয় এক যুবা পুরুষের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন তাঁহা অপেক্ষা নিস্পৃহ যুধিষ্ঠির হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, অজ্ঞাতবাসে অতি ক্লেশে কাল হরণ করিয়া, যে প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছিলেন অনেকে তাহা বুঝেন না। ফলত পুণ্যই সুখ।

অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে পুণ্য লাভ জন্য কেহ ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরা হইয়া বৃক্ষে লম্বমান ধূমপান করিত; কেহ একপদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহার মস্তকের উপর দিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত হইতেছে, তথাচ তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই; কেহ চিরমৌনী; কেহ দুরন্ত শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া আছে; কেহ প্রখর গ্রীষ্মে চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া স্থিরনেত্রে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতেছে; কেহ নিরাহারে বহুকাল বৃক্ষমূলে নিষণ্ণ, বল্মীক মৃত্তিকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অদৃশ্য হইয়াছে, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ধ্যানে নিমগ্ন, হরিণশিশু তাঁহার অঙ্কে উত্থিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আনন্দাশ্রু পান করিতেছে; কেহ পত্রমাত্র ভক্ষণ কেহ বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া আছে; কেহ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বাররোধ এবং কেহ বা ইন্দ্রিয়ের মূলোৎপাটন করিয়াছে। এই সকল কার্য্য ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গুলি কুসংস্কার

দূষিত। যাঁহারা এই সমস্ত কঠোরতা সাধন করিতেন ঈশ্বরের তৃপ্তিকামনাই যে তাঁহাদের লক্ষ্য তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা সংসারকে অসার জানিয়া পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভের জন্য এইরূপ কষ্টস্বীকার করিতেন ইহা চিন্তা করিলে মন আনন্দে দ্রবীভূত হয়।

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে জ্ঞানের অবস্থাভেদে তপস্যার ব্যবস্থাভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন মায়াবাদ উত্থিত হইয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল তখন জড়পিণ্ডের অস্তিত্ব জ্ঞানের চক্ষে বিলুপ্ত হয়, তখন আত্মাই সৎ, তদিতর সমস্তই অসৎ। সুতরাং অসৎ দেহে বিশেষ আর আস্থা থাকিবার বিষয় কি? ফলত আদৌ সুখদুঃখের সহিত দেহের কোন সম্বন্ধবোধ ছিল না। লোকে এই মায়া-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া দুর্ব্বিসহ কঠোরতা সহজেই স্বীকার করিত, কিন্তু এখন মায়াবাদ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়া একপ্রকার উপেক্ষিত এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ এই যে ঈশ্বর-দত্ত সমস্ত ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিবে কিন্তু ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া উপভোগ করিবে। এখন জড়দেহে আর অসৎ বুদ্ধি নাই, সুখ দুঃখে তাহার যে প্রসক্তি আছে তাহাও অনুভূত হইতেছে। ঈশ্বর করুণা করিয়া আমাদিগের হস্তে যে দেহ দিয়াছেন ইহা যত দিন থাকিবে সাবধানে পোষণ করিতে হইবে এখনকার এই বিশ্বাস। সুতরাং তপস্যার পূর্ব্বতন প্রণালী এখন পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

এই পৃথিবী ধর্ম্ম্য কর্ম্মের ক্ষেত্র, তদ্ব্যতীত পুণ্যের প্রত্যাশা থাকে না। ধর্ম্মের যাবদীয় ব্যবস্থা কেবল পুণ্যেরই জন্য, ভৌতিক নিয়ম যেমন ভূতরাজ্যের নিমিত্ত ধর্ম্মের নিয়মও সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যের নিমিত্ত। শরীর যেমন ভূতরাজ্যের প্রজা হইয়া তন্নিষ্ঠ নিয়ম সকল স্বীকার করিতেছে আত্মারও সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যের প্রজা হইয়া তন্নিষ্ঠ নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্য অবিবেকী, সে আত্মার অন্তরে ঈশ্বরের স্বহস্ত-লিখিত নিয়ম সকল পাঠ করিতেছে তথাচ তাহা প্রতিপালন করিবার যত্ন ও চেষ্টা করে না, এই জন্য অসুখী হয় এবং অপনাতে মলিনতা সঞ্চয় করে। নিকৃষ্ট সুখের কামনা আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রতিপালনের বিরোধী, ঈশ্বরের সাহায্য ও নিজের পৌরুষ প্রভাবে ঐরূপ দুরপনেয় প্রতিবন্ধক দূর করিয়া তপস্যার পথ পরিস্কার করা অগ্রে কর্ত্তব্য। পুণ্যপথের যাত্রী হইবার জন্য আত্মজয় অগ্রে আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের দ্বারনিরোধ তপস্যা নয়, কিন্তু ধর্ম্মের অবিরোধে তাহার ভোগই তপস্যা। অনাহারে শরীরশোষণ বা স্বপাকভোজন তপস্যা নয়, অবস্থানুসারে দীন দুঃখীর সহিত শাকান্ন বিভাগ করিয়া আহার করা তপস্যা। ভৌতিক নিয়ম তুচ্ছ করিয়া শীতে জলমজ্জন, গ্রীষ্মে উত্তাপ সেবন তপস্যা নহে, মনোমধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মবিরোধী অসঙ্গত ইচ্ছার উদয় হয় তাহার উচ্ছেদসাধনই তপস্যা। অনাবৃত পদে দীনভাবে ভ্রমণ তপস্যা নয়, কিন্তু অন্যের পদ মান মর্য্যাদায় ক্ষুব্ধ না হওয়াই তপস্যা। এখনও সমাজে নানারূপ কুসংস্কার আছে; একটী স্বামীর মৃত্যু বহুসংখ্য স্ত্রীকে অনাথা করিতেছে, ঘরে ঘরে বাল্য বিবাহ-রোগ লোকের দেহ জীর্ণ শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট করিতেছে, অজ্ঞাত-পতি-মর্য্যাদা বালিকার বৈধব্য হৃদয়বান পিতামাতার মর্ম্মে মর্ম্মে নিরন্তর সূচিবিদ্ধ করিতেছে, এই সমস্ত কুসংস্কারের উপর বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করাই তপস্যা। অসত্যের বিপক্ষে কলুষিত

দেশাচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করাই তপস্যা। যিনি এই প্রণালীতে তপস্যা করেন তাঁহারই পুণ্যসঞ্চয় হয়।

অর্থ ও যশোলাভের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা এই পুণ্যসঞ্চয়ের বিরোধী। যিনি অর্থলোভী জগতে তাঁহার অকার্য্য কিছুই নাই, তিনি মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি কতকগুলি অসদ্গুণকে অঙ্গের ভূষণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম তাঁহার বাহ্য আবরণ মাত্র, বিবেক তাঁহার পরম শত্রু; তিনি সময়ে সময়ে এই বিবেকের মস্তক পদতলে দলিত করিয়া অর্থস্পৃহা চরিতার্থ করেন। দ্বিতীয় যশ, যিনি ইহার উপাসক তাঁহার কার্য্য অতি-কৌতুকাবহ। তিনি কোন একটী কর্ম্ম করিয়া প্রত্যেকের মুখপানে চাহিয়া আছেন যে কখন তিনি তাহার কার্য্যের প্রশংসাবাদ শুনিতে পাইবেন। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতিকূলে নানারূপ কার্য্য করেন কিন্তু তৎসমুদায় একটী অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত রাখিয়া জনসমাজে কোন না কোন সৎকার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হন। মনুষ্য এই অর্থ ও যশের উপাসনাতে আয়ুঃক্ষয় করিতেছে তপস্যা ও পুণ্যসঞ্চয় তাহার কিরূপে হইবে।

জ্ঞানোপদেশ।

(মহাভারত হইতে সংগ্রহ)

জ্ঞানসাধন দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিলে মোক্ষলাভ হয়। তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। প্রমাণের বিষয় সৎ বস্তু ও নিষেধের বিষয় অসৎ বস্তু, তিনি এ উভয়ের অতিরিক্ত। তাঁহার হস্ত চরণ চক্ষু কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয় সকলের প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার। তিনি সত্ত্বাদি-গুণ-রহিত অথচ তাহাদিগের উপলব্ধা। তিনি স্থকৃত চরাচর জগতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন। তাঁহার রূপাদি না থাকাতে সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানের দূরস্থ ও জ্ঞানীর নিত্য-সন্নিহিত। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। তিনি অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত এবং তিনিই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত হয়েন।

যাঁহারা বিশ্ববন্দ্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সেই পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা, তন্নিষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারাই যুক্ততম ও ব্রহ্মজ্ঞানী। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক নিখিল বিশ্বের অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বব্যাপী সেই অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষয় পরমাত্মাকে আত্মা দ্বারা দর্শন করেন তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু দেহাভিমানীদিগের সেই অব্যক্তে নিষ্ঠা হওয়া বিস্তর আলোচনার কর্ম্ম। অনেক বিষয়ে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, সহিষ্ণুতা দ্বারা অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। তাদৃশ ত্যাগ স্বীকারে সক্ষম হইলে অনেক অবসর আয়ত্তাধীন হয়। ব্রহ্মেতে চিত্তনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং ত্যাগ-জনিত অবসর এই দুই একত্র হইলেই অনায়াসে জ্ঞানালোচনা আরম্ভ হয়। তখন শাস্ত্রপাঠে, জগতের মধ্যে ঈশ্বরীয় মহিমা আলোচনায়, প্রকৃতির অতীত পুরুষের ধ্যানে, ও আত্মস্বরূপের ও পরমাত্মস্বরূপের জ্ঞানসাধনে মতি জন্মে, তখন সদুপদেশ শ্রবণে ও সদুপদেশ দানে ইচ্ছা

হয়, তখন বহিঃপ্রয়োজনের স্বল্পতা নিবন্ধন সংসার,প্রকৃতি, কাল, ও কোলাহল বাধা দিতে পারে না। তখনই প্রকৃত তপস্যা হয়, তাদৃশ অবস্থাই যোগের অবস্থা। সেই অবস্থায় মানবের মনকে মুক্তিপ্রদ দেবভাব আশ্রয় করে। যাঁহাদের আত্মা বিষয়-কোলাহলে নিমগ্ন ও অসুরভাবে প্রতিপালিত,তাঁহারা দেবদুর্লভ ত্যাগস্বীকারে ও বৈরাগ্য-আশ্রয়ে অসক্ত। তাঁহাদের আসুরী প্রকৃতি যত কোলাহল, স্বার্থসাধন ও কামোপভোগ প্রার্থনা করে তত সাত্ত্বিকী সম্পদ চাহে না। সাত্ত্বিকী সম্পদ সাধনার্থে তাঁহাদের অবসর হয় না। কিন্তু দেবভাবসম্পন্ন মানবগণ চিত্তপ্রসন্নতা ও ভক্তি-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে অতিপূজ্য বলিয়া অভিমান করেন না। কিন্তু অসুর-ভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বভাব তাহার বিপরীত। দেবভাবাশ্রিত সাধুগণ বাহ্য কার্য্য ও বহিশ্চিন্তাকে সংক্ষেপ করিয়া সত্যের সাধনে তৎপর হন। ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার প্রচুর সময় করিয়া লন কিন্তু অসুরভাবাশ্রিত লোকেরা নানা আড়ম্বর নানাবিধ মিথ্যা জল্পন ও নানা আশাকর কার্য্য দ্বারা একেবারে সময়কে ভারাক্রান্ত করেন।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তামোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তা কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

তাদৃশ বহুব্যাপার-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মোহ-জালে সমাবৃত, এবং কামভোগে প্রসক্ত জনেরা অশুচি নরকে পতিত হয়েন।

অতএব জ্ঞানধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ সর্ব্ব প্রকারে আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকী সম্পৎসাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। আসুরিক ভাবপরিত্যাগ করিলেই বহু অবসর আয়ত্তাধীন হইবেক। তাদৃশ শান্তিপ্রদ অবসর, চিত্তের ব্রহ্মনিষ্ঠতা পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। যাঁহার চিত্ত উক্তপ্রকার শান্তির আশ্রিত তিনিই সেই সনাতন পুরুষের সহবাস লাভ করেন। তিনিই সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মার্পণমস্তু বলিয়া ব্রহ্মোতে অর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্যভোগ ব্রহ্মের উদ্দেশে, দানীতাও ব্রহ্মের উদ্দেশে, তাঁহার জ্ঞানসাধন ব্রহ্মের উদ্দেশে, চিন্তা ও আলোচনা ব্রহ্মের উদ্দেশে, সংক্ষেপত সর্ব্বকর্ম্মই তিনি ব্রহ্মের কর্ম্মজ্ঞানে করিয়া থাকেন।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৪১৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠার পর।

(৮৯)

ঈশ্বর জগতের অন্তর্যামী জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ। তিনি নিত্যকাল নির্দ্দিষ্ট কাল বিভাগানুসারে সকল বস্তুর সুব্যবস্থা ও সুবিধান করেন।

এণ্টোনাইনস।

(৯০)

যেমন সৎ পৌরজনেরা আপনার ইচ্ছাকে নগরের নিয়মের অধীন করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তি আপনার ইচ্ছাকে জগৎ-নিয়ন্তার ইচ্ছার অধীন করেন।

এপিকটিটস্।

(৯১)

বস্তু সকল যেমন সৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপই সৃষ্ট হওয়াতে ভাল হইয়াছে এইরূপ মনে করার নাম জ্ঞান। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা ও যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই ভাল এইরূপ মনে করা প্রকৃত জ্ঞান।

ঐ।

(৯২)

যেমন আমাদিগের শরীর নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা সকল স্থানব্যাপী বায়ু হইতে প্রাণ আহরণ করিতেছে সেইরূপ যে বৃহৎ জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থ এই জগৎকে ধারণ করিতেছেন

তাঁহা হইতে প্রাণ আহরণ ও চুষণ করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন হওয়া আমাদিগের আত্মার কর্ত্তব্য।

এণ্টোনাইনস্।

(৯৩)

ঈশ্বর জগতের আত্মা এবং সকল বস্তুর জ্ঞানময় প্রস্রবণ।

ঐ।

ক্রমশঃ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্য-অভিব্যক্তি ইহা, বুঝিলে সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু না বুঝিলে বুঝান সহজ নহে। মনে কর আমি কোন চিকিৎসকের নিকট শুনিলাম যে, প্রত্যুষে পদচারণা করিয়া বেড়াইলে শরীর খুব ভাল থাকে। তদবধি এইরূপ নিয়ম করিলাম যে, কল্য হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইব। তাহার পর নিয়মিত রূপে সেইরূপ কার্য্য করিতে লাগিলাম। সহস্র প্রামাণিক পণ্ডিত হইলেও এখানে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্যঅভিব্যক্তি। এক জন ফরাসিস্ তত্ত্বজ্ঞানী নিজের সম্বন্ধে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি নিয়ম করা যায় যে, আমি অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব তাহা হইলে ঠিক সেই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইবে। এইরূপ স্থলবিশেষে আমাদের অজ্ঞাতসারেও আমাদের কৃত নিয়ম সকল কার্য্যকারী হয়। পুনশ্চ "প্রত্যহ অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব" এই নিয়মটি যদি কিছুদিন পালন করি, তাহা হইলে ইচ্ছা-পূর্ব্বক সে নিয়ম পুনর্ব্বার স্থিরীকৃত না হইলেও অভ্যাস বশতঃ তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, মানসিক নিয়ম অগ্রে, এবং সে নিয়মানুযায়ী যে কার্য্য হয় তাহা তাহার পরে। সে কার্য্য ঘটিবার পূর্ব্ব হইতেই সে নিয়ম বর্ত্তমান; কোথায় বর্ত্তমান? না সে কার্য্যের কারণ যে আমাদের মন সেই মনেতে। প্রামাণিক পণ্ডিত এখন বলিবেন যে, মানসিক নিয়ম ঐরূপ বটে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম আর প্রাকৃতিক ঘটনা এ দুয়ের মধ্যে ওরূপ অগ্রপশ্চাদ্ভাব না থাকিতে পারে। তাঁহার এ কথা তাঁহার আর আর অনেক কথার ন্যায় কেবল একটা বল-প্রকাশ মাত্র, যুক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এই একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প দুয়ের বিধিমত যোগ হইলে জল উৎপন্ন হয়। জলোৎপত্তি-রূপ যে একটি কার্য্য তাহা ঐ নিয়ম-সাপেক্ষ। জল যখন উৎপন্ন হয় নাই তখন সে নিয়ম ছিল, জল যখন উৎপন্ন হয় তখন সেই নিয়মানুসারেই উৎপন্ন হয়। জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, দুয়ের সংযোগে একটা হাতিও হইতে পারিত, ঘোড়াও হইতে পারিত, তাহা না হইয়া কেবল যে, জলই উৎপন্ন হইবে, এ নিয়ম কোথা হইতে আইল? অবশ্য জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন পাষ্প, উভয়ের প্রকৃতি হইতে। জলের কারণ যে অম্লজনন এবং জল-জনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ঐ নিয়ম বর্ত্তিতেছে। ইহা যদি না মানো তবে ও-নিয়ম কোথায় বর্ত্তিয়াছে? শূন্য আকাশে? জড়-বস্তু যেমন আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করে, নিয়মও কি সেইরূপ? নিয়ম কি জড় পিণ্ডবৎ একটা সামগ্রী? অতএব জলোৎপত্তি বা অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তদীয় নিয়ম তাহার কারণাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে ইহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই।

সহজে এটি সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে যে, যে কোন কার্য্য হউক না, তাহার অভিব্যক্তির নিয়ম তাহা অপেক্ষা ব্যাপক; এই হেতু কোন কার্য্য বিশেষ অবলম্বন করিয়া নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, কার্য্যের যে কারণ তাহাকেই অবলম্বন করিয়াই নিয়ম স্থিতি করে। মনুষ্য-সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। কোথায় বর্ত্তমান ছিল? কারণেতে। যখন মনুষ্য সৃষ্টি হইল, তখন সে নিয়ম কার্য্যেতে প্রতিভাত হইল। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়ম কেবল যে কার্য্যের পরিসরের মধ্যেই বদ্ধ থাকে এমন নহে; কার্য্যকারণ উভয় ব্যাপিয়া নিয়ম অবস্থিতি করে। কারণেরও কারণ আছে; যে যুক্তিতে কার্য্য হইতে কারণে নিয়মের

ব্যাপ্তি মানিতে হইতেছে সেই যুক্তিতে কারণ হইতে তাহারও কারণে নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। সুতরাং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই, নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। অত-এব সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদিভূত, সাংখ্যদর্শন যা-হাকে ভূতাদি বলিয়াছেন, ইউরোপীয বৈজ্ঞানি-কেরা যাহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, বেদান্ত যাহাকে আকাশ বলিয়াছেন, সৃষ্টির নিয়ম সেই আদিভূত হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবজন্তু উদ্ভিদ সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে, সূর্য্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসীম আকাশ-ব্যাপী যে ভূতাদি তাহার সহিত সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্ত-মান ছিল। এই খানে আরোহ-প্রণালী চরম-সীমায় উপনীত হইল, আরোহ প্রণালী ইহা অপেক্ষা আর উচ্চে উঠিতে পারে না। যেমন চক্রের অন্ত-র্ভূত ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদি ফলকের কোণসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই তাহা চক্রের নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু উক্তরূপ কোণ বৃদ্ধি প্রণালীর দ্বারা উহা কোন কালেই চক্রের সহিত একীভূত হইতে পারে না। সেইরূপ আরোহ প্রণালী দ্বারা স্থূল সৃষ্টি হইতে সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে যতই আরোহণ করা যায়, ততই সৃষ্টির আদি কারণের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় বটে কিন্তু সে প্রণালীতে কোনকালেই সেখানে পৌঁছিতে পারা যায় না, এই জন্যই অবরোহ প্রণালীর প্রয়োজন। আদিভূত যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, কিন্তু আত্মা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। যদি বল যে তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মা আপনি আপ-নার প্রমাণ। বলিয়াছি এই যে, বহির্জগতে সত্য বহুধা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে এজন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। পৃ-থিবী গোল এই সত্যটির প্রমাণ দিতে হইলে জাহা-জের মাস্তুর দিগন্ত রেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই আর একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। প্রত্যুত আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ়রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একা-ধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র স্বানু-ভূতি ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। * * স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না সেই খানেই অন্য প্রকার প্র-মাণ দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না; আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ।

THE FAITHS OF INDIA ; HINDOOISM. BRAHMOISM &c.

(EXTRACTED FROM J. ROUTLEDGE'S "ENGLISH RULE AND NATIVE OPINION IN INDIA," 1878)

"IN September 1872, the walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the Minister of the elder body of the Brahmists (termed the "Adi Somaj"—Adi Church) on "the Superiority of Hindooism to all other religions." Reference has been made in an earlier chapter to one essential and vital difference between the two Brahmist Churches, both professing to follow the great first Brahmist, Rajah Ram Mohun Roy. The younger body, the Church of Baboo Keshub Chunder Sen, may be said to be very nearly akin to Unitarian Christianity; the elder believe that Hindooism, although overgrown with excrescences, has, for its germ and origin, the worship and unity of the One True God, and that a return to the teaching of the Vedas would be a return to a pure, though a poetical, deism. I had at this time been in India about two years, and had sent home what I must term strictly and rigorously accurate, though not unquestioned, pictures of what may be seen at festivals of Doorga and Juggernauth; I had also in those two years formed an impression that Englishmen do not rightly comprehend the faiths, or the men influenced by the faiths of India. This advertisement, however was a startling one. Did the Minister of the Adi Somaj (a scholar and a gentleman I afterwards found) actually mean to assert, in the face of the missionary and educated English of Calcutta, that Hindooism is superior to Christianity? I found he did; and before

the controversy which his lecture caused, had ended, I had come to the conclusion that the Hindoos may, in God's good providence, and without an absolute adherence to Christian channels of faith or form, find their way backward to the key to all truth, the Oneness of the Most High God. I did not think, and do not now think, of defending Hindooism. I did, and do, desire to show somewhat of the character of many Hindoo scholars and thinkers who still claim to be actuated and guided by Hindooism.

"Since that time I have endeavoured in different ways to draw attention to the literature of those two Brahmist bodies—a literature so marvellously devotional, and so inspired with a spirit of love to God and men, that one might seek far for a parallel to it, save in the most devotional works of the old Catholic divines. I find such passages as these; "Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament? 'A change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children, to every soul shall bear its own iniquity; from the fire, the earth-quake, and the storm to the 'still small voice.' ...... Let us be pure and holy in our lives. Let us make sacrifices for our religion ...... Lord God, Our Father, our Saviour, our Redeemer! to Thee we look up for succour, for we are weak. Always grant the light of Thy countenance, for that light alone is our only consolation amid the darkness and dangers of our situation. Forsake us not, but infuse patience, firmness and fortitude into our souls, so that we may stand as witnesses of Thy glory to generations to come(1)."

"In the same spirit a writer of the same body claims for Brahmoism the words of Abou Ben Adhem's Dream—"Write me as one who loves his fellow-men (2)." This literature is ever growing, and its spirit pertains to both the Brahmo bodies. Each has its pamphlets, its newspapers, its societies for moral and social, as well as religious, progress. Both alike disown Christianity, save as one of the good systems of religion which "the education of the world" has produced from age to age.

"The minister of the Adi Somaj undertook to prove, in the face of the younger Brahmo body, as well as of Christian Missionaries;

'That Hindooism is superior to all other religions, because it owes its name to no man; because it acknowledges no mediator between God and man; because the Hindoo worships God as the soul of the soul, and can worship in every act of life—in business, in pleasure, and in social intercourse; because, while other scriptures inculcate worship for the rewards it may bring, or the punishment it may avert, the Hindoo is taught to worship God and practise virtue alone; because being unsectarian, and believing in the good of all religions, Hindooism is non-proselytising and tolerant, as it also is devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense and possesses an antiquity which carries it back to the fountain-head of all thought.'

"These are some of the points which the lecturer endeavoured to illustrate from history and by well-put references to existing facts.

"His position was disputed by a genial and accomplished Missionary, the Rev. Dr. Murray Mitchell and by several members of the younger Brahmo body. Dr. Mitchell claimed to include the Tantras among the sacred books of the Hindoos, and adduced from them immoral passages which the minister of the Adi Somaj, Babu Rajnarain Bose, promptly disowned. "I am not," he said "a Tantrist, and therefore decline to enter into a discussion on the merits and demerits of any of the Tantras. The position which I took up in my lecture on the Superiority of Hindooism was this, that even the lowest Shastras, the Tantras, not to mention the Vedas, the Upanishads, the Smritis, and the Puranas, contain monotheistic sentiments of the most exalted description." The younger Brahmo body maintained that the Church represented by Babu Rajnarain Bose had

(1) These passages Mr. Routledge extracts from Babu Rajnarain Bose's pamphlet titled "Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj." Ed. T. P.

(2) The writer here alludes to a passage in Babu Rajnarain Bose's. "What is Brahmoism?" Ed. T. P.

drifted from the teachings of Rajah Ram Mohun Roy, and his successor Debendra Nath Tagore, neither of whom confined his search for truth to any one system, and the latter of whom claimed all great and good men as teachers, all "nature as revelation," and "pure reason as minister(3)." Babu Jotendro Nath Tagore (4) (a notable Calcutta Zemindar, kinsman and successor of Rajah Ram Mohun Roy's distinguished disciple. Dwarka Nath Tagore) maintained that Hindooism is an illimitable fount of truth, and, in confirmation of this view, produced many beautiful passages from the Shasters.

This controversy produced little effect in India, so far as making known the tenets of the two Brahmist Churches was concerned but it was valuable to me, and it may be so to the reader in two ways. First, it shows that, while the Church of Babu Keshub Chunder Sen is drifting further from Hindooism, the older body is coming nearer to Hinduism while, at the same time endeavouring to raise it from an idolatry to a philosophy and a monotheistic faith. Secondly, that the younger body in drifting from Hindooism is not drifting any the nearer to Christianity. The forms of worship of both Churches are thoroughly, and at festive times markedly, Hindoo in the apparent intensity of the devotion, and in the appeals to the senses by music and flowers. An "Inquirer from the Outside" during this controversy having asked some questions indicating his view of the greater simplicity, solemnity, devotion, charity, and purity of the Gospel of Christ, the *National* (Adi Somaj) *Paper*(5) replied with some fine instances of Hindoo charity, of honor paid to parents and much besides; facts which may be freely admitted while at the same time, a glimpse into these ancient writings, as into the Koran, is sufficient to show what a marked contrast they present to the New Testament. I can not see whither the spirit of inquiry now abroad in India is tending, but I venture to ask the reader to view it in a generous and kindly spirit.

It is now little more than a century since Ram Mohun Roy (created Rajah by the King of Delhi) was born of a high caste and powerful family in Burdwan. Instructed in all the learning of his caste, he nevertheless began to doubt, as Sakya Muni ages before had doubted. He studied, travelled, sought communion with men of intelligence wherever he could find them. Finally he began to teach, and in one tract, "Against the Idolatry of all Religions" made himself a host of enemies and opponents, including many missionaries. He certainly held that the Vedas, so far from inculcating idolatry, established the worship of the One God. He selected portions of the words of Christ and wrote of them with enthusiasm. His purity never was disputed. He died in Bristol in 1833; and a little later his disciple and friend, Dwarka Nath Tagore, marked by a monument the grave of one of the true teachers of men. After some years the mantle of the great leader fell upon Debender Nath Tagore. About twenty years later still, suspicions began to creep into the body, chiefly through the appeals of Keshub Chunder Sen, that the Vedas were not sure ground (6). In 1866 the Progressive Somaj became an independent Church."

(3) Babu Debendra Nath Tagore, while doing so, is more national in his views and predilections than Mr. Routledge imagines. He is of opinion that we need not resort to the scriptures of other nations for religious instruction and that the ocean of the Hindu Shâstras is quite sufficient for the purpose. He presided at the lecture of Babu Rajnarain Bose on the superiority of Hinduism and expressed high approbation of the same. Ed. T. P.

(4) The gentleman here alluded to by Mr. Routledge is Babu Jyotirindra Nath Tagore, the Secretary of the Adi Brahmo Samaj. He is a son of Babu Debendra Nath Tagore and a grandson of the late Babu Dwarka Nath Tagore. His letters to the "Friend of India" on the subject of Hindooism alluded to by Mr. Routledge are given towards the end of Babu Rajnarain Bose's "Superiority of Hindooism." Ed. T. P.

(5) The "National Paper" is not the organ of the Adi Brahmo Somaj. It is a journal quite independent of that institution. Ed. T. P.

(6) These suspicions were not caused by the appeals of Keshub Chunder Sen who joined the Brahmo Somaj some seven years after the public declaration by that body that the Vedas are not revealed books in the sense in which that phrase is usually taken. Ed. T. P.
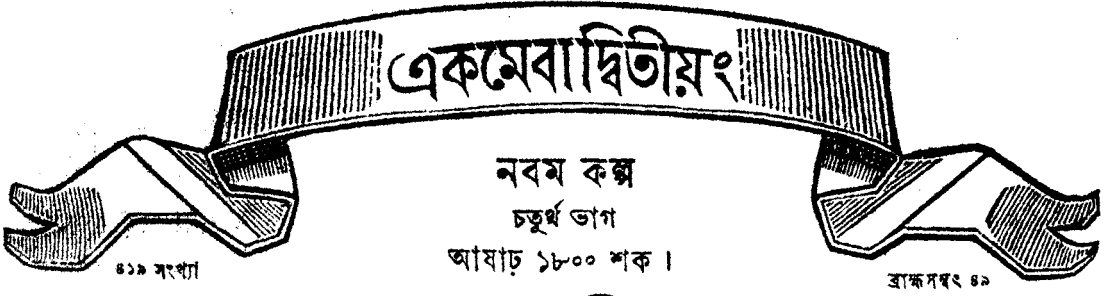
Registerd No 52.

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তনই মুক্তি।

আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ। পাপ আত্মার এমনি ঘৃণাকর পদার্থ যে যাহারা অবিরত পাপাচরণ করিতেছে তাহারাও ধার্ম্মিককে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। পবিত্রতা যে আত্মার কত অনুরাগের বিষয় তাহা ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মা স্বভাবতঃ শান্তির অত্যন্ত অনুরাগী। যাঁহারা বিষয় কর্ম্মে অহর্নিশি ব্যস্ত রহিয়াছেন তাঁহারা সেই দিন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করেন যখন যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ নিরুদ্বেগ অবস্থাতে অতিবাহন করিবেন। এ প্রকার অবসর সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া না উঠুক, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে আত্মা স্বভাবতঃ শান্তির অনুরাগী। আত্মা স্বভাবতঃ সুখের অভিলাষী। যে সকল পদার্থ প্রকৃত সুখদায়ক নহে আত্মাকে তাহার অনুসরণ করিতে দেখা যায় বটে কিন্তু আত্মা যে সুখভ্রমে দুঃখের অনুরাগী হয় তাহার সন্দেহ নাই। গর্হিত ইন্দ্রিয়-সুখ প্রকৃত সুখ নহে, পরিণামে দুঃখদায়ক, কিন্তু মনুষ্য এই মনে করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হয় যে তাহা প্রকৃত সুখজনক, অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দের প্রতি আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে এবং সে সকল আত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ, কিন্তু অন্য কোন কারণে তাহা সে সকল লক্ষণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সে কারণ কি? বাহ্য বিষয়ই সেই কারণ। বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সকল আত্মাকে পাপে নিমগ্ন করে, বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সকল আত্মাকে শান্তি হইতে প্রচ্যুত করে, বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সকল আত্মাকে নিরানন্দ অবস্থাতে নিক্ষিপ্ত করে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আত্মার যে ক্রমশঃ উন্নতির কথা বলেন সে ক্রমশঃ উন্নতি আর কিছুই নহে, বাহ্য বিষয়ের প্রতি আত্মার নির্ভর-ভাবের ক্রমশঃ হ্রাস। বাহ্য পদার্থের প্রতি আত্মার নির্ভরের কারণ শরীর; পারলৌকিক অবস্থাতে আত্মা যেমন এক লোক হইতে উচ্চতর লোকে উত্থিত হইবে ততই শরীর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া এমন এক অবস্থা আ-

সিবে যখন শরীর আর থাকিবে না, সেই অবস্থায় স্বভাবতঃ বাহ্য পদার্থের প্রতি আত্মার নির্ভর একেবারে রহিত হইবে। সেই অবস্থাতে নির্ম্মল শান্তি ও সুখ লাভ হইবে ও সেই শান্তি ও সুখের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিবে। পরকালে এমন এক অবস্থা অবশ্য আসিবে যাহাতে আত্মা বিষয়-পাশ ও দুঃখ হইতে একেবারে বির্নিমুক্ত হইয়া অক্ষুণ্ণ পবিত্রতা শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবে ও সেই সকল গুণের ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে। এ অবস্থাতে আত্মা বাহ্য জগত অনুভব করিবে মাত্র কিন্তু তাহার প্রতি তাহার কিছু মাত্র নির্ভর থাকিবে না। কিন্তু যত দিন বাহ্য জগতের উপর নির্ভর আছে তত দিন অক্ষুণ্ণ পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ আত্মার লভনীয় নহে। তথাচ বর্ত্তমান অবস্থাতে আমরা সাধন দ্বারা বাহ্য বিষয়ের প্রতি নির্ভরের ভাব যতই হ্রাস করিব ততই আমরা পবিত্রতা, শান্তি, ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব। যে আত্মা আপনার প্রতি নির্ভর করে সেই প্রকৃত রূপে সুখী; যে আত্মা বাহ্য পদার্থের প্রতি নির্ভর করে সেই প্রকৃত দুঃখী। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" বাহ্য বিষয় আমাদিগের পর, আত্মাই আমাদিগের এক মাত্র আত্মীয়। কোন বিদেশীয় কবি বলিয়াছেন "বস্তুতঃ পদার্থ ভালমন্দ নাই, ভাল ভাবিলেই ভাল, মন্দ ভাবিলেই মন্দ।" আর এক কবি বলিয়াছেন "মন স্বস্থানে থাকিয়া স্বর্গকে নরকে অথবা নরককে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে।" বৈদান্তিকেরা বলেন জ্ঞানী ব্যক্তি "মৃতবচ্চেতা" হয়েন; তাহার অর্থ এই যে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তিনি মৃত হয়েন এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়েন। এই অবস্থা আপাততঃ কাল্পনিক বোধ হয় কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে আয়ত্তীকৃত হয়। কেহ কেহ এমন আছেন যে বাহ্য সুখসচ্ছন্দতার কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটি হইলে তাহা তাঁহাদিগের একেবারে অসহ্য হয়, আবার কেহ কেহ এমন আছেন যে বাহ্যাবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইলেও ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক সর্ব্বদা সন্তোষ ও প্রফুল্লচিত্ত থাকেন। শেষোক্ত সাধুলোকদিগের দৃষ্টান্ত আমাদিগের অনুকরণীয়। যিনি এইরূপ ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক সর্ব্বদা সন্তোষ ও প্রফুল্ল চিত্ত থাকেন তিনি আপনার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে হিন্দু মত প্রচার।

কোন কোন পুরাবৃত্ত-লেখক বলেন যে অতি পুরাকালে ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকেরা ইউরোপে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করিতেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের সংকল্প সাধনে কৃতকার্য্যও হইতেন। সেই ইতিহাস-বহির্ভূত পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে ইউরোপে অসংখ্য রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ও ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ইউরোপবাসীদিগের মনকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছে। তখন ইউরোপীয় মনের যাহা উপযোগী ছিল এখন তাহা নাই। তখন যে প্রকার ধর্ম্ম, যে প্রকার রাজ্য-শাসন-প্রণালী এবং যে সামাজিক আচার ব্যবহার ইউরোপীয় মনের উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ ছিল এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে প্রকার ধর্ম্ম, রাজ্য-শাসন-প্রণালী বা আচার ব্যবহার তাহার উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ নহে। সেই সময় হইতে ইউরোপীয় মনোরাজ্যে যে বিশাল পরিবর্ত্তন সংঘ-

ষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা যে প্রকার গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এমন কখনই আশা করা যাইতে পারে না যে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু মত ইউরোপীয় মনে স্থান পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্তঃপাতী জর্ম্মেনি রাজ্যে অর্থর শোপেনহাউএর (Arthur Schopenhauer) নামক একজন অসাধারণ মেধাশক্তিসম্পন্ন দার্শনিক উদিত হইয়া স্ব-প্রণীত দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত মত সকল প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

শোপেনহাউএর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্ম্মেনির ডন্‌ষ্টীম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকাল হইতে দর্শনশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিয়া পরিশেষে উহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীঃঅব্দে তিনি কার্য্য কারণ সম্বন্ধে একখানি গভীর চিন্তাপূর্ণ অভিনব দার্শনিক প্রসঙ্গের প্রবর্ত্তন করেন। ১৮২৯ খ্রীঃঅব্দে তিনি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ে একখানি গভীর দার্শনিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। দর্শন সম্বন্ধে এমন অল্প বিষয় আছে যাহা তিনি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা বিশেষরূপে বিচার না করিয়াছেন। জর্ম্মেনির সুবিখ্যাত দার্শনিক ফাইক্‌ট (Fichte) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু তিনি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার অতুল বুদ্ধিমত্তা ও গভীর দার্শনিক মেধা স্বীকার করিয়াছেন।

শোপেনহাউএরের দর্শনের সহিত কোন কোন হিন্দু দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শোপেনহাউএর "মায়া" "সর্ব্বভূতে দয়া" "সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন" প্রভৃতি হিন্দু মত সকল হিন্দু দার্শনিকের ন্যায় বিচার করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল মতের যথার্থতা ও যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বৈদান্তিকদিগের ন্যায় শোপেনহাউএর বলিতেন যে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণরূপে অসত্য; দেশ, কাল; কার্য্য কারণ কেবল মনের ভ্রম মাত্র, কিছুই যথার্থ নহে; সমস্ত জগৎ মায়াময়। শোপেনহাউএর বলিতেন যে, খ্রীষ্টীয়ান বা ইহুদি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত ধর্ম্মের বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বভূতে দয়া সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছিলেন এবং জীবহিংসা অতি ভয়ানক পাপ ও অপরিমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। যে ব্যক্তির মন সমস্ত প্রাণীর হিতচিন্তায় নিরত থাকিত, যাহার অন্তঃকরণ সকল প্রাণীর প্রতি মমতা প্রকাশ করিতে পারিত, যে ব্যক্তি প্রতিবাসী বন্ধু হইতে আকাশবিহারী বিহঙ্গম পর্য্যন্ত ভাল বাসিতে জানিত, জ্ঞানী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সেই ব্যক্তিকে শোপেনহাউএর প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পুরাকালীন হিন্দুদিগের ন্যায় শোপেনহাউএর সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, সন্ন্যাস জীবন তিনি মনুষ্যের পূর্ণ উন্নতির অবস্থা বিবেচনা করিতেন। যে ব্যক্তি এই মায়াময় সংসারের অসারত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাকে তিনি ধার্ম্মিক মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন।

এই সকল হিন্দু মত প্রচার করিয়া শোপেনহাউএর জর্ম্মেনির দার্শনিক রাজ্যে একটি বিপ্লব উপস্থিত করেন। যদিও কোন বিজ্ঞ লোক শোপেনহাউএরের মত গ্রহণ করেন নাই কিন্তু অনেক দর্শনশাস্ত্রানুরাগী ছাত্রেরা তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ঐ সকল শিষ্যেরা অদ্যাবধি শোপেনহাউএরের ঐ সকল হিন্দু-ভাব-প্রধান মতের অবলম্বী হইয়া আছেন কিনা আমরা

জানি না। যাহা হউক, অতি পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সকল মত ঋষিরা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সেই সকল মত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে সভ্য ইউরোপের মধ্যে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক কর্ত্তৃক পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবে ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই ঘটনা ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি অত্যাশ্চর্য্য, অসামান্য ও বিস্ময়কর ঘটনা বলিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত।

শঙ্করাচার্য্যকে যে কেন শিবের অবতার বলে তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে বিজয়লেখক আনন্দগিরির মত ও প্রচলিত প্রবাদ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব যে আবশ্যক হইয়াছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এত দিন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নও থাকিত কি না তাহা সন্দেহস্থল। তিনি ভারতবর্ষের তাৎকালিক সমাজবিপ্লব নিবারণ করিয়া আর্য্যগণের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দৃঢ় করেন। যত কাল ভারতে হিন্দুধর্ম্মের গন্ধ পর্য্যন্ত থাকিবে ততকাল শঙ্করাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে নাম্বুরিব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কোন কোন মতে কর্ণাটদেশান্তর্গত তুঙ্গভদ্রা-নদী-তীর-স্থিত শৃঙ্গপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তৃতীয় বর্ষে তাঁহার চৌড়কর্ম্ম, পঞ্চমে মৌঞ্জীবন্ধন এবং অষ্টমে উপনয়ন হইলে তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে আচার্য্যের ললাটদেশ অর্দ্ধেন্দুশোভিত, বদন পূর্ণেন্দুশোভন, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, উরু এবং গুল্‌ফ স্থুল, পদ স্বল্প, নখ শোণবর্ণ, কর-পাদ-মধ্যস্থল শঙ্খচক্র প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত, মস্তকের বাম ভাগে ত্রিশূল চিহ্ন এবং দক্ষিণ ভাগে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন; ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা তিনি সাক্ষাৎ চিদম্বরেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং মুঞ্জময়ী মেখলা, দণ্ড, অজিন, তিলকধারণ, ও ভিক্ষাশন প্রভৃতি দ্বারা শাস্ত্রবিধি এই রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয় ইহাই যেন সকলকে শিক্ষা দিতেন। চমৎকারিণী মেধাশক্তি, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রভাবে তিনি অল্পকাল মধ্যেই অশেষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দগিরি বলেন যে, বিদ্যা গুরুর সমীপে একবার শ্রবণ মাত্রেই আচার্য্য সর্ব্ববিদ্যাপ্রপঞ্চ অবগত হইয়াছিলেন। আনন্দ আচার্য্যকে কল্পবৃক্ষ কল্পনা করিয়া ষড়্‌দর্শনকে তাহার মূল, ইতিহাসকে স্থাণু, নিগমকে শাখা, বেদের ষড়ঙ্গকে পল্লব, শ্রৌতাদি সূত্রকে পুষ্প, বেদমন্ত্রকে শলাটু (অপক্ক ফল) এবং জ্ঞানকে পক্কফল—নির্দেশ করিয়াছেন। আনন্দ আর লিখিয়াছেন যে, আমার গুরু শঙ্করাচার্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের কল্পতরু, সুরগণের এবং ভূদেবগণের কামপ্রদ, বেদে ব্রহ্মসমান, ষড়ঙ্গে গার্গ্যের ন্যায়, বেদবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বিবেচনে বৃহস্পতির তুল্য, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসায় জৈমিনিসম এবং জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাসের সদৃশ। আচার্য্য অনেক বিঘ্নে পতিত হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হয়েন নাই। এই রূপে অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তিনি বহুসংখ্যক শিষ্যদিগকে নিগমাদি শাস্ত্র সমূহের সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

এস্থলে আমরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ—মাধবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তিনি শঙ্করবিজয় গ্রন্থকে প্রাচীন

বলিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ৫০০ বৎসরের লোক। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবদিগের চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত শ্রীসম্প্রদায়ের সংস্থাপক রামানুজ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের মত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করিলেন। সুতরাং রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক। স্মৃতি-কাল-তরঙ্গের মধ্যে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বকানান্ সাহেব-কৃত মাইসোরগ্রন্থে (Buchanan's Mysore vol II. p424) উল্লিখিত শিল্পলিপির প্রমাণে রামানুজ ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব রামানুজ যে একাদশ শত শকাব্দার লোক তাহা নিশ্চিত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ—তৈলঙ্গভাষা-রচিত কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের কৈশোর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুসারে যৎকালে মলয়বর প্রদেশের রাজা শিওরাম কৃষ্ণরাও নামক কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন,তৎকালে শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। এই ঘটনা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য সহস্র বৎসরের লোক।

চতুর্থতঃ—শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিতে মলয়বর দেশের লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে তিনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে গুরু-পরম্পরা-শ্রুত মত এই যে তিনি দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সময়নিরূপণ করিতে প্রবাদ, কিম্বদন্তী বা দেশের প্রচলিত মত বিশেষ উপযোগি। সুতরাং আচার্য্য সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে অবশ্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ—শঙ্করবিজয়ের মতে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন করিয়া সরস্বতী-পীঠে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি তত্রত্য স্বমতবিরোধিদিগকে পরাজিত করেন। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে যে,ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষকালে গৌড়দেশীয় কতকগুলি পণ্ডিত কাশ্মীরস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত কাশ্মীরস্থ লোকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কারণবশত ঘোর বিবাদ হইয়াছিল। কাশ্মীরে সরস্বতী-পীঠে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনৈক্য-হেতুক বিবাদ উভয় গ্রন্থেরই বিষয়। সুতরাং গৌড়দেশী পণ্ডিতেরা বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্য সকল। গৌড়দেশ দ্বারা এস্থলে বঙ্গদেশ বুঝিতে হইবে না; সারস্বত,কান্যকুব্জ প্রভৃতিও পঞ্চ-গৌড় প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। অতএব ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর যে শঙ্করাচার্য্যই এই ঘোর বিবাদ ঘটাইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল। আচার্য্য তৎকালের লোক। এই কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা সহজেই বিনিগমনা করা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ৮০০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে যখন সাক্ষাৎ কোন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না,তখন কেবল প্রতিফলিত আলোক এবং অন্যান্য কালনিরূপণোপায় দ্বারা যতদূর পারা যায় ততদূর আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল স্থির করিতে চেষ্টা করা গেল। অষ্টম শতাব্দী যে আচার্য্যের প্রাদুর্ভাব-কাল তদ্বিষয়ে অনুকূল যুক্তি ভিন্ন প্রতিকূল কোন যুক্তি বা তর্ক দেখা যায় না।

শঙ্করাচার্য্য অল্পকালের মধ্যে নানাশাস্ত্র-

বিশাম্বদ হইয়া উঠিলেন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে আচার্য্য চতুঃষষ্টিকলারূপ পদ্মরাগ-রঞ্জিত,চতুর্দ্দশবিদ্যারূপ মণি-বিরাজিত, সহস্র-বেদ-প্রভা-দীপিত, সূত্রও ইতিহাসরূপ তন্তু-ভূষিত এবং তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি পরিশোভিত ব্রহ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন। তৎসময়ে তাঁহাকে উদয়াচলে বালভানুর ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ড-গোল-কীলে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়; জনক-নৃপতি-কৃত দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, পরীক্ষিৎ রাজার জ্ঞানবোধকালে শুকদেবের ন্যায়, মেরুশিখরে তপশ্চর্য্যানিরত ব্যাসদেবের ন্যায়, রাম-কথা-বর্ণন কালে বাল্মীকির ন্যায় ভাষ্যোপদেশ সময়ে পতঞ্জলির ন্যায়, দেবগণকে উপদেশদানকালে সুরাচার্য্যের ন্যায়, নারদঋষিকে উপদেশ কালে ব্রহ্মার ন্যায় এবং যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্ব উপদেশ দিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভাসম্পন্ন বোধ হইত। এইরূপে বহু শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা ধন্য করিয়া অষ্টম বর্ষে তিনি শ্রীমৎগোবিন্দ যোগীন্দ্রের সদুপদেশ হেতু পরম হংসাশ্রম স্বীকার করিলেন। এস্থলে আপত্তি করা যাইতে পারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এরূপ অসঙ্গত কার্য্য কেন করিলেন? ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় ক্রমশঃ স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি আছে যে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বনী (বানপ্রস্থাশ্রমী) হইবে এবং বনী হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেক। এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি হইবে। আচার্য্য কেন ক্রমভঙ্গ করিলেন? ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের যে আশ্রমেই বিরাগ উৎপন্ন হইবে, সেই আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যাশ্রম স্বীকার করিতে পারিবে। কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গৃহস্থ, কি বাণপ্রস্থ, যেখানেই বিরাগ হইবে সেইখানেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"— যে দিন সংসারে বিরাগ জন্মিবে সেই দিনেই পরমহংস হইতে পারিবে এই মত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কেহ অবলম্বন করে নাই, তিনিই ইহা প্রথম বাহির করেন। অতএব আচার্য্য যে প্রব্রজ্যা স্বীকার করিলেন তাহা গর্হিত হয় নাই। অতি অল্প বয়সেই শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম স্বীকার করিবার আত্যন্তিকী ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু মাতার অমত জন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। যখনই মাতার নিকট ঐ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেন তখনই মাতা স্নেহপূর্ণ কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য হইতে নিরস্ত করিতেন। কিন্তু মাতার অনেক অনুরোধেও বিবাহ করেন নাই। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মাতার একবার কোনক্রমে অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় এবং ধর্ম্মের চিন্তাতে জীবন ক্ষয় করিব। সর্ব্বদাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং কি সুযোগে মাতার অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারিবেন ইহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল, সংসার বিষময় বোধ হইতে লাগিল, কি উপায়ে পরমহংস হইয়া সুখী হইবেন তাহাই অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধি অনুকূল হইল এবং তাঁহার সুখের দিবস সুপ্রভাত হইল। তিনি তাঁহার মাতার সহিত স্বগৃহের নিকটে কোন আত্মীয়ের আলয়ে গমন করিলেন। যাইবার সময়ে পথিমধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্বল্পতোয়া নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টির জলে সে নদীটি পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা যখন প্রত্যাগমন করেন তখন দেখিলেন যে

নদী জলপূর্ণ, সহজে হাঁটিয়া পার হইবার উপায় নাই। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া জলের কিয়ৎ হ্রাস হইলে পর তাঁহারা নদীর গর্ভে নামিলেন এবং পরপারে যাইবার নিমিত্ত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে অত্যন্ত জল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারাও ক্রমশঃ আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন আর পূর্ব্বপারে ফিরিয়া আসিবার উপায় রহিল না। তাঁহাদের জলমগ্ন হইয়া মরিবার উপক্রম ঘটিল। তখন শঙ্করাচার্য্য স্বীয় প্রত্যুৎপন্ন মতির বলে মাতাকে বলিলেন, জননি, যদি আপনি আমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণে অনুজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি করুণাময় ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, নতুবা উভয়কেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহার মাতা ভয়ে ভীতা এবং বিষম বিপদে বিহ্বলা হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণে পুত্রকে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য দ্বিগুণ বলের সহিত মাতাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া নদী সন্তরণ পূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ঈশ্বরের জয় প্রচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ভক্তির সহিত মাতার চরণারবিন্দে প্রণাম এবং যথারীতি প্রদক্ষিণাদি করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্থান করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য আর্য্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নখদর্পণ ছিল। এই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি অদ্বৈত মত প্রচার করিতে বাসনা করিলেন। সত্যজ্ঞানানন্দময় এক মাত্র ঈশ্বরই সত্য, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময়, ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ; যদ্রূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং শুক্তিকাতে রজতভ্রম হইয়া থাকে তদ্রূপ এই মিথ্যা মায়া-প্রপঞ্চমাত্র জগৎকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কোন ভেদ নাই। সত্য জ্ঞানানন্দ-লক্ষণ-লক্ষিত পরমাত্মার সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে এই ভেদভ্রম দূর হয় এবং জীবাত্মার মুক্তি হয়। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন "হে শিষ্য! তুমিই ব্রহ্ম, যেহেতু তুমি চৈতন্য স্বরূপ, অজ্ঞানকল্পিত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও তুমিই (আত্মাই) চেতন।" শিষ্যগণ প্রশ্ন করিতেন "হে গুরো! আমি সুখ-দুঃখভাক্ অতএব কিরূপে চৈতন্য সম্ভবে। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম বশত জনিপ্রাপ্ত, জলবুদ্বুদবৎ অনিত্য-দেহ-বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়াদি সহিত, জন্ম-স্থিতি-মরণ-প্রবাহে লীন, কাম ক্রোধাদি অরিষড়বর্গের দ্বারা পীড়িত, বিবিধ গ্রহগ্রস্ত হইলেও মদস্তর্ব্বর্ত্তি জীবের নিত্যানন্দরূপতা কল্পনা উচিত হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা জ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের আশ্রয় এবং ইচ্ছা মোহ প্রভৃতি পীড়িত। আর ভেদবাদিরা বলেন যে জীব জন্তু শুভাশুভের ভোক্তা, মায়ামোহিত, পরমেশ্বর হইতে ভিন্নরূপ, সম্যক জ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র সাযুজ্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র বলে যে সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকপ্রাপ্তি এবং কপূয়াদি কর্ম্ম দ্বারা নরকলোক প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিত জুগুপ্সিত কর্ম্মের নাম কপূয়। অনন্তর যদি ভাল কর্ম্ম করিলে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয় এবং মন্দকর্ম্ম করিলে নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি কালের ন্যায় প্রলয়কালেও জীবের ভেদ এবং প্রতি শরীরে কর্ম্ম-বৈচিত্র্য ঘটিবে এবং মোক্ষ সুখরূপ স্থান প্রাপ্তির নামমাত্র হইবে। এবম্ভূত জীবের সত্যজ্ঞানানন্দ-লক্ষণ-লক্ষিত যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহার কল্পনা কিরূপে উচিত হইতে পারে।" শিষ্যেরা এই প্রশ্ন

করিলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে বলিতেন যে, সর্ব্বজ্ঞ জগদুপাদান কারণ পরাত্মা সংকল্প মাত্রে এই লোক সকল সৃজন করিলেন। লোক সৃষ্টির অনন্তর অন্যান্য সৃষ্টি করিয়া পুরুষদেহ সৃজন করিলেন। পুরুষদেহ সৃজন পূর্ব্বক এইরূপ বিচার করিলেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি মনঃ-প্রবৃত্তির অনুযায়িক, সমনস্ক ইন্দ্রিয়গণ জড় বলিয়া তাহাদের প্রেরক আবশ্যক,যেহেতু প্রেরক না থাকিলে তাহাদের কার্য্যসামর্থ্য হয় না; জড় বস্তুর প্রেরক জড় হইতে পারে না, জড় বস্তুর প্রেরক অজড়, চেতন হইবে। অতএব পরমেশ্বর মনে করিলেন যে পুরুষদেহ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইলেও আমাভিন্ন থাকিতে পারে না, সুতরাং আমি জীবাত্মারূপে পুরুষদেহে প্রবেশ করিব। এই জীবাত্মা ভোগের স্বামী হইবে। কেবল দেহেন্দ্রিয় পালনই জীবাত্মার কর্ম্ম নহে, যেহেতু আত্মজ্ঞানরূপ প্রয়োজন বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেহে প্রবিষ্ট, প্রবেশমাত্র মায়ার অনুগ্রহ বশতঃ জীবভাবাপন্ন, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেরক, দেহেন্দ্রিয়ের অতীত আত্মার সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ পরমাত্মার সম্যক জ্ঞান হেতুক পরমাত্মাতে মনের লয় হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নান্যদস্তি কিঞ্চন' এই অভেদসিদ্ধি হইবে। এই বিচার করিয়া পরমাত্মা পুরুষ-দেহে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। মূর্দ্ধার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শিরোদেশে জ্ঞান বাহুল্য এবং কণ্ঠের অধোভাগে কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহুল্য। আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দান করিলে শিষ্যেরা গুরুপাদাম্বুজে প্রণাম করিয়া স্বস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সুখে উপবেশন করিত।

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ-মহিমায় বহুসংখ্যক শিষ্য শুদ্ধাদ্বৈতপরায়ণ এবং সদাচার-তৎপর হইল। তিনি সকলকে কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইতে এবং কর্ম্মসমুদয় ব্রহ্মে অর্পণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, নিত্য কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বর তৃপ্ত হইয়া অদ্বৈত জ্ঞান প্রদান করেন এবং নর মুক্ত হয়। আত্মার ইহ এবং অমুত্র একরূপ বশত প্রাণির কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই দেহত্যাগ হয় এবং এই দেহত্যাগই মুক্তি। যে দেশের লোক অদ্বৈতমতাবলম্বী সেই দেশ পুণ্য-বর্দ্ধন। যাহারা অদ্বৈত দর্শন-পর তাহারা মুক্ত। মূঢ় এবং দুঃখ ভোগী যাহারা অদ্বৈত মতের নিন্দা করে তাহারা মাতৃনিন্দারত পামরদিগের ন্যায় নিরয়গামী হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ আচার্য্যের পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, আনন্দগিরি প্রভৃতি অনেক শিষ্য তাঁহার সেবা আরম্ভ করিল। ইহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আচার্য্য সকল দ্বৈতবাদিদিগকে জয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় পর প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতি।

২৮ বৈশাখের ভারতসংস্কারকে "নিয়মতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রস্তাবনা" শিরে লিখিত হইয়াছে যে "দেবেন্দ্র বাবুর দল ক্ষমতাপ্রিয়, তাঁহারা সমাজের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার করেন না।" আমরা ভারতসংস্কারকের বিজ্ঞ সম্পাদকের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। রাজা রামমোহন রায় কৃত সমাজের ট্রষ্টডীডে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে কোন ব্যক্তি ভদ্র ও বিনীত ভাবে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী হইবেক তিনি

তথায় আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড অনুসারে আদি ব্রাহ্মসমাজ কেবল উপাসনার স্থান। যে কেহ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন তিনি তথায় গিয়া তাহা করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারো সাধ্য নাই যে এই উপাসনার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে ক্ষমতা প্রদর্শন চলে না অতএব ভারতসংস্কারক যে ক্ষমতাপ্রিয়তার কথা লিখিয়াছেন তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আদোবেই প্রযুজ্য হইতে পারে না।

ভারতসংস্কারক প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের দলের কথা লিখিয়াছেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোন দল নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন দল হইতে পারে না। আদি সমাজ কেবল উপাসনার স্থান। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান যে কোন ব্যক্তি সকল জাতির সাধারণ পিতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন তিনি তথায় আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন অতএব ইহাতে কি প্রকারে দল হইতে পারে?

অশোক চরিত।

৪১৭ সংখ্যক পত্রিকার ৯ পৃষ্ঠার পর।

অশোকের কুনাল নামে এক পুত্র জন্মে। ইহার অপর নাম ধর্ম্মবর্দ্ধন। ইনি অল্প দিবসেই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে অধিকার লাভ করেন।

একদা রাজা অশোক কুক্কুটোদ্যানে কোন এক যতির নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে যান। তথায় উপগুপ্ত নামা আর এক জন যতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজা এই যতিকে বেণুবনস্থ মঠের সমস্ত ভারার্পণ করেন। উপগুপ্ত মথুরানিবাসী কোন এক ধনী লোকের পুত্র। ঐ ধনী উরুমুণ্ড পর্ব্বতে এক সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী পুত্র, অশ্বগুপ্ত, ধনগুপ্ত ও উপগুপ্ত। তিনি এই তিনটী পুত্রকেও ঐ সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করেন। বুদ্ধ কহিতেন, "মম নির্বৃতিমারভ্য শতবর্ষগতে উপগুপ্ত নামা ভিক্ষুরুৎপৎস্যতি" আমার নির্ব্বাণের শত বৎসর পরে উপগুপ্ত নামে এক জন ভিক্ষু উৎপন্ন হইবেন। বিম্বিসার বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক। অশোক বিম্বিসার হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। সুতরাং বুদ্ধের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে অশোকের সমকালীন কোন ব্যক্তির জন্ম অসম্ভব। যাহাই হউক বুদ্ধদেবের এই ভবিষ্যৎ বাক্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের গুরু উপগুপ্তের মহিমা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। অশোক ইহাঁর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করেন এবং ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় তীর্থযাত্রা করিতে যান। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তিনি জম্বুবৃক্ষ দর্শন করেন। এই বৃক্ষতলে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন. ঐ স্থানে তিনি বাল্যক্রীড়া করেন এবং ঐ স্থানেই তিনি বহুকাল যাবৎ অনুতাপ করেন। রাজা অশোক যে সমস্ত প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন তথায় এক একটী মঠ প্রস্তুত করিয়া দেন।

অনন্তর তিনি দেশ মধ্যে প্রচার করিলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচার এবং ইহার গৌরব বিস্তার করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। বুদ্ধগয়াতে যে বোধি বৃক্ষ আছে তাহার শোভা সম্পাদনার্থও তাঁহার অনেক ব্যয় হয়। পবিষ্যরক্ষিতা তাঁহার মহিষী ছিলেন। তিনি রাজা অশোককে পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং পবিত্র বোধি বৃক্ষ নষ্ট করি-

ষার নিমিত্ত মাতঙ্গী নাম্নী এক চণ্ডালীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিয়োগ করেন। ঐ চণ্ডালী ঔষধ ও মন্ত্রবলে ঐ বৃক্ষ শুষ্ক করিয়া ফেলে। অশোক,বোধি বৃক্ষ নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া শোকে অত্যন্ত অভিভূত হন। তৎকালে রাজমহিষী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। পরিশেষে মহিষী বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ঐ চণ্ডালীকে নিয়োগ করিলেন। বৃক্ষও মন্ত্র ও ওষধিবলে পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল।

অনন্তর অশোক পাঁচ বৎসর বৌদ্ধসংসর্গে কালক্ষেপ করেন। তৎকালে তিনি মন্দর পর্ব্বত হইতে সপিণ্ডল ভরদ্বাজ নামা এক যতিকে স্বরাজ্য মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চম বৎসরান্তে আড়ম্বর সহকারে একটী ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে বিস্তর অন্ন বস্ত্র দান করেন।

এদিকে অশোকের পুত্র কুনালের বিবাহকাল উপস্থিত হইল। কুনাল কাঞ্চনমালা নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই অশোক কুনালকে বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন। কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহিদিগের অধিনায়ক। সে রাজকুমার কুনালের নিকট পরাস্ত হইল এবং দেশ মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি সংস্থাপিত হইল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদা অশোক স্বপ্নযোগে দেখিলেন, যেন রাজকুমার কুনালের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া দৈবজ্ঞদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। দৈবজ্ঞেরা কহিল রাজন্! এক্ষণে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা—প্রাণনাশ, সন্ন্যাসী হইয়া দেশত্যাগ বা অন্ধতা। শুনিয়া রাজা অশোক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তদবধি তিনি সমস্ত রাজকার্য্য কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন না।

তিষ্যরক্ষিতা নামে অশোকের আর এক মহিষী ছিলেন। তিনি কুনালের বিমাতা; তিনি রাজার স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই শুনিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া রাজকার্য্য সম্যক্ স্বহস্তে লইলেন। তিনি কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ,আজ্ঞাদান এবং পত্রাদি স্বাক্ষর করিতেন। সপত্নীপুত্র বলিয়া কুলানের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। তিনি রাজকীয় মুদ্রায় পত্র অঙ্কিত করিয়া পাটলীপুত্র নগরে কুঞ্জরকর্ণকে এইরূপ লিখিলেন যে তুমি আমার আদেশ পাইবামাত্র রাজকুমারের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইবে। কুঞ্জরকর্ণ রাজমহিষীর পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং এক জন চাণ্ডালের সাহায্যে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল।

পরে রাজকুমার কুনাল অন্ধ হইয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিলেন। একদা তিনি পর্য্যটন প্রসঙ্গে পাটলীপুত্রে উপস্থিত হন এবং রাত্রিকালে রাজার হস্তিশালায় আশ্রয় লন। তখন রাত্রিদ্বিপ্রহর এবং জনপ্রাণী নিস্তব্ধ হইয়াছে, এই অবসরে রাজকুমার একাকী বংশীবাদন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা অশোক জাগরিত ছিলেন। তিনি বংশীরবে অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন। পর দিন অশোক প্রাতঃকালে বংশীবাদককে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলেন যে তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র কুনাল।

অনন্তর অশোক রাজকুমার কুলানকে এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুনাল তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া অশোক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং মহিষীর মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্ত অসি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কুনাল বুদ্ধদেবের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক

তাঁহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রতি এইরূপ দয়া ও সদ্ভাব প্রদর্শন করাতে তাঁহার অন্ধতাও দূর হইল।

অনন্তর রাজ্যের কতকগুলি লোক রাজা অশোককে রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে একান্ত যত্নবান দেখিয়া বীতশোকের আশ্রয় লইল এবং যাহাতে রাজার বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধার হ্রাস হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিল। বীতশোক অশোককে পৈতৃক ধর্ম্মে আনিবার জন্য অনেক উপায় করিলেন, কিন্তু কোনটি বিশেষ ফলোপধায়ক হইল না। পরিশেষে রাজমন্ত্রী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং গোপনে বীতশোককে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইলেন। অশোক বীতশোকের দুশ্চেষ্টার বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখন রাজমন্ত্রী মধ্যস্থ হইয়া সপ্তাহকাল ক্ষমা চাহিলেন। ইত্যবসরে বীতশোকও পলায়ন পূর্ব্বক উপগুপ্তের আশ্রয় লইলেন এবং উপগুপ্তের শিষ্য গুণাকরের প্রসাদাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হইল না। ঐ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের একজন পরম শত্রু উদিত হয়। ঐ ব্যক্তি বুদ্ধের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া আপনার পদতলে স্থাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের যথোচিত নিন্দাবাদ করিত। ক্রমশঃ এই ঘটনা পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেশে অত্যন্ত প্রচার হইয়া উঠিল। তখন অশোক তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলেন এবং যে এই কার্য্য সমাধা করিবে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

একদা এক জন আভীর ভ্রান্তিক্রমে বীতশোককে ধরিল এবং তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটাভার দেখিয়া তাঁহাকেই বুদ্ধশত্রু স্থির করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। তখন অশোক বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপগুপ্তের নিকটে গিয়া ধর্ম্মোপদেশে দুঃখ শান্তি করিলেন।

জ্ঞানী বাক্য।

(গ্রীক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত)

৪১৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৭ পৃষ্ঠার পর।

(৯৪)

যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমাকে কে বাধা দিতে পারিবে?

এপিক্‌টিটস্‌।

(৯৫)

ঈশ্বরের চক্ষে সুন্দর হইবার চেষ্টা কর। আপনার নিজের সন্নিধানে এবং ঈশ্বর সন্নিধানে পবিত্র হইবার ইচ্ছাকর।

ঐ।

(৯৬)

জগতের সকল কার্য্য নিয়মানুসারে হইতেছে। প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে। যখন তিনি বৃক্ষগণকে মুকুলিত হইতে বলেন তাহারা মুকুলিত হয় এবং যখন তাহাদিগকে ফল উৎপাদন করিতে বলেন তাহারা ফল উৎপাদন করে।

ঐ।

(৯৭)

মনুষ্য কি কেবল মত্ততা নিবন্ধন মৃত্যুভয়শূন্য হইতে পারে এবং জ্ঞান দ্বারা কি হইতে পারে না? এই জ্ঞান যে ঈশ্বর জগতের সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন এবং জগৎকে সমীচীন ও অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম-পরবশ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্তের জন্য অংশ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সেই অংশদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা সমস্তের হিতের জন্য আত্মার্পণ করে।

ঐ।

(৯৮)

কে সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে? কে পৃথিবীর ফল সৃষ্টি করিয়াছেন? কে ঋতু সকল সৃজন করিয়াছেন? কে উপযুক্তরূপে ও সর্ব্বসমঞ্জসীভূতরূপে সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন? সকল বস্তু এমন কি নিজ আপনাকে আর এক জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া যদি তাঁহা দ্বারা একটী মাত্র বস্তু হইতে বঞ্চিত হও তাহা হইলে কি প্রদাতার প্রতি তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য? তিনি কি তোমাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন নাই? তিনি কি তোমাকে আলোক দেখান নাই? এবং জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করেন নাই?

ঐ।

(৯৯)

যদি কোন ব্যক্তি সম্যকরূপে এই তত্ত্ব জ্ঞাত থাকেন যে আমরা সকলেই ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি এবং জগতের প্রধান পদার্থ স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছি এবং ঈশ্বর উভয় মনুষ্য ও দেবতার পিতা তাহা হইলে কি তিনি আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া আপনাকে কখন নীচ মনে করিতে পারেন?

ঐ।

(১০০)

ঈশ্বর এই জন্য মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন যে সে সুখী হউক এবং পিতার যেরূপ কর্ত্তব্য তাহা তিনি করিয়াছেন; যে সকল বস্তু আমাদিগের অধীন সেই সকল বস্তুতে আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত করিয়াছেন।

ঐ।

(১০১)

আমার উপর কোন মনুষ্যের ক্ষমতা নাই, আমি ঈশ্বর দ্বারা স্বাধীন সৃষ্ট হইয়াছি। আমি তাঁহার আদেশ জানিয়া তাঁহার দাস হইয়াছি। কেহ আমাকে দাস করিতে পারে না। আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিব যে আমি ঈশ্বরকে এই কথা বলিতে পারি আমি কি তোমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি? আমার মনোবৃত্তি এবং আমার মনের সাধারণ ভাব ও সূচনা সকলকে যেরূপ নিয়োগ করিতে হয় সেরূপ নিয়োগ না করিয়া তাহা অন্যরূপ কি নিয়োগ করিয়াছি?

ঐ।

(১০২)

হে পরমাত্মন্! আমি কি কখন তোমার শাসন ও বিধানে অসন্তুষ্ট হইয়াছি? যখন তোমার ইচ্ছা যে আমি পীড়িত হই তখন আমি পীড়িত হইয়াছি। কিন্তু সন্তোষের সহিত হইয়াছি। আমি তোমার বিধান অনুসারে দরিদ্র হইয়াছি কিন্তু আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা হইয়াছি। আমি কখন মাজিস্ট্রেট কিম্বা অন্য কোন উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদ ধারণ করি নাই যেহেতু তোমার তাহাতে ইচ্ছা ছিল না, এবং আমারও তাহাতে স্পৃহা ছিল না কিন্তু ইহার জন্য আমাকে কি কখন তুমি বিষণ্ণ দেখিয়াছ? আমি কখন কি তোমার সম্মুখে ম্লান-মুখে উপস্থিত হইয়াছি? তোমার ইচ্ছার জন্য আমি কি সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলাম না? তোমার কি ইচ্ছা যে এখন আমি এই সংসাররূপ উৎসব হইতে প্রস্থান করি? তাহা যদি হয় তাহা করিতে আমি এখনি প্রস্তুত আছি। হে পরমাত্মন্! তোমার সহিত এই উৎসবে সমভাগী হইয়াছি, তোমার কার্য্য দর্শন করিয়াছি, সংসারের যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছ তাহা দেখিয়াছি, আমার প্রতি যে এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ তজ্জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এবং লিখিতে লিখিতে যেন মৃত্যু দ্বারা আমি আক্রান্ত হই।

ঐ।

ক্রমশঃ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত।)

এতাবৎ কাল প্রকৃত প্রস্তাবের কিপর্য্যন্ত মীমাংসা হইল, অগ্রে তাহার একটি চুম্বক প্রদর্শন করি, তাহার পর অবরোহ প্রণালীতে রীতিমত হস্তক্ষেপ করিব। প্রথম, আরোহ প্রণালী অনুসারে স্থূল ভূত-সঙ্ঘাত হইতে সূক্ষ্ম ভূতে উপনীত হইলাম; দ্বিতীয়, তাহাই যে চরম সূক্ষ্ম এমন নহে—সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম আছে এইরূপ স্থির করিলাম। কেননা ভৌতিক পদার্থ সহস্র-সূক্ষ্ম হইলেও তাহা আপেক্ষিক, তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে, এবং উভয়ই সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ বিশেষকে অপেক্ষা করে। একটী মধ্যস্থ-পদার্থকে আমরা জানি যে, তাহা সূর্য্য হইতে প্রসারিত হইয়া, বায়ু রাশি ভেদ করিয়া, পৃথিবীর জলস্থল ভেদ করিয়া তিষ্ঠিতেছে;—কে? না যেপদার্থের কম্পনদ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আলোক-বোধের উৎপত্তি হয়। আলোক-জনন সেই সূক্ষ্ম পদার্থে—সেই সূক্ষ্ম সূত্রে—সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই গ্রথিত রহিয়াছে। ভারাকর্ষণই হউক, যোগাকর্ষণই হউক, চুম্বকাকর্ষণই হউক্, সকলই ঐরূপ কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ পদার্থকে অপেক্ষা করে। কেন-না আকর্ষণাধীন দুই দুই বস্তুর মধ্যে তৃতীয় কোন সূক্ষ্ম বস্তু না থাকিলে উক্ত বস্তুদ্বয়ের একটি হইতে অন্যটিতে আকর্ষণ-ক্রিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। এ বিষয়টি সাংখ্যদর্শনে অতিসুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। পাঠকের উপকারার্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। "বল দেখি শক্তি-পদার্থটি কি? স্বতন্ত্র? কি কাহারও অনুগত? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শক্তি, রূপ-প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন অর্থাৎ গুণপদার্থ। গুণ, কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সঙ্গত হয় না সুতরাং শক্তিও আশ্রয়-চ্যুত হইয়া দূরে প্রস্থিত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে* ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে? মনে কর, অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, জলের শৈত্য-গুণ আছে, পুষ্পের সৌরভ আছে, কিন্তু দাহিকা-শক্তি শৈত্য গুণ সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায়? কখনই না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে, সকলই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহযোগেই আইসে*।" উপরে যাহা উদ্ধৃত করা হইল তাহার কিয়দংশ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে প্রমাণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে নাই। তাপ-গুণ কেবল অগ্নিতে আছে জলেতে নাই এ কথা ঠিক নহে—কিন্তু তাহাতে আইসে যায় না। শূন্যকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া চলিতে পারে না, এটি যথার্থ কথা। বায়ু-পদার্থ অগ্নি পদার্থ হইতে (অর্থাৎ উত্তপ্ত এবং জলন্ত বস্তু যাহা কিছু তাহা হইতে) ভিন্ন বটে কিন্তু এত ভিন্ন নয় যে, অগ্নির তাপ-গুণ বায়ুতে সংক্রমিত হইতে পারে না। চাই মানো যে বায়ু অগ্নি জল স্থল সমুদায়ের ভিতর দিয়া তাপবাহক কোন একটি সূক্ষ্ম মধ্যস্থ বস্তু বিতত রহিয়াছে, চাই মানো যে, জল স্থল বায়ু পরস্পর এরূপ ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া আছে যে, একের উত্তাপ অপরে সংক্রমিত হইতে পারে—যাহাই মানো না কেন—ইহা সুনিশ্চিত যে, শূন্য আশ্রয় করিয়া গতি, ক্রিয়া, শক্তি, গুণ, ইহার কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব আকর্ষণাধীন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ-ক্রিয়ার একটা সঞ্চার-ভূমি বর্ত্তমান থাকা চাই, সূক্ষ্ম মধ্যস্থ একটি বর্ত্তমান থাকা চাই, আবার সেই সূক্ষ্ম মধ্যস্থটি যদি ভৌতিক পদার্থ হয়, তবে তাহারও পরমাণুগণের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে মানিতে হয়; সুতরাং সেই আকর্ষণ-ক্রিয়া-বাহক সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ একটি তাহারও মূলে বর্ত্তমান থাকা চাই।

সকল ভৌতিক বস্তুই ছিদ্রালু (porous); পরমাণু গণ পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে সত্য কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া নাই; তাহাদের মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান আছেই আছে। বল-পূর্ব্বক সেই ব্যবধান কমাইতে গেলেই বিক্ষেপ-শক্তি তাহার

* চলিত ভাষায় আমরা কেবল দ্রব্যকেই পদার্থ বলিয়া থাকি কিন্তু নৈয়ায়িক ভাষায় দ্রব্য গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির প্রত্যেকেই পদার্থ; এমন কি অভাবকেও পদার্থের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

* শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত সাংখ্য-দর্শন।

প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভৌতিক-বস্তুর ছিদ্র-সকল আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ-শক্তির বাহক কোন না কোন সুক্ষ্ম মধ্যস্থ দ্বারা পরিপূরিত ইহাতে আর ভুল নাই। এবং সেই সুক্ষ্ম বস্তুর ছিদ্র সকলও সুক্ষ্মতর বস্তু দ্বারা পরিপূরিত। মনে কর যেন ঐরূপ করিয়া সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কোন এক উচ্চ সোপানে উপনীত হইয়াছ; কিন্তু তাহা যদি ভৌতিক বস্তু হয়, তবে তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে এবং উভয়ই মধ্যস্থ বিশেষকে অপেক্ষা করে;— ইহার উপরে যখন কোন কথা নাই তখন সে বস্তুকেও আপেক্ষিক বলিয়া মানিতে হইতেছে। কিন্তু যদি কোন বস্তুকে এত সুক্ষ্ম মনে কর যে তাহার ছিদ্র নাই, পরমাণু নাই, আবরণ নাই, তবে তাহা আর ভৌতিক বস্তু রহিল না, তাহা আপেক্ষিক বস্তুও রহিল না, তাহা অখণ্ড এবং স্বয়ংসিদ্ধ। আপেক্ষিক বস্তু স্বতঃ থাকিতে পারে না, নিরালম্ব বস্তুর আশ্রয়ে তাহাকে থাকিতেই হইবে। যাহা নিরালম্ব তাহার অংশ ছিদ্র বা আবরণ কিছুই থাকিতে পারে না। কেননা যাহার অংশ আছে তাহা যোজক বস্তুকে অপেক্ষা করে, যাহার আবরণ আছে তাহা আবরণকারী বস্তুকে অপেক্ষা করে, যাহার ছিদ্র আছে তাহা ব্যবধানকারী বস্তুকে অপেক্ষা করে। দ্বিতীয় কোন কিছুকেই অপেক্ষা করে না যে তাহাকেই আমরা নিরালম্ব বলি, সুতরাং তাহা নিরংশ অনুপহিত এবং নীরন্ধ্র। অতএব ইহা স্থির হইল যে ভৌতিক জগৎ, অংশ আবরণ এবং ছিদ্র বিহীন এক নিরালম্ব বস্তুকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জীবাত্মাও অখণ্ড অর্থাৎ নিরংশ কিন্তু তাহার আবরণ আছে—সীমা আছে—তাহা আপেক্ষিক সত্য— এটি যেন মনে থাকে। অনুপহিত অখণ্ড বস্তু এবং আপেক্ষিক বস্তু উভয়ের মধ্যে যে কি প্রভেদ' তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; তাহা এই,—আপেক্ষিক বস্তুতে সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে সত্যই কেবল আছে সত্যের অভাব অণুমাত্রও নাই; অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে কোন প্রকার অভাবাত্মক উপাধি মূলেই বর্ত্তিতে পারে না, সে বস্তু পরিপূর্ণ সত্য। দেহাদি উপহিত অখণ্ড বস্তু যে জীবাত্মা, তিনি জড় অপেক্ষা সত্যপূর্ণ, নিরালম্ব অখণ্ড বস্তু জীবাত্মা অপেক্ষাও অসীম গুণে সত্যপূর্ণ ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি এই জন্য তিনি আত্মারও আত্মা পরমাত্মা শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। জড় বস্তু অপেক্ষা আত্মার সহিত তাঁহার অধিক সাদৃশ্য-বোধে আমরা তাঁহাকে বস্তু না বলিয়া—বলি তিনি পূর্ণ পুরুষ। কেননা পুরুষ শব্দে কেবল যে বস্তু বুঝায় এমন নহে, কিন্তু জড় অপেক্ষা দ্বিগুণ সত্যশালী, সুতরাং পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী উচ্চ মূল্যের বস্তু বুঝায়— আত্মা বুঝায়।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত; একণে অবরোহ প্রণালী দোহন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় তাহাই প্রদর্শন করি।

কম্‌টি বলেন আপেক্ষিক লইয়াই যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন, তাহার ও-দিকে আর কিছু থাকে থাকুক্, না থাকে না থাকুক্, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। স্পেন্সর বলেন যে, আপেক্ষিক সত্যের মূলে অসীম নিরালম্ব সত্য আছে, ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে। স্পেন্সরের উপর আর একটু অধিক আমরা এই বলিতে চাই যে, অসীম সত্য আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহেন তথাপি আমরা যেমন তাঁহার অস্তিত্ব ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তেমনি আমরা আর একটি বিষয়েরও সন্ধান পাইতে পারি;—কি? না আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত দিক্ যে, জড় হইতে আত্মার দিক্ তাহাই অসীম সত্যের দিক্। আমরা গম্য স্থানের অন্ত না পাই—দিক্‌নির্ণয় করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি। আরোহ অবরোহ যেমন দুই প্রণালী জড় হইতে আত্মা এবং আত্মা হইতে জড় তেমনি দুইদিক্। পূর্ব্বোক্ত দিক্ই অসীম সত্যের দিক্। ইহার প্রমাণ যাহা বারান্তরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আপেক্ষিক সত্য যত কিছু তাবতের মূলে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ অসীম নিরবলম্ব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বর্ত্তমান। পরমাত্মার সহিত জগৎ সৃষ্টির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই একণে নিরূপণ করা যাইতেছে।

আরোহ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠা যায় ততই জগতের আদিম অবস্থার ভাব উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। সে ভাব ভেদরাহিত্য। জলে স্থলে বায়ুতে অগ্নিতে যে প্রভেদ তাঁহা আধুনিক। জগতের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বত্রই একাকার ভাব ছিল। সেরূপ একাকার ভাব সৃষ্টি অভি-ব্যক্তির পূর্ব্ব-ভাব, কেননা ভিন্নতা না থাকিলে বিশেষ কোন কিছুর অভিব্যক্তি হইতে পারে না। শ্বেত বর্ণ কাগজে ভিন্ন-বর্ণের অক্ষরই ফুটে শ্বেত বর্ণের অক্ষর ফুটে না। অভিব্যক্তির পক্ষে ভিন্নতাও যেমন চাই সমতাও তেমনি চাই। যদি সমান কালো বর্ণ বা অন্য কোন বর্ণ এক ঠাঁই জোড়াগাঁথা না হয় তাহা হইলেও তাহার অভিব্যক্তি সম্ভবে না। শ্বেতবর্ণ হইতে, ভিন্ন কেবল নয় কিন্তু, সমভিন্ন (অর্থাৎ সমান মাত্রায় ভিন্ন) বর্ণ-নিচয়ের সমষ্টি ব্যতিরেকে, শ্বেত নয় এমন কোনও বর্ণের অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ক—খ এই রেখা যদি আত্যন্তিক ক্ষুদ্র হয় তবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। সম-কৃষ্ণবর্ণ কিয়দংশ স্থানে পুঞ্জীভূত না হইলে কৃষ্ণবর্ণ ক—খ রেখা ব্যক্ত হইতে পারে না। সঙ্গীতের সা রে গা মা কাহারো অবিদিত নাই;—কতক মাত্রা সময় ব্যাপিয়া সা উচ্চারণ করিলে তবে তাহা স্বর-বিশেষ বলিয়া প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল অথবা নিঃশব্দতা অনুভূত হইতেছিল তাহা হইতে সমভিন্ন (সমান মাত্রায় ভিন্ন) স্বর বিশেষের সমষ্টি হইতে (যথা সা আ আ আ ইহার সমষ্টি হইতে) সা এই স্বর উৎপন্ন হয়। অতএব বিশেষ কোন কিছুর প্রকাশের জন্য প্রথম চাই ভিন্নতা, পরে চাই সমান-মাত্রায় ভিন্ন অনেকের সমতা। পরে চাই সেই সমভিন্ন অনেকের সমষ্টি এই তিনটি না হইলেই নয়।

সর্ব্বাদিম অব্যক্ত একাকার ভাব—সৃষ্টির পূর্ব্ব-ভাব—কিরূপ? প্রকাশ পাইতেছে এ ভাব নহে—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইতে পারে এই ভাবই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্ব-ভাব। অত জটিলতায় কাজ কি—শুদ্ধ কেবল দিক্ উলটাইলেই পাওয়া যায় যে, আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধে মূল সত্য যখন অদ্বৈত পূর্ণ এবং নিরবলম্ব স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ বহুধা বিচিত্র অপূর্ণ এবং আশ্রিত হইবেই ত।

যে বিষয় যত গভীর যত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব ততই কাল-সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ "গম্ভীর রচনা" তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্ত-কাল ব্যাপী। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এককালেই প্রকাশ করিতে যান, তাহা হইলে সে ভাব ভাব মাত্রই রহিয়া যায়, আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। কবি আপনার মনের ভাব আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়। প্রকাশ হইয়াছে, অপ্রকাশ রহিয়াছে, এবং অপ্রকাশের মধ্য হইতে প্রকাশ হইবার উপক্রম হইতেছে, এই তিন অবস্থার উপর ভর করিয়া সমুদায় প্রকৃতি গম্যপথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় সাংখ্যদর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতের মূল উপাদান তিনটি মাত্র—একটি প্রকাশক, আর একটি প্রকাশের বাধাজনক, আর একটি চালক। প্রকাশক যেটি তাহার নাম সত্ত্ব গুণ, বাধক যেটি তাহার নাম তমোগুণ, চালক যেটি (অর্থাৎ প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে লইয়া যায় যেটি) তাহার নাম রজোগুণ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে সাংখ্য দর্শন চলিত-অর্থেই গুণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে; গুণ-শব্দে আত্মার বন্ধন বুঝিতে হইবে ইহাই সাংখ্যদর্শনের অভিমত। প্রকাশ-ধর্ম্মী চলত্ব-ধর্ম্মী এবং আবরণ-ধর্ম্মী বস্তুত্রয়ই গুণত্রয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ মূল-বস্তু-তিনটির সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। বৈষম্যাবস্থাই জগৎ।

বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক আলোকচ্ছটা সাতটি উপচ্ছটার সাম্যাবস্থা। সেই সাতটির মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ, তদ্ব্যতীত আর যে চারিটি তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত তিনটির ভিতরকার কোন একটিরও সহিত অপর কোনটীর সম্মিশ্র-বিশেষ। অতএব সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক আলোকচ্ছটা ঐ বিশুদ্ধ উপচ্ছটা তিনটির সাম্যাবস্থা। তিনটির মধ্যে একটি রক্ত বর্ণ, একটি পীতবর্ণ, অপরটি নীলবর্ণ। পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্য-বিধ উজ্জ্বল, নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল।

পীতবর্ণকে মনে কর সত্ত্বগুণ, রক্তবর্ণকে রজোগুণ, নীলবর্ণকে তমোগুণ।

ন্যূনাধিক মাত্রায় তিন মূল বর্ণের সম্মিশ্র হইতে আর আর সমুদায় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি

জাত বস্তু সকলকে মনে কর যেন সেই মিশ্রবর্ণ। প্রকৃতিজাত বস্তু মাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সত্ত্বরজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সম্মিশ্র। সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরতা বাদ দিয়া তাহার উপরি উক্ত মত যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুল-বিচিত্র মিশ্র বস্তু সমুদায়, কিম্বা তাহাদের মূল-গত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই আদি-বস্তু-তিনটি সাম্যাবস্থায় অবস্থিত ছিল—মূল প্রকৃতি রূপে ঈশ্বরের শক্তিতে তন্ময়ীভূত ছিল—তাহাদের বহুত্ব একত্বে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতি ত্রিগুণ সাম্য হইতে ত্রিগুণ বৈষম্যে পরিণত হইয়া—অব্যক্ত ছিল ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইল।

আলোকের উপমা এখনো শেষ হয় নাই। আলোকের উপচ্ছটা-তিনটির মধ্যে পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্যবিধ উজ্জ্বল, এবং নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল। ইহার ভাবান্তর এই যে, মূল যে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা—পীতবর্ণে তাহার সাদৃশ্য রক্তবর্ণে তাহার অপভ্রংশ এবং নীলবর্ণে তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন—তেমনি বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ-আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। অতএব ঈশ্বরের নিকট-সাদৃশ্য দূর-সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যই গুণ-ত্রয়-ভেদের পরিমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশক, বাধক, এবং সংক্রামক তিন প্রকার বস্তুই জগতে আছে ইহার কারণ এই যে ভিন্নতা না থাকিলে কোন কিছুর অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর যদি সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ হন, তবে তিনি ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরের সে স্বপ্রকাশ ভাব ত আছেই, তদ্ভিন্ন আর একটি যে প্রকাশ—জগৎ-প্রকাশ—তাহাও তাঁহারই প্রকাশ কিন্তু তাহা বাধা-যুক্ত প্রকাশ;—তাহা তাঁহার স্বরূপ ভাব নহে তাহা আবির্ভাব, কেননা তাহাতে তাঁহার প্রকাশও আছে, প্রকাশের বাধাও আছে সুতরাং প্রকাশক, বাধক এবং দুয়ের মধ্যস্থ এই তিনের সংঘাত ভিন্ন জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না।

ক্রমশঃ

EXTRACT FROM A LETTER OF PROFESSOR R. G. BHANDARKAR OF BOMBAY DATED THE 16TH APRIL, 1878.

"ON returning home late in the evening yesterday, I was agreeably surprised when your letter and the valuable pamphlets that accompanied it were put into my hands. The leading members of the Prarthana Samaj fully sympathize with the views and principles of the Adi Brahmo Samaj but unfortunately there has not been much communication between us. * * * * * * * * * Yes. I agree with you in thinking that Hindooism is at bottom an elevating monotheism and, under Hinduism, I include the doctrines of sects that have obtained a footing in the country. Amidst the apparent polytheism of the older portion of the Vedas, a belief in a Supreme Power, fashioning and controlling the universe and swaying the destinies of man, is plainly observable, whether it be attributed to Agni at one time, to Varuna at another, or to Indra at a third, according to the predilection of the worshipper. The thought of this period culminated in the Upanishads which gave us the One God (with the names Indra, Varuna &c dropped) in his immensity or infinitude reigning over the universe in ineffable sweetness, the source of all light, life, and joy; and raised the contemplative devotee above the littlenesses of this world, and made him a partaker of his joy—a joy that "words can not express and the mind cannot comprehend." যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে. But the Upanishads took their stand upon a very high ground and did not take into account the infirmities of ordinary mortals. Hence wrose the Itihases and the Puranas and the exquisite Bhagabad-Gita which brings the Infinite Sovereign of the Universe nearer to us and make him our father and deliverer whether it be Siva or Vishnu, Rama or Krishna to whom according to the inclination of the Bhakta, these attributes are assigned. This in brief is, I believe, the history of Indian religious thought; and our Sanskrit and Vernacular literatures teem with sentiments that are noble and not only will not yield place to the sacred scriptures of other countries but will successfully claim decided su-

periority over them. Then again certain nations give prominence to certain religious sentiments. The monotheism of Christianity Mahomedanism, Hinduism have all such peculiarities. For instance, perfect control of the passions or universal sympathy (দয়া, ক্ষমা শান্তি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মানি) are ideas that the Hindoo religious heart loves devotedly. Mahomedanism and, to a certain extent, Christianity not only do not shew much care for them but would enjoin or allow severity or even cruelty to get the sovereignty of God acknowledged. Toleration is the natural outcome of the Hindu idea, persecution and impatience of the Christian and the Mahomedan. Christianity deals almost exclusively with sin and promises freedom from it as its *Moksha*, and mostly by means of faith alone. Hinduism takes in the ideas of man's ignorance, littleness and misery also and promises not only purity but knowledge, greatness, joy and happiness as its *Moksha* and requires faith as well as individual effort (নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দ.) You will thus see that we agree with you in thinking that our duty consists in proclaiming the monotheism that underlies the religion of the Hindus and to give prominence to those ideas that have a charm for the Hindu heart. It we insist on such ideas only as foreign religions lay stress upon, we shall fail to make an impression on the Hindus, and our own hearts which, notwithstanding the coating of European culture it has received, we shall, in the end, find to be Hindu, will be dissatisfied. Mine at any rate is dissatisfied with the gloomy tone consequent on the exclusive prominence given to the idea of sin which pervades Christianity, and which some of our Brahmos try or tried to reproduce. So also should our mode of propagation be in keeping with our antecedents. Hence our *Kirtans* and *Purans*. I am so deeply sensible of the sterling character of the religious instruction derivable from Hindu literature and of the suitability of Hindu ideas to the Hindu religious craving that in my sermons I take Hindu texts, and treat them in a Hindu style so far as possible. Our great want here is a person who could devote his whole time to the furtherance of the movement. We have all our own proper work."

নূতন পত্রিকা।

সাধারণে অবগত আছেন অনেকগুলি ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মশ্রেণী সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদী নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "তত্ত্ব" শব্দ এবং রামমোহন রায়ের প্রকাশিত কৌমুদী পত্রিকার নাম দুই একত্র করিয়া আপনাদিগের প্রকাশিত পত্রিকার নামকরণ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় পত্রিকা যতই প্রকাশিত হয় ততই আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়, অতএব আমাদিগের অভিনব সহযোগীর অভ্যুদয় আমরা অন্তরের সহিত অভিনন্দন করিতেছি। তিনি কেবল ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত প্রচার করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হইবেন সন্দেহ নাই। এবার তত্ত্বকৌমুদীতে যেমন বিবাদ বিসম্বাদের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে ভরসা করি সহযোগী সেইরূপ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী ধর্ম্ম-জগতের উপর বর্ষণ করিয়া লোকের প্রাণ মন শীতল করিবেন। 'নিগূঢ় প্রেম শিরস্ক" প্রস্তাবটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে আমরা একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"উপাস্য দেবতার প্রতি নিগূঢ় প্রেম অন্তরে উদয় হইলে, উপাসকের হৃদয় একটী নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রেমের যে সমস্ত লক্ষণ সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে সে অবস্থা তাহার অতীত। সে অবস্থা এই যে, সাধক তাঁহার অন্তরস্থিত প্রেমকে গোপন করিতে অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হন। তিনি তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় দেশে তাঁহার সঙ্গে গোপনে মিলিত হইতে চান। তিনি লোকের চক্ষুকে ভয় করেন, সুতরাং সে চক্ষুর অন্তরালে গিয়া তাঁহার সত্য শিব সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রিয়-জন-সমাগম-সুখ অনুভব করেন। তিনি সে ভাব কেন যত্নে গোপন

করিতে ভাল বাসেন, কেন লোকের চক্ষুকে ভয় করেন? এ প্রশ্নের গূঢ় কারণ আছে। তিনি এজন্য ভয় করেন না, যে, লোকে তাঁহাকে উৎপীড়িত করিবে। নির্যাতন, ভয় প্রকৃত সাধকের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি এজন্য তাঁহার অন্তরের ভাব গোপন করেন না যে, লোকে সে ভাবের আভাস না পাইয়া তাহার সুখাস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকে। এরূপ সংকীর্ণতা প্রেমিক হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। তাঁহার ভয়ের ও হৃদয়ভাব গোপনের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহা এই জন্য পাছে অপ্রেমিক নিষ্ঠুর সংসার তাঁহার সেই নিগূঢ় ভাবের জন্য, তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম পদার্থকে উপহাস ও বিদ্রূপের বিষয় করিয়া ফেলে। তিনি লোকের সহস্র অপমান ও নির্যাতন অনায়াসে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমের প্রতি লোকে যে একটী উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিবে, তাঁহার অন্তর প্রদেশে প্রতিনিয়ত যে প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে লোকে তাহাকে যে বিদ্রূপের বিষয় করিয়া তুলিবে, তাহা তিনি কখনই সহ্য করিতে সক্ষম নহেন। তিনি বিদ্রূপ ও উপহাস পরায়ণ সংসারের সম্মুখে তাঁহার প্রিয় সুহৃদের প্রিয়তম নামটীও প্রকাশ করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হন। তিনি হয়ত এক সময়ে নির্ভীক চিত্তে তাঁহার উপাস্য দেবতার মহান্ নাম বজ্রধ্বনিতে প্রচার করিয়া দুরন্ত সংসারকে পরাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার হৃদয়ে ভাবের সেই উত্তাল তরঙ্গ প্রশমিত ও ঘনীভূত হইয়া নিগূঢ় প্রেমের আকার ধারণ করিল, তখনি তাঁহার অন্তরাকাশে লজ্জা. ভয় গোপনেচ্ছা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া সেখানে যুগান্তর উপস্থিত করিল। তাঁহার মুখে আর কথা নাই। সংসার যতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে শিখিয়াছে তিনি ততদূর পর্য্যন্ত আত্ম প্রকাশ করিতে কখনই সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু তাঁহার ভিতরের কথা তাঁহার সমহৃদয় দুই একটী বন্ধু বান্ধব ভিন্ন আর কেহ শুনিতে পান না। বাহিরের লোকে মনে করিতে পারে যে, তাঁহার ভাবের স্রোত বন্ধ হইয়াছে; কেন না, তাহারা তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে তাহা তাদৃশ সতেজ ও জীবন্ত নহে। তিনি যখন ইহাদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করেন তখন সেই অগাধ প্রেম সমুদ্রের যে গভীর স্থানে তিনি নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন, সেখানে থাকিয়া তিনি ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে অসমর্থ সুতরাং তাঁহাকে অনেক দূর উপরে ভাসিয়া উঠিয়া ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়; স্বস্থান-ভ্রষ্ট না হইয়া তিনি বাহিরের লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন না। কিন্তু সেখানে তাঁহার অন্তরের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না। লোকে কেননা মনে করিবে তাঁহার ভাবের স্রোত বন্ধ হইয়াছে? লোকে বাহির হইতে যেরূপ দৃষ্টিগোচর করে তদনুসারেই বিচার করিয়া থাকে। নিগূঢ় প্রেমিকের প্রচার-ক্ষেত্র সুতরাং তাদৃশ বিস্তৃত হইতে পারে না। তিনি যতই প্রেমের অগাধ সাগরে প্রবিষ্ট হন ততই তাঁহার প্রচার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া যায়। তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিবার জন্য দুই একটি লোক অন্বেষণ করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে যদি কখন প্রাপ্ত হন প্রাণের দ্বার খুলিয়া, আপনিও কৃতার্থ হন অন্যকেও কৃতার্থ করেন।"

পত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদককে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একটি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা ঈশ্বরাদেশ বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম তদ্দ্বারা তাহা বিলক্ষণ পোষকতা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রচারক মহাশয়ের সরলোক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ব্রাহ্ম মাত্রেই ঈশ্বরের আদেশে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। সহজ জ্ঞান, এবং বিবেক কর্ণে পরমেশ্বর যে আদেশ করেন তাহাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। আদেশ সম্বন্ধে চিরকালই আমাদিগের এক প্রকার মত। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করাকে আমরা জঘন্য পাপ এবং ঈশ্বরের অপমান মনে করি।

আবদুল্লা, জজ্ নর্ম্মাণ্‌সাহেবকে বধ করিয়া বলিয়াছিল যে, সে খোদার হুকুমে কাফেরের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। মহম্মদ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে যাহারা কোরানে বিশ্বাস না করিবে তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা বধ কর, ইহা ঈশ্বরের আদেশ। আমাদিগের দেশের প্রাচীন দস্যুগণ তাহাদিগের উপাস্য দেবতা কালীর আদেশে ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। * * * *

* * * * *

* * * * *

পাপকার্য্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও

প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তিনি কি, নিজের দোষ উপাস্য দেবতার উপরে স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।

ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না, যথার্থ ঈশ্বরাদেশকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি।

ঈশ্বর নিত্য, পবিত্র,অপরিবর্ত্তনীয়,তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্ত্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।"

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম পবলিক্ ওপিনিয়ন।

গত ৬ই জুনের ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন নামক সম্বাদপত্রে লিখিত হইয়াছে।

"No one could have more painfully, or by the teaching of more bitter actual experience, learnt the necessity of a proper trust-deed for the Mandir than Mr. Sen himself. He and his friends had belonged to the Adi Brahmo Somaj and worked zealously on its behalf, never dreaming that the Somaj could in one moment be removed from the control of the worshippers or the general Brahmo Community. And yet when the hour of trial came, and there happened to be a difference of opinion between Babu D. N. Tagore and those members of the Somaj who were its active workers, the latter found themselves ignominiously turned out and the Somaj with all its belongings taken possession of by Mr. Tagore, simply because no control over it was given by any deed to the Brahmo Public. With this painful experience fresh in his mind, with this legal assertion of arbitrary individual authority over the moral rights of the community and its deplorable results but recently enacted before him, one would have naturally expected Mr. Sen to be *Especially* on the guard against a possible repetition of the same scene. One would have thought that he would feel a burning desire to take every imaginable precaution to secure the rights of the Brahmo Community over the building being raised by public subscription."

ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা এই যে রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ কেবল ব্রাহ্মদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন,না হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান যে কেহ ঈশ্বরোপাসনার অভিলাষী হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন? রামমোহন রায় যখন ঐ গৃহ প্রস্তুত করেন তখন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পর্য্যন্ত হয় নাই অতএব প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মসাধারণকে ঐ গৃহের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিলেন সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তি নিতান্ত অমূলক ও অসঙ্গত।

বিজ্ঞাপন।

কালনা ব্রাহ্মসমাজ গৃহটির জীর্ণসংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু বহুব্যয়-সাধ্য বিষয়ে আমরা সহসা প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। আমরা দেখিতেছি যে এরূপ সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে অনেক মহাত্মাই মুক্তহস্ত। সেই সকল উদারপ্রকৃতি মহাত্মাদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জীর্ণসংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিলাম। অতএব প্রার্থনা, ধর্ম্মানুরাগী সদাশয় ব্যক্তিগণ কিছু কিছু সাহায্য করিয়া দেশের ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন।

যিনি যাহা দান করিবেন তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন
আচার্য্য

কালনা ব্রাহ্মসমাজ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

শ্রীবেহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৯ আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘণ্টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষড়্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১ আষাঢ় ১৮০০ শক

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ বর্ত্তমান বৎসরের আশ্বিন মাসের মধ্যে অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৪॥০ টাকা গৃহীত হইবে।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট গত বৎসরের ও তাহার পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

আগামী ৩ আষাঢ় রবিবার প্রাতে ৭ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৩ রা আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় শ্রীমদ্ভগবৎগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন অতএব ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ শ্যামবাজার নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহী করিবেন।

শ্রীনন্দলাল মিত্র
সম্পাদক।

অশুদ্ধ সংশোধন।

গতবারের পত্রিকার ২৫পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৬ পংক্তিতে "বিচিত্রশক্তিং পুরুষং পুরাণং" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে "বিচিত্র শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" হইবে।

আয় ব্যয়

চৈত্র ১৭৯৯ শক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪০৬॥০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	১৮২ ৷৫
সমষ্টি	৫৮৮ ৷৫
ব্যয়	৪২০ ॥১৫
স্থিত	১৬৭ ৸৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৬ ৸৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৯২ ৶১০
পুস্তকালয়	১৩ ৸৶১০
যন্ত্রালয়	২০৭
গচ্ছিত	১৬ ॥৶০
সমষ্টি	৪০৬ ॥০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫৫ ৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৬৯ ৶০
পুস্তকালয়	১৮ ৷১০
যন্ত্রালয়	২৫৮ ।৶০
গচ্ছিত	১৯ ৸১০
সমষ্টি	৪২০ ॥১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	২৫
,, প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরের দান	১৭
,, হরিমোহন রায়	১০
,, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০
,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪
,, দয়ালচন্দ্র শিরোমনি	২
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
" তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য	১
	৭১
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৫৸৵০
	৭৬৸৵০
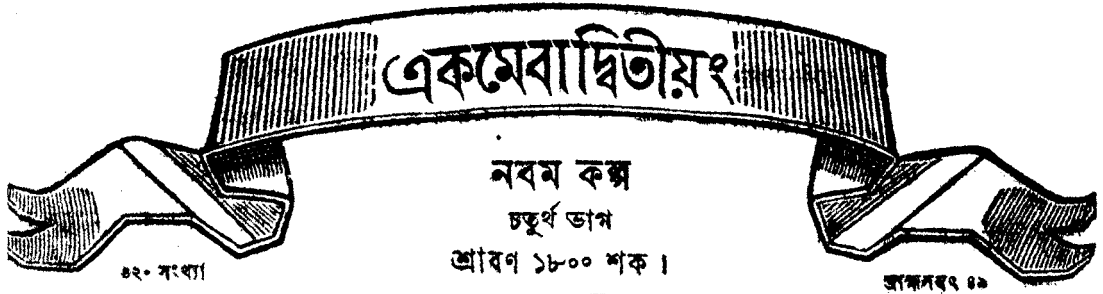
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registerd No 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

নবম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪২০ সংখ্যা — শ্রাবণ ১৮০০ শক। — ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর ষড়-বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৮০০ শক।

ভূমণ্ডলে মনুষ্যজাতি যে অবস্থায় অবস্থান করুক,মুক্তির জন্য নর-নারীকে সকল অবস্থাতেই লালায়িত দেখা যায়। মনুষ্য, সুখ ঐশ্বর্য্যের উচ্চতর সীমাতেই উপনীত হউক, আর জ্ঞান-বিজ্ঞান-মঞ্চের উন্নততম শিখরেই আরোহণ করুক সর্ব্বকালে এবং জনসমাজের সর্ব্বাবস্থাতেই মনুষ্য যে মুক্তি-লাভের জন্য যত্ন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। মুক্তি-ইচ্ছা মানব আত্মার এমনই প্রকৃতিগত কার্য্য, যে জনসমাজের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও বিপ্লাবনেও তাহা বিপর্য্যস্ত হয় নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহোন্নতি সাধন নিবন্ধন পৃথিবীর স্থানবিশেষে মনুষ্যের বেশ-বিন্যাস, আহার ব্যবহার, রুচি প্রবৃত্তির কত পরিবর্ত্তন হইতেছে,কিন্তু আত্ম প্রকৃতি কিছুতেই ভিন্নভাব ধারণ করে নাই। মনুষ্য সেই অসভ্য অবস্থাতে বল্কল চর্ম্ম বা কৌপীন ধারণ করিয়া বিনীত ভাবে স্বীয় উপাস্য দেবতার সন্নিধানে যেমন মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছে, তেমনি বর্ত্তমানে নানা ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নানা প্রকার প্রতাপ প্রভুত্বের অভ্যন্তরেও মনুষ্য আপনাকে বন্দী জানিয়া দীনভাবে ঈশ্বর-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে। এই মুক্তি-কামনাতেই মনুষ্যের স্পষ্ট আশ্রিত ক্ষুদ্র ও বদ্ধভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই অপ্রতিহত মুক্তি-লাভ-ইচ্ছাই,মনুষ্যকে ইতর প্রাণি-রাজ্য হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমে দেবলোক—পুণ্য লোকের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে! এই মুক্তি-লালসাই আত্মার জ্ঞানকে প্রশস্ত, প্রীতিকে পরিশুদ্ধ এবং মঙ্গলভাবের আকার আয়তনকে বর্দ্ধিত করিয়াদিতেছে। এই মর্ত্ত্যলোকেই তাহাকে দেবদুর্লভ ব্রহ্মামৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ করিতেছে। সেই মুক্তি কি? বন্ধন-মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। মুক্ত ভাবই মানব আত্মার যারপর নাই প্রার্থনীয়। শুদ্ধ মনুষ্য কেন,শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতি কেহই বদ্ধ থাকিতে চাহে না। যদিও তাহারদের জীবনকাল অত্যল্প, যদিও তাহারদের আহার-বিহার প্রভৃতি নিকৃষ্ট সুখই সর্ব্বস্ব তথাচ যে

কয়েক দিন জীবিত থাকে মুক্ত ভাবে বিচরণ করাই তাহারদের ইচ্ছা। তাহাতেই তাহারদের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য সুখ-স্বচ্ছন্দতা স্ফূর্ত্তি-উদ্যম বর্দ্ধিত হয়। তাহারদিগকে বদ্ধ রাখিয়া যদি বিবিধ সুস্বাদ ভোজ্যপান প্রতি-নিয়ত প্রদান করা যায়, তাহা হইলেও তাহারা সুখী হইতে পারে না। পশুপ্রধান সিংহ হস্তী প্রভৃতিকে লোকে পিঞ্জর বা শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া কত যত্নে প্রতিপালন করে, গুহা অরণ্য হইতে কত উৎকৃষ্টতর স্থানে রক্ষা করে, সেবা শুশ্রূষা জন্য কত অর্থই ব্যয় করিয়া থাকে, কিন্তু সেই বন্ধনকাল হইতেই তাহারদের যে স্বাভাবিক শোভা সৌন্দর্য্য উদ্যম স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া যায়, আর কিছুতেই তাহারা সেই পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে পারে না। সর্ব্বদাই অবসন্ন ও ম্রিয়মান হইয়া থাকে।

পক্ষী যখন মুক্ত-বায়ুতে বিচরণ করে, তখন তাহার অন্নপান আহরণের জন্য প্রতি বারেই অবতরণ করিতে হয়, দশ বার চেষ্টা করিলে হয় তো এক বার এক বিন্দু খাদ্য লাভ করে। কিন্তু তাহাতেই তাহার কত স্ফূর্ত্তি। তাহাতেই তাহার কেমন শ্রীলাবণ্য! তাহার এক একটী অন্তস্ফূর্ত্ত আনন্দ-রবে বিশাল অরণ্য পর্য্যন্ত আমোদিত হয়। তাহার প্রাতঃকালের সংগীত-আলাপে নিদ্রিত মনুষ্য পর্য্যন্ত জাগ্রত হইয়া উঠে; ভাবুকগণের হৃদয়-ভাণ্ডারে কত নবতর ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। তাহাকে পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া পালন কর, সে ভাব আর দৃষ্টিগোচর হইবে না।

মুক্তভাব এমনই প্রকৃতি-মূলক যে সুখ-স্বচ্ছন্দে পালন করিলেও সিংহ হস্তী বন্ধন-চ্ছেদ করিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট। স্বর্ণ-পিঞ্জরে রাখিলেও পক্ষী, শৃঙ্খল উন্মোচনের নিমিত্ত সততই যত্নবান। কয়েক দিনের জন্য, কেবল নিকৃষ্ট সুখই যাহাদের একমাত্র উপভোগ্য, মুক্ত হইবার জন্য যখন তাহারদেরই এত যত্ন চেষ্টা, উদ্যোগ উদ্যম, তখন জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত অনন্ত-কাল-বিহারী অমর আত্মার পক্ষে মুক্তি কতদূর প্রার্থনীয়! পশু-পক্ষীর ন্যায় নিকৃষ্ট সুখই যাহার চিরসেব্য নহে, অনন্ত বিশ্বের তুলনায় একবিন্দু পৃথিবী যাহার চির-বিহার-ভূমি নহে, ইতর প্রাণীর ন্যায় দুই দশ না হয় শতবৎসরও যাহার জীবনকাল নহে, সেই চিরজীবি অমর আত্মার পক্ষে বদ্ধভাব যে কত ক্লেশকর, কত শোকাবহ এবং শোচনীয় তাহা বাক্যে বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না। অতএব মুক্তিভিন্ন মানব আত্মার সুখ স্বচ্ছন্দতা, শিক্ষা সাধন, জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল ভাবোন্নতির আর উপায়ান্তর নাই। মুক্তি ভিন্ন তাহার ব্রহ্মলাভ ও অমরত্ব লাভের আর গত্যন্তর নাই।

অনেকেই বলিতে পারেন, যে মনুষ্য আবার বদ্ধ কোথায়? মনুষ্য পৃথিবীর রাজা, মনুষ্য ভৌতিক পদার্থের নিয়ন্তা, মনুষ্য জন্তুজগতের মধ্যে স্বাধীন জীব। মনুষ্যের একাধিপত্যে পৃথিবী কম্পিত, নদ নদী সমুদ্র প্রভৃতি স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের অবারিত দ্বার সর্ব্বত্রই। মনুষ্য সাগর-গর্ভে, পর্ব্বত-শিখরে, ভূপঞ্জর-মধ্যে, অসীম আকাশে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছে। সে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র ধরাতলের সম্বাদ আহরণ করিতেছে, ভূমণ্ডলে বাস করিয়া সৌর জগতের আকার আয়তন, গতি-বিধি অবগত হইতেছে, তাহার আর বদ্ধ-ভাব কোথায়? সে স্বাধীন ও মুক্ত জীব। মনুষ্য পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবল পৃথিবীর জীব হইলে, কেবল শারীরিক ও মানসিক সুখই তাহার সর্ব্বস্ব হইলে এ অবস্থা তাহার পক্ষে সুখ-সৌভাগ্যের হইত। বস্তু-জ্ঞান ও পদার্থজ্ঞান প্রভৃতিই তাহার স্পর্দ্ধার

বিষয় হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শরীর মনই সর্ব্বস্ব নহে। তাহার আত্মা থাকাতেই সে এই মর্ত্ত্যলোক-নিবাসী হইয়াও দেবতাদিগের সংসর্গের অধিকারী হইয়াছে। সংসারের অতীত অমর-সেব্য ব্রহ্মামৃতপানে সমর্থ হইয়াছে। তাহার আত্মা থাকাতেই সে পরমার্থ জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। এই শরীর তাহার বাহন-কার্য্যে এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল বহির্জগৎ হইতে সেই অমর আত্মার অন্নপানস্বরূপ জ্ঞান-ধর্ম্ম আহরণার্থে নিয়তই দাসত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। তখন এই শরীর মনের আর স্বাধীনতা কোথায়? ইহারদের আবার মুক্তভাব কি? আত্মার স্বাধীনতাই আত্মার মুক্তভাবই মুক্তভাব। সেই আত্মা এখানে পরাধীন কি স্বাধীন, সেই আত্মা এখানে বদ্ধ কি মুক্ত? তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখ! শরীরের সৌন্দর্য্য বৈষয়িক বা মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া মনুষ্যকে স্বাধীন বলিয়া দম্ভ করিও না। আত্মাকে ছাড়িয়া দেখিতে গেলে মনুষ্য পশু অপেক্ষা বড় উচ্চ নহে। আত্মাকে লইয়া গণনা করিতে গেলে, মনুষ্য যথার্থই ভূদেব। মনুষ্যকে পৃথিবীর প্রবাসী এবং অমৃত ধামের যাত্রী বলিয়া প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি। সেই মনুষ্য এখানে স্বাধীন কি পরাধীন সে এখানে বদ্ধ কি মুক্ত, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ। শৃঙ্খল ও রজ্জু প্রভৃতি শরীরেরই বন্ধন। তদ্দ্বারা শরীরকেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। শৃঙ্খল-বদ্ধ বন্দী যখন কারাগৃহে রুদ্ধ থাকে তখন তাহার শরীরেরই স্বাধীনতা এককালে নষ্ট হয়, কিন্তু তাহার স্বাধীন চিন্তাকে কেহ অবরোধ করিতে পারে না।

আত্মার বন্ধন-রজ্জু অজ্ঞান ও মোহজাল, আত্মার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল পাপাসক্তি ও বিষয়-প্রলোভন। আত্মার কারাবাস বিষয়ানুরক্তি ও রিপুসেবা। যখন এই সকল বন্ধনে আত্মা আবদ্ধ হয়, তখনই সে বদ্ধ—তখনই সে পরাধীন। তদবস্থায় সে শৃঙ্খল-বদ্ধ সিংহ হস্তীর ন্যায় হতশ্রী ও হতবীর্য্য হওত মৃতকল্প হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই সে আত্ম প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় উৎসাহের সহিত পরমাকাশে সঞ্চরণ করিতে ধাবিত হয়। তখনই সে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অমর হয়।

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥"

যতক্ষণ মানব আত্মা বিষয়-পাশে, মোহ-জালে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার দৃষ্টি থাকে না। ততক্ষণ সে পশুর ন্যায় কেবল লোভ-ভয়েই চালিত হয়। সংসারের উপর আধিপত্য দূরে থাকুক, তখন তাহার শরীরের উপরে—প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপরেও কর্ত্তৃত্ব থাকে না। বিষয়ের প্রলোভন উপস্থিত হইলে, সে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া তাহাতেই প্রলুব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় অন্ধ হইয়া পশু বা রাক্ষস-সদৃশ নৃশংস কার্য্য-সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। কি সে সুখ, কি সে দুঃখ, কি সে মঙ্গল, কি সে অমঙ্গল, তাহা প্রতীতি করিতে না পারিয়া অল্পবুদ্ধি বালকের ন্যায় সর্প-শিশু বা জ্বলন্ত অনল ধরিতেই ধাবিত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়।

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।"

এই বদ্ধ অবস্থায় যদিও সে কোন সৎ কার্য্য করে, তথাপি তাহা ধর্ম্ম কার্য্য নহে। কেন না স্বার্থপরতাই তাহার দীক্ষা-গুরু, যশ-মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছাই তাহার নেতা, নিয়ন্তা, উপদেষ্টা। আত্মসুখ সাধনের জন্যই সে কার্য্য করে, তাহা লোকের

চক্ষে ঈশ্বরের চক্ষে যে রূপই প্রতীয়মান হয় হউক, তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। যে কার্য্যে স্বার্থহানির সম্ভাবনা, তাহা যতই কেন উৎকৃষ্ট পবিত্র ও কল্যাণকর হউক না, তাহা হইতে সে তখনই পরাঙ্মুখ হয়। তাহার দৃষ্টি গৃহ-প্রাচীরেই আবদ্ধ, তাহার লক্ষ্য পশুভোগ্য সুখ-কামনাতেই অনুবিদ্ধ থাকে। দেবপ্রসাদে দুঃখ ক্লেশ শোক সন্তাপ উপস্থিত হইয়া যদিও তাহার বিচেতন চিত্তকে সচেতন করিয়া দেয়, তাহার বন্ধন-রজ্জু শিথিল করিয়া তাহাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে, তথাচ সে মুক্ত হইতে চাহে না। পোষিত বিহঙ্গকে যেমন ছাড়িয়া দিলেও সে আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে, তেমনি সেই অজ্ঞান ও মোহ-জাল-বদ্ধ ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী বিষয়-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্যে একবার সচকিত হয়, আবার পরক্ষণেই বিষয়-জালে বিজড়িত হইয়া পড়ে। নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাব যে কি, সে তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যিনি শিক্ষাসাধন ও তপস্যা-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত পবিত্র হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের সন্নিধানে মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন --মোহ-অন্ধকারে ও সংসার-যাতনার ভয়ে আকুল হইয়া যিনি অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্যে প্রার্থনা করেন

"আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যং"

ঈশ্বরই তাহাকে আপনার শান্তিপ্রদ নিরাপদ ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া রক্ষা করেন। অমৃত পরিবেশন দ্বারা তাহাকে পালন ও পোষণ করিয়া সংসারের প্রতিকূলে স্বীয় অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিস্রোতে গমন করিবার বল বুদ্ধি শক্তি বিধান করেন। তাহার সন্নিধানে স্বীয় নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে তদনুকরণে শিক্ষা দেন। তখন সেই বন্ধন-মুক্ত জীব ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে স্বীয় স্রষ্টা পাতা বিধাতার লক্ষ্য সাধন করিতে করিতে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। আপনার মঙ্গল অমঙ্গল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতার প্রতি অন্তশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া তাঁহারই প্রিয়-কার্য্য সমাপন করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হয়েন। আপনার ক্ষতি লাভের পুণ্যপাপের গণনা ছাড়িয়া দিয়া "বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।' তখন চতুর্দ্দিকে ঈশ্বরের প্রভাব, তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব প্রভুত্ব ও তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সংসারের ভয়তাপ পাপ শোক হইতে বিযুক্ত হইয়া অনিমেষ জ্ঞান-নয়নে তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া এই মধুর মঙ্গল গীত গান করিতে থাকেন।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"

মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান-বৈরাগ্য অভ্যাসই সাধকের প্রধান কার্য্য। জ্ঞান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, সংসারের ক্ষুদ্র-ভাব বিষয়ের অনিত্যতা, সর্ব্বক্ষণই হৃদয়ে জাগরূক থাকে। বিষয়ের চাকচিক্য আর আত্মাকে মোহজালে বিজড়িত করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভনও আর জীবকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সূর্য্যালোক যেমন সকল বস্তুকে প্রকৃত-ভাবে প্রকাশ করে, জ্ঞান-জ্যোতিও তেমনি সাধকের সন্নিধানে শ্রেয় ও প্রেয়ের পথকে প্রদর্শন করে। আলোক অন্ধকার, জীবন

মৃত্যু, সুধা ও গরল তখন স্ব স্বভাবে প্রকাশ পায়। তখন সেই সাধক আপনার দিব্য জ্ঞানালোকে—ঈশ্বরের বিমল মঙ্গল-জ্যোতিতে চারি দিক আলোকিত দেখিয়া কেবল সত্যেরই পথে, শ্রেয়েরই পথে, অমৃতেরই সোপানে, সঞ্চরণ করিতে থাকেন। তখন সেই সর্ব্ব-সেব্য ঈশ্বরকে আত্মস্থ দেখিয়া নির্ভয়ে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। বিষয়ের সেবা, প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কেবল চিরসখা পরব্রহ্মেরই প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে অমৃতের পথে উত্থিত হয়েন। অসৎ বিষয় হইতে সৎস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে, অজ্ঞান-মোহ-অন্ধকার হইতে জ্যোতি-স্বরূপ পরমেশ্বরের দিকে, মৃত্যুর প্রতিকৃতি সংসার হইতে সেই অমৃতের একায়তন পরব্রহ্মের প্রতি অগ্রসর হওত নিত্য নূতন সুখ, নূতন শান্তি, নবতর বল-বীর্য্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকেন।

মুক্তির অবস্থা নিষ্কর্ম্ম বা নিশ্চেষ্টতার অবস্থা নহে। মুক্তির অবস্থা ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধনের এবং আত্মোন্নতি সম্পাদনের প্রশস্ত কাল। তখন সাধকের জ্ঞান উন্নত হয়, প্রীতি প্রশস্ত ভাব ধারণ করে, অনুরাগ দৃঢ়ীভূত হয়, এবং প্রত্যয় নিশ্চল ও ধ্রুব হইয়া উঠে, তখন তাহার আর ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যুত তরঙ্গপূর্ণ নদ নদীর মধ্যে যেমন জলোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইলে উর্ম্মিমালা প্রশমিত হইয়া যায়,—প্রশান্ত ভাবে প্রবাহ-বেগ বৃদ্ধি হইয়া নদ নদীকে পূর্ণ করিতে থাকে; তেমনি যোগ-যুক্ত বন্ধ-মুক্ত আত্মা অহর্নিশি জ্ঞান-প্রেম-সমুদ্র পরমেশ্বর হইতে শান্তি মঙ্গলের উচ্ছ্বাস লাভ করিয়া উদ্বেগ ও বিক্ষেপশূন্য হওত নিস্তরঙ্গ স্থির-হ্রদয়ের ন্যায় শান্তভাব ধারণ করে, তখন তাহার জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতার প্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া নিরুপদ্রবে আপনার ও জগতের কল্যাণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। আমারদের এমন সময় কখনই উপস্থিত হইবে না, যে সময়ে আমারদের শিক্ষা-সাধন ও তপস্যার শেষ হইবে; কেন না যিনি আমারদের আত্মার আদর্শ তিনি পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণ-প্রেম, পূর্ণ-শক্তি ও অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ। সেই অনন্তের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য অনন্ত কাল ও অনন্ত শিক্ষার প্রয়োজন।

মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মানুরক্ত ব্রহ্ম-সংস্থিত আত্মা, চতুর্দ্দিকে কেবল ব্রহ্মের বল, কেবল তাঁহারই প্রভাব, কেবল তাঁহারই সত্তা সন্দর্শন করে। মধ্যাহ্ন-কালীন প্রখর সূর্য্যের আলোক-মধ্যে যেমন দীপজ্যোতি উপলব্ধ হয় না, তেমনি সেই পরব্রহ্মের উজ্জ্বলতর প্রকাশ মধ্যে ব্রহ্মগত-প্রাণ সাধকের প্রতাপ প্রভুত্ব অনুভবই হয় না। ঈশ্বরের অতুলন শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রমের মধ্যে তাঁহার দম্ভ মাৎসর্য্য সকলই খর্ব্ব হইয়া থাকে। তাঁহার আত্মা, লক্ষ্য-বিদ্ধ শরের ন্যায় কেবল ব্রহ্মেরই মহিমার অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। "শরবৎ-তন্ময়োভবেৎ।" ইহাই ব্রহ্মোপাসনার চরম ফল, ইহাই শিক্ষা-সাধনের শেষ পুরস্কার, ইহাই অনন্ত উন্নতি লাভের সোপান, ইহাই অমৃত লাভের সেতু, ইহাই মুক্তি, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্যই আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে এই পবিত্র উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হই। এই মুক্তি লাভের জন্যই আমরা বর্ষে বর্ষে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই এই উৎসব-মণ্ডপে একত্রিত হইয়া থাকি।

আমরা সকলে সংসারবন্ধনে জর্জরীভূত হইয়াছি, শোক তাপে অন্ধীভূত হইয়া মুক্তির পথ হইতে বহুদূরে নিপতিত রহিয়াছি, অথচ আমারদের জীবনকাল প্রায় নিঃশেষিত হইল, আর যেন আমরা এই

অবসরের প্রতি উপেক্ষা না করি, আইস সকলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

হে করুণানিধান! আমারদের গতি মুক্তির জন্য তুমি কৃপা করিয়া কত সুন্দর অবসরই প্রদান করিতেছ, অবস্থাভেদে ঘটনাভেদে তুমি আমারদিগকে কতরূপেই শিক্ষা দিতেছ! কিন্তু আমরা এমনই বিচেতন, যে তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। আমরা কেবল সংসারকেই দেখিতেছি, চারিদিকের বিষয়-সুখের গণনাতেই স্ফীত হইয়া অনন্তকালের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করি না। বন্দীর ন্যায় কারা-গৃহের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই দিন-যামিনী চেষ্টা করিতেছি, আত্মতত্ত্বরূপ নিজধাম আমারদের স্মরণই হয় না। হে ঈশ্বর! হৃদয়গ্রন্থি সকল তুমি ছেদ করিয়া দেও—আমারদের মোহপাশ মোচন কর। আমরা তোমারই দ্বারে মুক্তিকামনায় সকলে উপস্থিত হইয়াছি, আমারদের কামনা তুমি পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্ম-গোলে ধর্ম্মের বিলোপ।

যাঁহারা কোন ধর্ম্ম প্রথম সংস্থাপন করেন তাঁহারা সকল মনুষ্য প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক হইবে এই অভিপ্রায়েই তাহা করিয়া থাকেন। যাহাতে সকল লোকে ঈশ্বরপরায়ণ হয়, সাধু হয়, এবং পরোপকারে রত থাকে, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা এই রূপ উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তীরা এই উপদেশ অবহেলন করিয়া ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়। তাহারা উপাসনার বাহ্যানুষ্ঠান, অর্থ না প্রণিধান করিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, উৎসব, প্রভৃতি ধর্ম্মের সকল বাহ্যাড়ম্বরকেই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহাতে অধিকতর রত হয়। সকল ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত এই বাক্যের যথার্থতার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ধর্ম্মসংস্কারকেরা ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হয়েন, তাঁহার অনুবর্ত্তীরা সেই ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে, আবার তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন জন্য আর এক জন ধর্ম্মসংস্কারকের আবশ্যক হয়। পৃথিবীতে এইরূপ ক্রমিকই হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা জগতে আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে এমত পূর্ব্বে আর কোন ধর্ম্মে করে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যেই উহার ভিতর অবতারবাদ, আদেশবাদ, বিশেষ বিধান প্রভৃতি অতি দূষণীয় মত সকল প্রবেশ করিয়া উহার বিশুদ্ধতার হানি করিতেছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটি লক্ষণ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইতে হয়। সে লক্ষণ এই যে উহা জল্পনা-প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। ইহা যথার্থ বটে যে কোন ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকিলে সেই ধর্ম্মের প্রধান উপদেষ্টাদিগের বিষয়ে কথা না কহিয়া থাকা যায় না; ইহা যথার্থ বটে যে ধর্ম্ম-বিষয়ে মত বিভেদ হইলে সে বিষয় আন্দোলন না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিনায়কদিগের কথা ও মত বিষয়ক বিবাদের কথা উক্ত ধর্ম্মের সার হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে যাওয়া যায় সেই খানে কেবল এই সকল কথাই শ্রুত হওয়া যায়। যে সকল কথা সন্তাপ হরণ করিতে পারে তাহা অতি অল্পই শুনা যায়। যে সকল কথা গুরুভারাক্রান্ত মনুষ্যের দুঃখভার-লাঘব করে, এবং মনশ্চক্ষু সমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করিয়া প্রাণ মন শীতল করে, সে সকল কথা

এক্ষণকার ব্রাহ্মমণ্ডলীতে প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মেরা অধিনায়কদিগের কথা ও বিবাদের কথা কহিতে যত সমুৎসুক ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সম্পাদন ও যোগস্থ হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনের কথা কহিতে তাঁহাদিগকে তত সমুৎসুক দেখা যায় না। কেবল জল্পনা, জল্পনা, জল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিউটেষ্টমেণ্টের একটি স্থানে লিখিত আছে "In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God." যদি এই বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করা যায় যে "সর্ব্ব প্রথমে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, বাক্যই ঈশ্বর" তাহা হইলে নিউটেষ্টমেণ্টের এই কথাতে ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যেমন বর্ণিত হইতে পারে এমন অন্য কোন কথায় হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মদিগের ব্যবহার দেখিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে তাঁহারা কেবল বাক্যকেই ঈশ্বর বোধ করেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। যেমন প্রমত্ত নাবিক সমস্ত রাত্রি নৌকা অতি বলপূর্ব্বক বাহিয়া প্রাতঃকালে দেখে যে নৌকা কিছুমাত্রও অগ্রসর হয় নাই, যেখানকার নৌকা সেই খানেই আছে, যেহেতু সন্ধ্যাকালে ছাড়িবার সময় শঙ্কু হইতে নৌকাবন্ধনকারী রজ্জু উদ্ঘাটন করে নাই, সেইরূপ এক একবার এইরূপ বোধ হয় যে যেখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই খানেই আছে, কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি তখন হইবে যখন অধিকাংশ ব্রাহ্ম সংসাররূপ শঙ্কু হইতে মোহ-রজ্জু উদ্ঘাটন করিয়া ঈশ্বরেতে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি তখন হইবে, যখন অধিকাংশ ব্রাহ্ম অন্তরস্থ রিপু দমন করিয়া ও চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া ঈশ্বরকে আত্মার্পণ করিতে এবং সকলের প্রতি সাধু ব্যবহার ও সকল জীবের হিতসাধন করিতে সক্ষম হইবেন। বৃথা জল্পনাতে কোন ফলোদয় হইতে পারে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে হিন্দুমত প্রচার।

(গত মাসের পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

আমরা গত মাসের পত্রিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কতকগুলি হিন্দু দার্শনিক মত প্রচারের বিষয় পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি মতের প্রচারের বিবরণ পাঠকবর্গকে বিদিত করিব।

কয়েক বৎসর হইল ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস নগরে "French Spiritist Society" অর্থাৎ "ফরাসীস আত্মবাদী সভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যেরা বলেন যে তাঁহারা মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার সহিত নানা উপায়ে কথোপকথন করিতে পারেন ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে পরলোকে আত্মার অবস্থার বিবরণ অবগত হইতে পারেন। ইহাঁরা কতকগুলি ফরাসীস ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, ও সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তির আত্মাদিগের নিকট হইতে পরলোকে মনুষ্য আত্মার অবস্থার বিবরণ সমস্ত জানিয়াছেন এবং ইহাদিগের সভার সভাপতি এলান কার্ডেক (Allan Kardec) তাহা ফ্রেঞ্চ ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এনা ব্লাকওয়েল (Anna Blackwell) নাম্নী ইংলণ্ডীয়া কোন বিদ্যাবতী ললনা তাহার ইংরাজী ভাষায় "Heaven and Hell" "স্বর্গ ও নরক" নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ পরলোকগত আত্মারা, যোনি-ভ্রমণ ও

পৃথিবীতে আত্মার পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফলভোগ, সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের এই দুইটি মত সত্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পরলোকগত আত্মাদিগের সহিত ফরাসীস আত্মবাদী সভার সভ্যেরা কথোপকথন করেন এই কথা কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সেই সকল আত্মাদিগের কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহারা উক্ত মতদ্বয় ইউরোপে প্রচার করিতেছেন। ইহাঁরা ঐ দুইটি মতের যথার্থতা ও যুক্তিযুক্ততা দেখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের দল বৃদ্ধি করিতেছেন।

হিন্দুদিগের ন্যায় ফরাসীস আত্মবাদী সভার সভ্যেরা বলেন যে, যে আত্মা পৃথিবীতে একবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া,জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি মনুষ্যোচিত কার্য্য না করিয়া,অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া থাকে ও পাপাচরণ করে তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যদেহ ধারণ করত জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং যে জন্মে সে প্রকৃতরূপে জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মাচরণ করিয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ হয় সেই জন্মের পর অবধি সে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি লাভ করে। হিন্দুমতাবলম্বী ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় ফরাসীস আত্মবাদীরা উপদেশ দেন, "If you dread re-incarnation in this world, on account of the miseries of human life, you may escape from that necessity by doing, in your present-life, all that you ought to do, that is to say, in working out your own improvement."* "যদি তুমি মনুষ্য জন্মের দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার আশঙ্কায় পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হও তাহা হইলে তোমার এই বর্ত্তমান জীবনেই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থাৎ তোমার আত্মার সম্যক উন্নতি সম্পাদন কর।"

হিন্দুদিগের ন্যায় ফরাসীস আত্মবাদী সভার সভ্যেরা কর্ম্মফলভোগ মানিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন না করিয়া অধর্ম্মাচরণে কালক্ষেপ করিয়াছিল তাহাকে ইহজন্মে সেই অধর্ম্মাচরণের দণ্ডস্বরূপ নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আবার যে মনুষ্য ইহ জীবনে ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করে না তাহাকে পরজন্মে তাহার দণ্ড স্বরূপ অনেক দুঃখ,যন্ত্রণা, কষ্ট ভোগ করিতে হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারা বলেন "There is no suffering in your present life that is not the echo of suffering which you have caused to others in the past; every privation you endure is the counterpoise of an excess of which you have been guilty in a former life; every tear you shed is needed to wash away some fault or some crime."† "ইহ জীবনে তোমাকে এমন একটিও কষ্ট সহ্য করিতে হয় না যাহা তোমার পূর্ব্বজন্মে তুমি অন্যকে যে কষ্ট দিয়াছিলে তাহার ফল নহে, ইহ জীবনে তোমাকে এমন একটিও অভাব ও দরিদ্রতা হইতে কষ্ট পাইতে হয় না যাহা তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন অপরিমিতাচারের ফল নহে; তোমার চক্ষু হইতে পতিত প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন একটি দোষ কিম্বা পাপ ধৌত করিবার নিমিত্ত আবশ্যক।"

শত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গঙ্গা, যমুনা ও স্বরস্বতী নদীতীরে যে সকল মত প্রচারিত হইত, অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে ডেনিউব, রাইন্, ও সীন্ নদী তীরে সেই সকল মত পুনরায় আপনা হইতেই প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় একটি চলিত কথা আছে "History repeats itself," এই বাক্য-

* Heaven and Hell. P, 244.

† Heaven and Hell, P, 424.

টির যথার্থতা বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে হিন্দু মত সকলের পুনঃ-প্রচাররূপ ঘটনা দ্বারা যেমন প্রমাণীকৃত হইতেছে এমন বোধ হয় ইতি পূর্ব্বে আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা হয় নাই। বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক পরলোকগত ডফ্ সাহেব স্কট্‌লণ্ডের ফ্রী চর্চের অধিনায়ক সভার সভাপতি ছিলেন; তিনি ঐ সভার একটি অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে আমরা যেমন হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি তেমনি তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মে আমাদিগকে নিঃস্তব্ধ ভাবে আকর্ষণ করিয়া বৈরনির্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং জর্ম্মেনী দেশে অদ্বৈত মতের প্রাবল্য আপনার বাক্যের উদাহরণ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

এস্কিমো জাতি।

দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্ব প্রান্তস্থ লেব্রেডর নামক উপদ্বীপ হইতে বেয়ারিং উপসাগর পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র পাঁচ শত ক্রোশ সমুদ্র-তীর ব্যাপিয়া এস্কিমো নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে। পর্য্যটকেরা বলেন যে আমেরিকার যত উত্তরে যাওয়া যায় এই জাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মনুষ্যেরা মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষী ও মৎস্যাহরণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। আরব দেশীয় বেডউইন, স্পেন দেশীয় জিপসী, ও ভারতবর্ষীয় বেদেদিগের ন্যায় ইহারা প্রায় এক স্থানে বাস করে না। শীতকালে উত্তর আমেরিকার দারুণ শীতাধিক্য প্রযুক্ত ইহারা এক স্থানে বাস করে বটে, কিন্তু গ্রীষ্মের আরম্ভে হরিণ ও সীল মৎস্য শীকার করিবার জন্য তাম্বুসহ ইহারা পর্য্যটনে বাহির হয়। ইহাদিগের উভয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা পশু-চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাজামা ও পিরান এবং লম্বা বুট জুতা পরিধান করে। এস্কিমোদিগের বাটী সচরাচর প্রস্তর কিম্বা পর্ণ-নির্ম্মিত। ঐ বাটীর মধ্যে একটি চতুষ্কোণ গৃহ থাকে; বাটীর এক পার্শ্বে একটি সুড়ঙ্গ থাকে, সেই সুড়ঙ্গ দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে হয় এবং অন্য তিন পার্শ্বে শয়নের জন্য বারাণ্ডার মত থাকে, সেইখানে নিবাসীরা শয়ন করে। এই প্রকার প্রত্যেক বাটীতে এক হইতে বিংশতি লোকবিশিষ্ট তিনটি চারিটি পরিবার বাস করে। রন্ধন-পাত্র, নৌকা, তুষারাবৃত ভূমির উপর দিয়া গমনের নিমিত্ত শ্লেজ্‌নামক চক্রহীন গাড়ি, শীতকালের নিমিত্ত সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি সমস্ত বস্তু বাটীস্থ সকলের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। কেবল মৎস্য ধরিবার যন্ত্র ও কায়াক্ নামক জেলেডিঙ্গী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদিগের রন্ধন-পাত্র সোপ-প্রস্তর নামক প্রস্তরে ও তিমি মৎস্যের অস্থিতে নির্ম্মিত। ধাতু-নির্ম্মিত কোন সামগ্রী ইহাদিগের নিকট অতিশয় মূল্যবান। ইহারা বল্লম ও বড়শা প্রভৃতি অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা বড়শা নিক্ষেপে এরূপ নিপুণ যে উহা দ্বারা পক্ষী বিদ্ধ করিয়া বধ করিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে এক বিবাহ করাই নিয়ম; কিন্তু স্ত্রী কিম্বা স্বামী ত্যাগ ও দ্বিতীয় স্ত্রী-গ্রহণ-প্রথাও প্রচলিত আছে। নববিবাহিত দম্পতী স্বামী কিম্বা স্ত্রীর পিত্রালয়ে বাস করে। এস্কিমোদিগের কতকগুলি অদ্ভুত নিয়ম ও রীতি আছে। ইহাদিগের রাজা কিম্বা সম্রাটের ন্যায় কোন সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা বা নায়ক নাই। পিতাই প্রত্যেক গৃহের কর্ত্তা, কিন্তু বহু-গৃহ-পূর্ণ একটি গ্রামের মধ্যে সাধারণের মত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শাসন নাই। ইহাদিগের মধ্যে একটি অদ্ভুত

নিয়ম এই যে যদ্যপি এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকট হইতে কোন একটি যন্ত্র বা অস্ত্র ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহা হারাইয়া ফেলে কিম্বা অন্য কোনরূপে নষ্ট করে তাহা হইলে তাহার জন্য তাহাকে দায়ী বা দোষী হইতে হয় না। ইহাদিগের মধ্যে কোন বিচারালয় নাই, কোন দোষ ও পাপের জন্য সাধারণের ভৎর্সনা ও ঘৃণার পাত্র হওয়া ব্যতীত অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থাও নাই। এই স্থলে ইহা স্মরণ করা আবশ্যক যে এস্কিমো জাতি অত্যন্ত দরিদ্র, অতএব ইহাদিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি ও ঐ প্রকার দোষ সকল সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। ইহারা স্বভাবতঃ শিষ্ট ও নম্র এই জন্য ইহাদিগের মধ্যে কলহ বিবাদও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীস্থ অন্যান্য কোন কোন জাতির ন্যায় এস্কিমোরা আপনাদিগের সন্তানের পিতামহের নামে নামকরণ করে। সন্তানকে পরাক্রমশালী শিকারী করিবার জন্য পিতা খাদ্য দ্রব্যের পাত্রের নিম্নে জুতা রাখিয়া খাদ্য ভক্ষণ করে এবং তাহার এক বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার মাতা তাহাকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া থাকে। বোধ হয় এই শেষোক্ত রীতিটি এস্কিমো জাতি আপনাদিগের প্রতিবাসী ভল্লুকদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে।

এস্কিমো জাতিরা অসভ্য হইলেও, ইহারা ধর্ম্ম-শূন্য জাতি নহে। ইহারা আত্মার অমরত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং কর্ম্ম-ফল-জনিত যোনি ভ্রমণ মতেও বিশ্বাস করে। ইহাদিগের মতে পৃথিবী কতকগুলি দেবতা কর্ত্তৃক প্রশাসিত হইয়া থাকে, এবং আকাশে একটি লোক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে আর একটি লোক আছে, এই দুই লোকে মনুষ্যের আত্মা মৃত্যুর পর গমন করে। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে স্বর্গ আকাশের উপর স্থিত ও নরক পৃথিবীর নিম্নে স্থিত কিন্তু ইহাদিগের বিশ্বাস তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বলে যে আকাশস্থিত লোক দুঃখের স্থান ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্থিত লোক সুখের স্থান; পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ উর্ব্বর সুখময় লোকে ধার্ম্মিকেরা, এবং আকাশস্থ শীতল ও অনুর্ব্বর লোকে পাপীরা গমন করে। ইহারা আরও বিশ্বাস করে যে দেবতাগণের উপরে এক জন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আছেন। তিনি কখন কখন কোন কোন মনুষ্যকে সাধারণের মঙ্গলার্থ উক্ত দেবতাগণ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রদান করেন। ঐ সকল মনুষ্যকে ইহারা এঞ্জিকক বলিয়া থাকে। এঞ্জিককেরা মৃত ব্যক্তিগণের আত্মা ডাকিয়া উপস্থিত করিতে পারে এবং ইংলণ্ডীয় আত্মবাদী হোম সাহেব প্রভৃতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারে। এক জন এঞ্জিককের পদদ্বয়ের মধ্যে মস্তক বাঁধিয়া একটি অন্ধকার গৃহের মেজিয়ার উপর রাখিয়া দিলে কোন মৃতব্যক্তির আত্মা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আলোক প্রকাশ করিয়া সহসা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে এবং ঐ গৃহস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তাহাকে যে প্রশ্ন করা হয় সে তাহার উত্তর দিয়া থাকে। অসভ্য এস্কিমো জাতির মধ্যে প্রচলিত এই ব্যাপারটি সুসভ্য ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ও ইংলণ্ডনিবাসী আত্মবাদিগণের মধ্যে প্রচলিত মৃত ব্যক্তির আত্মা নামাইবার প্রথার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এস্কিমোরা বিশ্বাস করে কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন দেবতার সহিত মিলিত হইয়া কোন গূঢ় স্বার্থসাধন বা মন্দ অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারে; মৃতব্যক্তিরা ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে এবং সঙ্গীত ধ্বনি করিয়া বা শীশ দিয়া আপ-

নাদিগের আবির্ভাব জানাইয়া থাকে, কখন স্বশরীরেও প্রকাশ হয়। তাহারা বিশ্বাস করে সূর্য্য স্ত্রী, চন্দ্র পুরুষ; পৃথিবী হইতে চন্দ্রে যাইবার পথে এক ভয়ঙ্করী ডাকিনী বাস করে, সে যে পথিককে হাসাইতে পারে তাহাকে বধ করিয়া থাকে। এই সকল নানা প্রকার অদ্ভুত কুসংস্কার এস্কিমোদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভবিষ্যৎ অমঙ্গল দূর করিবার জন্য ইহারা কবজ পরিধান, উপবাস এবং দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এস্কিমোদিগের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে অত্যন্ত অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ধর্ম্মে বিশ্বাস বিদ্যমান আছে।

জৈনদিগের সম্প্রদায়-ভেদ এবং ধর্ম্ম প্রচার।

আমরা জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় যথাসম্ভব বর্ণনা করিয়া, জৈনদিগের ধর্ম্মের মূল সূত্র এবং জৈন সিদ্ধ পুরুষদিগের বিষয় যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছি। তৎপরে জৈন গ্রন্থ সমূহ হইতে অর্হৎগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। এক্ষণে জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ এবং জৈনধর্ম্ম-প্রচারের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর-চরিতে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে মহাবীর শিষ্যদিগের সহিত গঙ্গার উভয়তীরস্থিত প্রদেশ সমূহে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। বিহার, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, অপাপপুরী প্রভৃতি স্থানে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবিতকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল সুধর্ম্ম এবং গৌতম তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন। গৌতম শীঘ্রই মানবলীলা সম্বরণ করেন। একমাত্র সুধর্ম্মই জৈনমত বিষয়ে উপদেশ দিতে অবশিষ্ট ছিলেন। সুধর্ম্মের প্রধান শিষ্য জম্বুস্বামী এবং তদনন্তর তাঁহার শিষ্যগণ জৈনধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন। মহাবীরের সময় হইতে জৈনদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-বন্ধন হইবার সূত্রপাত হয়। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় বন্ধন করেন। এইরূপে জৈনদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া উঠে।

জৈনেরা দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দিগম্বরদিগের পরিধান বাস নাই বলিয়া তাহাদিগকে দিগম্বর বলিত। দিগম্বর জৈনগণ আপনাদিগকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া অভিমান করে। ইদানীং ইহারা রক্তাম্বর বা রক্তপট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ ইহারা এক্ষণে আহার-কাল ব্যতীত অন্য সকল সময় রক্তবস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিগম্বরেরা শ্বেতাম্বরদিগের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া থাকে। দিগম্বর জৈনেরা তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি সকল বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া রাখে না। ইহারা ষোড়শবিধ স্বর্গ এবং শতবিধ স্বর্গস্থ ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। ইহারা সম্মার্জ্জনী বা জলপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় না, কিন্তু শ্বেতাম্বর জৈনগণ শ্বেত বসন পরিধান করে এবং আপনাদিগকে পার্শ্বনাথের শিষ্য বলিয়া খ্যাপন করে। শ্বেতাম্বর জৈনেরা তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি সকল বসন ভূষণাদিতে ভূষিত করিয়া রাখে এবং সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি স্বর্গ ও চতুঃষষ্টি সংখ্যক ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহারা সম্মার্জ্জনী এবং জল-কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে অজ্ঞাত-

সারে কোন জীবের প্রাণহিংসা নিবারণের জন্য তাহারা হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা কোন স্থান পরিষ্কার করিয়া তবে তথায় উপবেশন করে। কমণ্ডলু করিয়া জল লইবার প্রয়োজন এই যে অন্য-প্রদত্ত জল পান করিতে হইলে যদি সেই জলে কীটাদি কোন জীব থাকে তাহা হইলে তাঁহারা জীবহিংসা করিবেন এবং তজ্জন্য পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। ইত্যাদি নানা বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবম্বিধ মতভেদ আছে বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সময় ঘোরতর বিবাদ হইয়া থাকে। উপরি উক্ত সম্প্রদায় ব্যতীত জৈনদিগের সাধারণতঃ যতি এবং শ্রাবক এই দুই সম্প্রদায় আছে। যতিগণ উদাসীন এবং যোগী। ইহারা কেবল ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী দ্বারা জীবন যাপন করে, কোন প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ভাল বাসেনা, স্ত্রীলোকদিগের সহবাস ঘৃণা করে এবং লোকালয়-শূন্য প্রদেশে মঠ রচনা করিয়া তথায় বাস করে। ইহারা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" মত অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রদর্শন করে। ইহারা সম্মার্জ্জনী দ্বারা উপবেশনস্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় উপবেশন করে। ইহারা কথন কিন্তু জৈন মন্দিরের পুরোহিত হয় না, পৌরোহিত্য কার্য্য প্রায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যতিরা পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বটে কিন্তু জৈনমন্দিরের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। শ্রাবকেরা সংসারী। শ্রাবকগণ যতিদিগকে ভিক্ষা প্রদান করে এবং পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই তীর্থঙ্করদ্বয়ের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করে। শ্রাবকেরা অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে। শ্রাবকেরা গৃহস্থ এবং সংসার-নিবিষ্ট কিন্তু যতিরা সংসারত্যাগী এবং স্বল্পাহারী ক্লেশসহিষ্ণু সন্ন্যাসীমাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া যতি হইয়া থাকে তাহারা দেবতার্চ্চনা প্রভৃতি করে না। জৈন শ্রাবকেরাই মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্কর প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। ইহারা যে কেবল তীর্থঙ্করদিগের পূজা করে তাহা নহে, অনেক হিন্দু দেব দেবীরও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তীর্থঙ্করদিগের জীবন-বৃত্তান্তে যে সকল হিন্দুদেবতার উল্লেখ আছে, ইহারা তাহাদিগের পূজা করে। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদও একপ্রকার প্রচলিত আছে। ইহারা কোন প্রকার জীবের প্রতি হিংসা করে না এবং বৎসরের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবসে লবণ, অম্ল, মধু, ফল, মূল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ব্যবহার করে না। ইহারা নীতিশাস্ত্রের পাঁচটি নিয়ম সবিশেষ পালন করে। সে পাঁচটি নীতি এই,

(১) জীবহত্যা করা উচিত নহে।

(২) সর্ব্বদা সত্য কহা উচিত।

(৩) সরল এবং সৎস্বভাব হওয়া উচিত।

(৪) পতি ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক হওয়া, অন্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত নহে।

(৫) পার্থিব বাসনা সমূহ দমন করা একান্ত আবশ্যক।

ইহারা দান, ভক্তি, নম্রতা এবং প্রায়শ্চিত্ত এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মন সংযত করিয়া রাখে। ইহারা বৈমানিক, ভুবনপতি জ্যোতিষ্ক এবং ব্যন্তর এই চারি প্রকার দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এই দেবতা সমূহ কিন্তু তীর্থঙ্করদিগের সমান নহে। ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি বর্ত্তমান এবং অতীত কল্পের দেবগণ বৈমানিক অর্থাৎ বিমানবাসী। অসুর কুমার, নাগকুমার প্রভৃতি দশবিধ দেবতারা ভুবনপতি। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ,

নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিঃ পদার্থ সকল জ্যোতিষ্ক দেবতা। এবং রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি অষ্টবিধ ব্যন্তর দেবতা। এই সমস্ত দেবতাই মৃত্যুর অধীন, কেবল জ্যোতিষ্ক দেবতারা নহেন। জৈনদিগের সম্প্রদায় সকল এক প্রকার উল্লিখিত হইল। দিগম্বরদিগকে বিবসন, মুক্তবসন এবং মুক্তাম্বর এই ত্রিবিধ নামেও নামিত করে। শ্বেতাম্বরদিগকে লুঞ্চিতকেশ নামেও অভিহিত দেখা যায়; কারণ তাঁহারা শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করিবার সময় কখন কখন অকস্মাৎ মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলেন। প্রবাদ আছে যে পার্শ্বনাথ সন্ন্যাসী হইয়া স্বমস্তক হইতে পাঁচ গুচ্ছ কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলেন। অতঃপর জৈনধর্ম্ম প্রচারের কথা।

জৈনদিগের গ্রন্থনিচয় এবং স্তুপ প্রভৃতি পরিদর্শন করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে বিহার এবং বারাণসী প্রদেশেই জৈনধর্ম্ম সমুদ্ভূত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। মহাবীর বিহারের অন্তর্গত পাবন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বারাণসী পার্শ্বনাথের জন্মস্থান। গঙ্গার উভয় তীরে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কান্যকুব্জ প্রদেশে যে বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন তাহা আমরা চাঁদকবি প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই। বঙ্গদেশে কোন কালে জৈনধর্ম্মের প্রচার হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যেই জৈনধর্ম্মের প্রচার বিশেষ রূপে হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে গুজরাটের রাজগণ জৈনমত গ্রহণ করেন। এই সময়েই বোধ হয় মারওয়ার এবং চালুক্য প্রদেশের রাজগণ জৈন হয়েন। অদ্যাপি মারওয়ার, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে জৈনধর্ম্মের বিবিধ চিহ্ন উজ্জ্বল রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই জৈনধর্ম্ম করমণ্ডল উপকূলে প্রচারিত হইয়াছিল। মধুরা মহীশূর প্রভৃতি জনপদে জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে ছিল। অবশেষে কেবলমাত্র বিজয় নগরে জৈনধর্ম্মের প্রভাব ছিল, অন্যত্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে এবং দক্ষিণাংশে জৈনধর্ম্মের বহুসংখ্যক কীর্ত্তিস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

অধুনাতন কালে বঙ্গদেশেও অনেক জৈনের বাস হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীরা জৈনধর্ম্মাবলম্বী, এই নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে কতকগুলি জৈন-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা নগরীতেও অনেক জৈন বাস করেন। ইহাঁরা সকলেই ব্যবসায়ী। প্রতিবৎসর কলিকাতায় জৈনেরা পার্শ্বনাথকে মহোৎসব এবং মহা জাঁকজমকের সহিত নগর ভ্রমণ করান। কলিকাতার পূর্ব্বপার্শ্বে মানিকতলার পোলের নিকট একটি জৈন মন্দির আছে। ইহা বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে স্থিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বদ্রিদাস ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহাতে জৈন দশম অর্হৎ শীতলনাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জৈনমন্দির নানাবিধ কারুকার্য্যে শোভিত এবং অতি চমৎকার। ইহার ভিতরের যে কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা না দেখিলে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ছাদটি গম্বুজাকার এবং তদুপরি বহু সংখ্যক স্বর্ণরঞ্জিত চূড়া বিরাজমান। গম্বুজের নিম্নভাগে নানাবিধ চিত্র এবং তন্নিম্নে যে কত শত মণিমুক্তা গৃহ আলোকিত করিয়া লম্বমান রহিয়াছে তাঁহার সংখ্যা করা যায় না। গৃহতল উৎকৃষ্ট শ্বেত-প্রস্তর-রচিত এবং নানাবিধ সুগন্ধে সুবাসিত। প্রতি দিন সায়ংকালে শীতলনাথের আরত্রিক হইয়া থাকে। দোলপূর্ণিমার দিন এই মন্দিরে মহোৎ-

সব হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের মন্দির অপেক্ষা জৈনদিগের মন্দির সকলের গঠন-প্রণালী সর্ব্বত্রই অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। বিহার প্রদেশের নানাস্থানে বহুসংখ্যক জৈনমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। বারাণসীতেও অনেক জৈন মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু জয়পুর ও মারওয়ার প্রভৃতি প্রদেশে যত জৈন মন্দির আছে অন্য কুত্রাপি তত নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলে জৈন-মন্দির আছে। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থলে জৈনদিগের বাস আছে। অল্পে বলিতে গেলে জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বাণিজ্যাদি নানা কারণ বশত ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে জৈনদিগের অনন্ত কালের বিবিধ বিভাগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। হেমচন্দ্রাচার্য্য-বিরচিত অভিধান-চিন্তামণির দ্বিতীয় কাণ্ডের ৪০—৫০ শ্লোকে জৈন কালনির্ণয় বর্ণিত আছে। জৈনদিগের কাল দ্বিবিধ, উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী। বিংশতি কোটি কোটি সাগর এই উভয় কালের পরিমাণ। প্রত্যেক দিকে এক যোজন পরিমিত গহ্বরে ছিন্নকেশ রাশীকৃত থাকিলে তাহা হইতে এক একটি কেশ যদি একশত বৎসর অন্তর তুলিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা যায়,তাহা হইলে যত সময়ে সেই সমস্ত গহ্বর কেশশূন্য হইবে, সেই অপরিমিত কালের নাম সাগর বা সাগরোপম। দশ কোটি কোটি পল্যে এক সাগর হয়। এই উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী কালদ্বয়ের প্রত্যেকেই ছয় অরে বিভক্ত; অতএব কালচক্র দ্বাদশ অরে বিবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং এক অরও অপরিমিত কাল। শকট-চক্রের অর থাকে বলিয়া কালচক্রের ভাগকে অর নাম দেওয়া হইয়াছে। উৎসর্পিণীকালে জীবগণ একান্ত দুঃখ হইতে একান্ত সুখে ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। আর অবসর্পিণীকালে জীবগণ একান্ত সুখ হইতে ক্রমশঃ একান্ত দুঃখে অবনত হয়। উৎসর্পিণীকালের যে অ-রাখ্য ছয় যুগ আছে তাহার প্রথম অরে বা যুগে মনুষ্যের একহস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য এবং ষোড়শ বৎসরমাত্র জীবিত কাল। দ্বিতীয় যুগে সপ্তহস্ত প্রমাণ দৈর্ঘ্য এবং শতবৎসর আয়ুঃ কাল। তৃতীয় যুগে এক কোটি বৎসর আয়ুঃকাল এবং ৫০০ ধনুঃ দৈর্ঘ্য। চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যুগে ক্রমান্বয়ে এক দুই ও তিন গব্যূতি দৈর্ঘ্য এবং এক, দুই ও তিন পল্য আয়ুঃকাল। এই শেষ তিন অরে বা যুগে মনুষ্যেরা কল্পদ্রুমের ফলে সন্তুষ্ট থাকিত। পল্য পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; গব্যূতি সার্দ্ধ এক ক্রোশ এবং ধনুষ্ চতুর্হস্ত পরিমাণ। এইরূপ অবসর্পিণী কালের ছয় যুগে ক্রমশঃ অবনতি হইয়া থাকে; সুতরাং উৎসর্পিণী কালের ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম যুগ ক্রমান্বয়ে অবসর্পিণী কালের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যুগ হইবে। অবসর্পিণীকাল শেষ হইলে আবার উৎসর্পিণীকাল আরম্ভ হইবে। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে জৈনেরা হিন্দু পৌরাণিকদিগের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে কল্পনা-সেবক বলিয়া কালের এতাদৃশ অসম্ভব বিভাগ করিয়াছে। অর্হৎগণের জীবনীতেও এই কালের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অভিধান-চিন্তামণির তৃতীয় কাণ্ডের ৩৫৫—৩৬৩ শ্লোকে ৬৩ জন জৈনদিগের শলাকা পুরুষ অর্থাৎ বিখ্যাত পুরুষের নামোল্লেখ আছে। চতুর্বিংশতি সংখ্যক জিন বা অর্হৎ, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, নব বাসুদেব, নব শুক্ল বলদেব এবং নব প্রতিবাসুদেব সমষ্টিতে ত্রিষষ্টি সংখ্যক। চতুর্বিংশতি অর্হৎগণের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী যথা—ঋষভপুত্র ভরত; সুমিত্রাত্মজ

সগর, বিজয়-তনয় মঘবা, অশ্বসেন নৃপতি-নন্দন শনৎকুমার, বিশ্বসেন-তনয় শান্তিজিন, সূরপুত্র কুন্থুজিন, সুদর্শনাত্মজ অরজিন, কার্ত্তবীর্য্য শুভূম, পদ্মোত্তর-পুত্র পদ্ম, হরিসুত হরিষেণ, বিজয়-নন্দন জয় এবং ব্রহ্মসূনু ব্রহ্মদত্ত। এই দ্বাদশ চক্রবর্ত্তীই জৈনদিগের ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভূত। নব বাসুদেবের নাম যথা—প্রাজাপত্য ত্রিপৃষ্ঠ, ব্রহ্মসম্ভব দ্বিপৃষ্ঠ, রুদ্রতনয় স্বয়ম্ভু, সোমজ পুরুষোত্তম, শৈবি বা শিবজ পুরুষসিংহ, মহাসীরঃ-পুত্র পুরুষ-পুণ্ডরীক, অগ্নিসিংহ-নন্দন দত্ত, দাশরথি নারায়ণ (রামচন্দ্র?) এবং বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ। নব শুক্ল বলদেবদিগের নাম যথা—অচল, ভদ্র; বিজয়, সুপ্রভ, সুদর্শন, আনন্দ, নন্দন, পদ্ম এবং রাম (বলরাম?) নব প্রতি বাসুদেব বা বাসুদেব শত্রুদিগের নাম যথা—অশ্বগ্রীব; তারক, মেরক, মধু, নিশুম্ভ, বলি, প্রহ্লাদ, লঙ্কেশ্বর (রাবণ,) এবং মগধেশ্বর (জরাসন্ধ)। এই ত্রিষষ্টিসংখ্যক পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া হেমচন্দ্রাচার্য্য বহুসংখ্যক হিন্দু নাম কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে পরমার্হৎ কুমারপালের নাম করিয়াছেন। এই হিন্দুনাম সকল বৈণ্য, পৃথু, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ষড়বিংশতি সংখ্যক। কেবল শেষনাম কুমারপালের চৌলুক্য, রাজর্ষি এবং পরমার্হৎ এই বিশেষ বিশেষণ দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল কুমারপালই ইহাদিগের মধ্যে জৈন ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের ১১—৪৬ শ্লোকে হেমচন্দ্রাচার্য্য ভূগোল বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ, ঐরাবতবর্ষ, বিদেহবর্ষ এবং কুরুবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। ৪।১৪ শ্লোকে আর্য্যাবর্ত্তের এই বর্ণনা করিয়াছেন,

> আর্য্যাবর্ত্তো জন্মভূমির্জিনচক্র্যর্দ্ধচক্রিণাং।
> পুণ্যভূরাচারবেদী মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ॥

হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি আচারবেদি, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত জিনচক্রী এবং অর্দ্ধচক্রীদিগের নিবাসস্থান। এতদ্ব্যতীত হেমচন্দ্র অন্তর্ব্বেদি, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মবেদি ও মধ্যদেশের স্থাননির্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সমস্থলী অন্তর্ব্বেদি; সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত; কুরুক্ষেত্র-স্থিত ব্রহ্মবেদি এবং প্রয়াগের পশ্চিম এবং সরস্বতীর অদর্শনস্থান বিনশনের পূর্ব্বে স্থিত মধ্যদেশ। তদনন্তর ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক জনপদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

জৈনদিগের বিশ্বাস যে পৃথিবী অসংখ্য দ্বীপ বিশিষ্ট। প্রথম জম্বুদ্বীপ, ইহার মধ্যস্থলে সুদর্শমেরু পর্ব্বত এবং চতুর্দিকে লবণোদধি। এই লবণ সমুদ্রের পারে ধাতুকী দ্বীপ, ইহাতে বিজঙ্গ ও অচল নামে দুই পর্ব্বত আছে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে কালোদধি। এই কৃষ্ণ সমুদ্রের পারে পুষ্কর দ্বীপ, ইহাতে মন্দীরা এবং বিদ্যুন্মালী নামে দুই পর্ব্বত আছে এবং ইহার অর্দ্ধাংশমাত্র মনুষ্যগম্য, যেহেতু অনুলঙ্ঘনীয় মানুষোত্তর পর্ব্বত ইহার মধ্যভাগে উত্থিত হইয়া ইহার অর্দ্ধাংশ ব্যবহিত ও মনুষ্যের অগম্য করিয়াছে। এই পৃথিবীর নিম্নে সপ্ত নরক আছে; যথা—রত্নপ্রভা, শর্করপ্রভা, বালুকপ্রভা, পঙ্কপ্রভা, ধূমপ্রভা, তমপ্রভা এবং তমতমপ্রভা। আর পৃথিবীর উপরে পঞ্চ বিমান বা দেবতাদিগের বাসস্থান আছে; যথা—অপরাজিত, জয়ন্ত, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, বৈজয়ন্ত এবং বিজয়। পরপ্রস্তাবে জৈনধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে প্রকটিত হইবে।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইউরোপের উপকার সাধন।

ইউরোপখণ্ড পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতাব্দি হইতে দশম শতাব্দি পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল। সেই অন্ধকার অতি গাঢ়;

অতিবিরল একটি একটি বিদ্বান লোকের অধিষ্ঠান দ্বারা স্থানে স্থানে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের কিঞ্চিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছিল। এক জন পাদ্রি অন্য লোককে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার এবং নিজে লাটিন কবিতা অধ্যয়ন করিবার জন্য পোপ মহান্ গ্রিগরির দ্বারা ভৎর্সিত হইয়াছিলেন। বিষয়ী কিম্বা পাদ্রীর, রাজা কিম্বা কৃষকের সামান্য বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না। রোম নগরে এমন একটি লোক ছিল না যে বর্ণমালাও জানিত। শার্লমেন রাজার সময়ে স্পেন দেশের কোন পাদ্রিই সামান্য একটি পত্র লিখিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডরাজ এল্‌ফ্রেড বলেন যে টেম্‌জ নদীর দক্ষিণে কোন পাদ্রি সামান্য ঈশ্বর-স্তোত্র অথবা প্রার্থনা বুঝিতে কিম্বা একটি লাটিন পত্র স্বদেশীয় প্রচলিত ভাষাতে অনুবাদ করিতে পরিতেন এমন তাঁহার স্মরণ হয় না। যখন ইউরোপ খণ্ড সহস্র বৎসর জ্ঞানরাজ্যে আধিপত্য করিয়া অজ্ঞানাবর্ত্তে এইরূপ দ্রুত বেগে নিপতিত হইতেছিল তখন আরবদেশীয় অবজ্ঞাস্পদ বর্ব্বরদিগের মধ্যে একটি মহা বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল। সে বিপ্লব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের উপদেশজনিত। বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় মহম্মদের শিষ্যগণ দ্বারা ইউরোপের উপকার সাধন। যদ্যপি এই বিষয়ের সহিত মহম্মদের চরিত্র, জীবন, ও উপদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তথাপি শেষোক্ত বিষয় এরূপ বিস্তারিত ও বিশাল যে তাহা সংক্ষেপে সারা কঠিন। অতএব আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইব না। এস্থলে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের দ্বারা মহম্মদ লোভপরবশ ও বৈরনির্যাতনপ্রিয় নরপিশাচরূপে অথবা নির্ব্বোধ ও অনিষ্টকর প্রতারকরূপে বর্ণিত হইয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহার গুণাগুণ অপক্ষপাতে বিচারিত হইতেছে। সম্প্রতি চর্চ্চ আব ইংলণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলীর একজন পাদ্রা আপনার প্রকাশিত একটি গ্রন্থে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের প্রতি বিশেষ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় আর কোন প্রচলিত ধর্ম্ম এত শীঘ্র প্রচারিত হয় নাই এবং কোন প্রচলিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা তদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকা বিষয়ে এতদ্রূপ দৃঢ়তা প্রকাশ করে নাই, এবং কোন ধর্ম্ম উহার ন্যায় দ্বাদশ সহস্র শতাব্দির অধিক কাল স্থিতি করিয়াও এতদ্রূপ আদিম তেজস্বিতা ও আড়ম্বরশূন্যতা অদ্যাপি ধারণ করিয়া থাকার বিষয়ে গর্ব্ব করিতে সক্ষম হয় না।

হিজরী শকের প্রারম্ভ হইতে মহম্মদের মৃত্যু পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরব দেশ তাঁহার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সিন্ধু নদীর সাগরসঙ্গমস্থান হইতে স্পেন দেশের দোরো নদীর মুখ পর্য্যন্ত এবং কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে বেবলমেণ্ডবের প্রণালী পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিকে আপনাদিগের রাজদণ্ডের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি বাল্যকালে উক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে মদীনার পথে সঙ্গীবিহীন নিরাশ্রয় পলাতক ব্যক্তিরূপে দেখিয়াছিলেন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ না হইতে হইতে ডামাস্কসের সিংহাসনে অধিরূঢ় তাঁহার উত্তরাধিকারীকে এক সৈন্যদল ইস্তাম্বোল আক্রমন করিতে, অন্য সৈন্যদল মরোকা পরাজয় করিতে, অপর এক সৈন্যদল অক্‌সস্ নদীর পর পারস্থ দেশ আক্রমণ করিতে, স্বীয় অর্ণবপোত সকল ভূমধ্যস্থ সাগর পরিভ্রমণ করাইতে এবং নিজ রাজকোষ পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও আরবের কর

দ্বারা পূর্ণ করিতে দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান মনুষ্যজাতির সহিত সংসর্গ-প্রভাবে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ও কৌতূহল-গুণ-সমন্বিত আরবজাতি শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কালিফ আব্দল মালিকের কালে আরব দেশে একটি টঙ্কশালা সংস্থাপিত হয়। ইহা আরবদিগের মধ্যে একটি নূতন ব্যাপার। সকল দেশে সকল কালে যেরূপ হইয়া থাকে প্রাচীন-প্রথানুরক্ত কতকগুলি নির্ব্বোধ ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি এই নূতন ব্যাপারের বিরোধী হইল। কিন্তু তাহারা তাহাদিগের প্রতিবন্ধকতাচরণে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কালিফ ওয়ালিদ যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যাঁহার রাজপ্রাসাদ এশিয়া খণ্ডের বোথারা এবং ইউরোপ খণ্ডের টোলিডো নগরের লুণ্ঠিত দ্রব্য দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল, তিনি মুসলমান স্থাপত্য বিদ্যার এক জন উৎসাহ-দাতা ছিলেন। মরুভূমিবাসী অসভ্য আরবেরা বৃহন্নগরে বাস করিয়া এবং প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধশিক্ষার অধীন হইয়া ক্রমে সুসভ্য ও অনুশিষ্ট হইতে লাগিল। যদ্যপি মুসলমানদিগের এই সময়ে আত্মবিচ্ছেদ না হইত তাহা হইলে আরবদিগের জয়স্রোত কিছুতেই নিবারিত হইত না। এই সময়ে আব্বাস ও ওমেয়া রাজ বংশদ্বয়ের মধ্যে স্মরণীয় বিরোধ উপস্থিত হইল এবং তাহা আরবদিগের রাজ্য বিস্তারের উচ্চাভিলাষ খর্ব্ব করিল। আব্বাস বংশীয়েরা এশিয়া ও আফ্রিকার রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বোগদাদ নামক স্থানে আপনাদিগের শোভন রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। ওমিয়ো বংশের শেষ রাজা স্পেনে পলায়ন করিয়া তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বজন-নিধনের দুঃসহ পরিতাপ নিবারণ করিলেন।

ওমিও ও আব্বাস রাজবংশদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতা এবং নূতন নূতন রাজ্য জয়ের চেষ্টা হইতে বিরাম, আরবদিগের উৎসাহ ও যত্ন অন্য একটি মহত্তর বিষয়ে চালিত করিল। ঐ নূতন বিষয়ে তাহারা এরূপ অসীম গৌরব লাভ করিয়াছিল যে সে গৌরব তাহাদিগের সাম্রাজ্যের বিনাশের পর অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বোধ হয়, তাহাদিগের ধর্ম্মের লোপের পরও বর্ত্তমান থাকিবে। আরবেরা যেরূপ মহোদ্যম ও সম্বেগের সহিত দেশ-জয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল তদ্রূপ মহোদ্যম ও সম্বেগের সহিত জ্ঞানালোচনা ও সর্ব্ব প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। যৎকালে হিজরী শক আরম্ভ হয় তৎকালে আরবেরা একটি যুদ্ধ-নিপুণ অসভ্য জাতি মাত্র ছিল; কিন্তু দুই শতাব্দির মধ্যে তাহারা মাধ্যমিক কালের সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ও মার্জ্জিত-জ্ঞান-সম্পন্ন জাতি হইয়া উঠিল।

কোন বিদ্যার উন্নতি সাধন করিতে গেলে তদ্বিষয়ে মানবজাতির পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক। আরবেরা এই সময়ে পুরাকালীন গ্রীকদিগের প্রণীত যে সমস্ত পুস্তক ছিল, বিশেষতঃ তাহাদিগের প্রণীত দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি অন্বেষণ করিয়া তাহা দীর্ঘ ভাষ্য সহিত অনুবাদ করিতে লাগিল। গ্রীক কবিদিগের গ্রন্থ সকল অনুবাদিত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে ঠিক কিছু জানা নাই। আলমামন নামক বোগদাদের সপ্তম কালিফ আরমেনিয়া সিরিয়া ও মিসরে লোক নিযুক্ত করিয়া তত্তৎদেশে যে যে গ্রীক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ইস্তাম্বুলের গ্রীক সম্রাটকে একটি পুস্তকালয় প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকালয়ে টলেমি-প্রণীত "মেগালিস্

সিনটাক্সিস” নামক মহাগ্রন্থ ছিল। স্পেনস্থ করডোবার কালিফ দ্বিতীয় হাকেম মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যদেশে পুস্তক-সংগ্রহকারক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সকল বিখ্যাত ব্যক্তিকে তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তক সকল তাঁহাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় নূতন পুস্তক রচনা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুস্তক উপহার অপেক্ষা অন্য কোন উপহার হাকেমের নিকট তত প্রীতিকর ছিল না। এই প্রকারে ইউরোপের আরব রাজারা বহু-পুস্তক-পূর্ণ বৃহৎ আয়তনের পুস্তকালয় সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হাকেমের সংস্থাপিত পুস্তকালয়ে ছয় লক্ষ পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে চুয়াল্লিশ খানিতে কেবল পুস্তকালয়স্থিত পুস্তকের তালিকা লিখিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে সত্তরটির অধিক সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেরো নগরের পুস্তকালয়ে এক লক্ষ পুস্তক ছিল; ঐ সকল পুস্তক বিনা মূল্যে সাধারণকে পাঠ করিতে দেওয়া হইত। কিছুকাল মধ্যে রাজার বিদ্যোৎসাহ ও সুরুচি প্রজাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এক জন স্বাধীনব্যবসায়ী ভিষক বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এত পুস্তক আছে যে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চারি শত উষ্ট্র আবশ্যক।

ক্রমশঃ

ভারত-সংস্কারক ও আদি ব্রাহ্ম সমাজ।

আমরা গত সংখ্যক পত্রিকায় “ভারত সংস্কারকের” দ্বারা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ও তাঁহার অনুবর্ত্তিদিগের ক্ষমতাপ্রিয়তা দোষারোপ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তদুত্তরে উক্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, “দেবেন্দ্র বাবু ক্ষমতাপ্রিয় একথা আমরা প্রথম বলি নাই। মিরর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্র বরাবর তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য তাহা এক পক্ষের কথা। কিন্তু অন্য পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত উত্তর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এস্থলে একটি কথা জিজ্ঞাস্য— যে আদি ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য রাজা রামমোহন রায়ের কৃত ট্রষ্টী অনুসারে সকল জাতীয় লোকের ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং ট্রষ্টীরা তাহার অন্যথা করিতে পারেন না, কিন্তু যখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি এক স্বতন্ত্র দিনে উক্ত সমাজ-গৃহে উপাসনার জন্য প্রার্থী হইলেন তখন তাঁহাদিগকে কেন সে অধিকার দেওয়া হইল না ইহাতে ট্রষ্টডীডের কি কোন নিয়ম ভঙ্গ হইত? সাধারণের সংস্কার এই, ট্রষ্টীরা এখানে নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।” ভারত সংস্কারক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার উত্তর নিজে প্রধান আচার্য্য মহাশয় কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়াই তাহার কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার প্রত্যুত্তরে দিয়াছেন, আমরা এখানে সেই উত্তর অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। “তোমরা লিখিয়াছ যে ‘যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।’ ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে তোমরা যে কয়েকটী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্প সংখ্যক কয়েকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, বাস্তবিক তো-